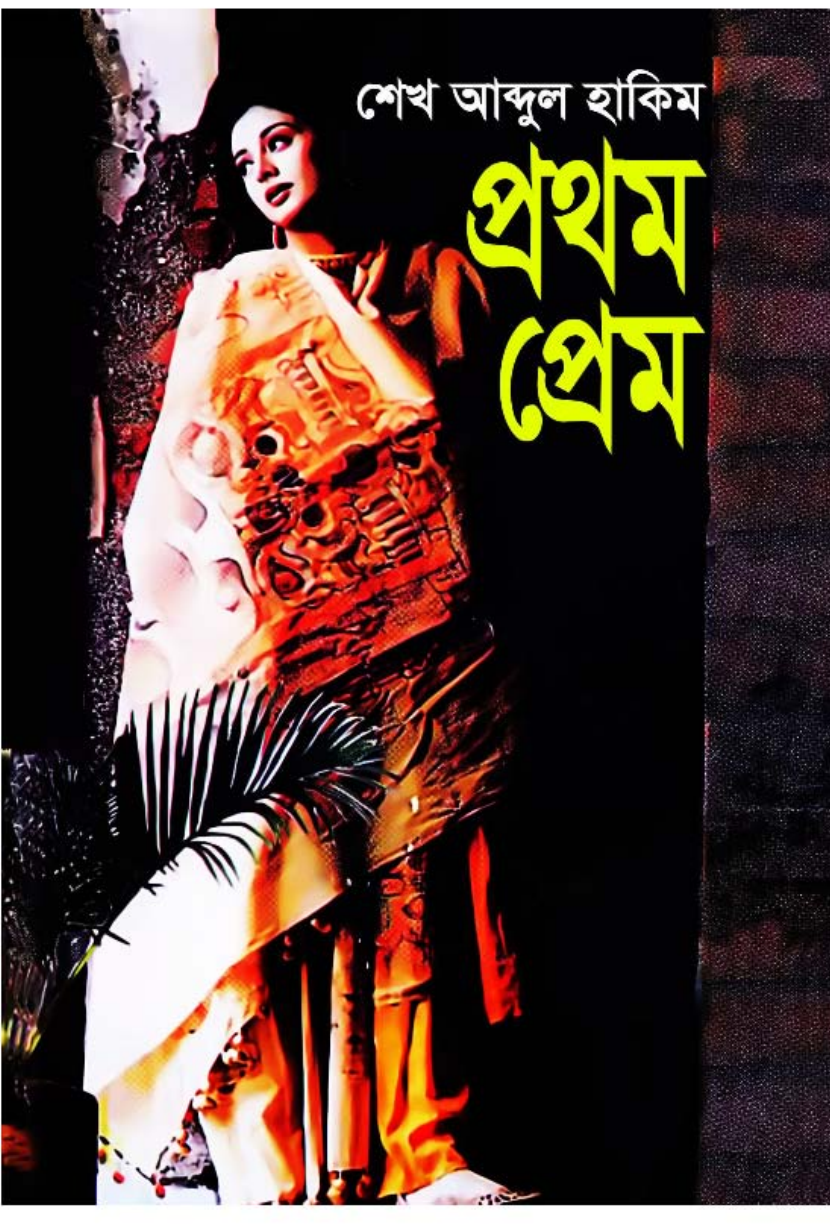

শেখ আব্দুল হাকিম

প্রথম প্রেম

প্রথম প্রেম

শেখ আবদুল হাকিম

ভাবা যায় না সাতটা হীরে বসানো একটা নেকলেস থেকে এমন জমজমাট ও রুদ্ধশ্বাস প্রেমের কাহিনী বেরিয়ে আসতে পারে। যমজ ভাই মাসুমের খোঁজে কোলকাতায় পা দিয়েই বিপদে পড়ে গেল রূপা, বুঝল না বিপদটায় ওকে ফেলা হয়েছে একটা ফাঁদের অংশ হিসেবে। অপরূপ সুন্দরী মমতাজ বেগম তার সাহায্যে এগিয়ে এলেন, তাঁর ছোট্ট একটা উপকার করে দিলে রূপার সমস্ত সমস্যার সমাধান করবেন তিনি। সরল বিশ্বাসে তাঁর প্রস্তাবে রাজি হলো রূপা, আর তারপরই ট্রেনের বন্ধ কেবিনে একটা লাশের সঙ্গে তাকে দেখে ফেলল জাফর। এমন এক অবস্থা দাঁড়াল, চোখে অন্ধকার দেখছে রূপা, কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না, আবার এরই মধ্যে ধীরে ধীরে একজনের প্রেমে পড়ে যাচ্ছে সে। আদর্শ একটি প্রেম যে কত মধুর আর স্বপ্নময় হতে পারে, দু'জনই তা উপলব্ধি করতে পারছে, কিন্তু জানা নেই তাদের এই প্রেমের শেষ পরিণতি কি।

প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব: লেখকের
প্রথম প্রকাশ
সেবা, ১৯৯৫
প্রজাপতি সংস্করণ, ১৯৯৬
প্রচ্ছদ
আলীম আজিজ
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
[সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান]
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩৪১৮৪
পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

PROTHOM PREM
A Novel By: Sheikh Abdul Hakim
ISBN-984-462-054-6
মূল্য ॥ আটাশ টাকা

শিমুলকে
লিখতে চাস, ভাল কথা। কিন্তু আমার মত
লেখক হতে চাওয়া তো ভাল কথা নয়।

প্রজাপতি প্রকাশন থেকে
আরও কটি উপন্যাস

খন্দকার মজহারুল করিম

সবুজ ঘাসের দ্বীপ, সেই চোখ, তোমার জন্যে, অনুরূপা, চন্দনের বনে, দূর আকাশের তারা, আমরা দুজনে, একটি মাধবী, নও শুধু ছবি, অতল জলের আহ্বান, তুমি আছ আমি আছি, এক প্রহরের খেলা, সোনালি গরল, অধরা মাধুরী, জানিনা কখন, আমার এ ভালোবাসা, কেন ডাকো, সন্ধ্যার মেঘমালা, এসো আমার ঘরে, ঝড়ের রাতে, ছায়া ঘনায়, কঙ্কাবতী, তোমাকে ভালবেসে একটুখানি চাওয়া।

শেখ আবদুল হাকিম

হায় চিল, রজনী চঞ্চলা, বান্ধবী, সুচরিতাসু, মধুযামিনী, তমা, অন্তরা, একা আমি, প্রথম প্রেম, যে ছিল আমার, প্রিয়, তুমি সুন্দর, কি শুভক্ষণে, তুমি চিরকাল।

আলী মাহমেদ

কনক পুরুষ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

এক

পিছন থেকে হ্যাঁচকা টানে হাতব্যাগটা ছিনিয়ে নিল কে যেন, আঁতকে উঠে ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করল রূপা। কিন্তু অফিস ছুটির পর চৌরঙ্গীতে মানুষের ঢল নেমেছে, কার সাধ্য থামতে পারে। অনেক কষ্টে ভিড় থেকে যখন বেরিয়ে এল, ততক্ষণে ছিনতাইকারী পগার পার।

আতঙ্কটা ধীরে ধীরে চেপে বসতে শুরু করল রূপার মনে। কোলকাতা সম্পূর্ণ অপরিচিত শহর, এই প্রথম এসেছে, এখানে কাউকে চেনে না সে। ঢাকা থেকে কোলকাতা হয়ে বোম্বাই যাবার কথা, ওখানে তার যমজ ভাই মাসুম থাকে। ট্রেনের টিকিট পেতে দেরি হওয়ায় কোলকাতায় দু'দিন থাকতে হচ্ছে তাকে। টিকেট যদিও বা পাওয়া গেছে কাল, ওই হাতব্যাগের সঙ্গে সেটা এখন ছিনতাইকারীর দখলে। শুধু যে ট্রেনের টিকিট তা নয়, ওটায় তার সব টাকা আর মাসুমের ঠিকানা ও ফোন নম্বরও ছিল।

আত্মীয়স্বজনরা সবাই তাকে নিষেধ করেছিল, বিদেশ-বিভুঁইয়ে এভাবে একা একটা মেয়ের যাওয়া ঠিক নয়। কথাটা মনে পড়তে রূপার বুক ঠেলে কান্না উঠে আসতে চাইল। ভালমানুষ বাবাকে বোঝাতে অসুবিধে হয়নি তার। মাসুমের মত আমিও তোমার একটা ছেলে, বাবার কানের কাছে দীর্ঘদিন এই মন্ত্র আওড়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার অনেক আগেই আদায় করে নিয়েছে সে। মেয়ের এই ছেলেদের মত নিঃসঙ্কোচ চলাফেরা মা অবশ্য কোনদিনই সমর্থন করেননি, এবারও তিনি প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ান। তবে মাকে কিভাবে নরম করতে হয় তা-ও রূপার জানা আছে। না, কোন মিথ্যে বা কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়নি তাকে। শুধু পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। সংসারে মাসুম আর রূপা, শুধু এই দুই ভাইবোন ওরা। একই সঙ্গে ঢাকা থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে দু'জন। দিল্লীর আলীগড় ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার কথা বলে তিন বছর আগে দেশ ছেড়েছে মাসুম, কিন্তু লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ভারতভ্রমণের নেশা পেয়ে বসে তাকে। দু'তিন মাস পর পর ঢাকায় ওরা তার চিঠি পেয়েছে, কখনও দার্জিলিং থেকে, কখনও কাশ্মীর থেকে। শেষ চিঠিটা তিন মাস আগে পায় ওরা, তাতে মাসুম বোম্বাইয়ের একটা ঠিকানা দিয়ে লিখেছে সে ওখানে ব্যবসা করে, তার আর্থিক অবস্থা ভালই, তবে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় একটা ক্লিনিকে ভর্তি হতে হয়েছে তাকে। স্বভাবতই খবরটা পেয়ে বাড়ির সবাই অস্থির হয়ে ওঠে। চিঠি তো লেখা হয়ই, টেলিগ্রামও করা হয়। কিন্তু মাসুমের কোন জবাব পাওয়া যায়নি। রূপার বাবা হার্টের রোগী, তাছাড়া মাস্টারী থেকে অবসর নেয়ার পর ছাত্র পড়ানোই একমাত্র রোজগার, তাঁর পক্ষে দীর্ঘ যাত্রার ধকল সহ্য করা বা দীর্ঘদিন ঢাকায় অনুপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। আর মা তার পরপুরুষের গলা শুনলেও এক হাত ঘোমটা টানেন, জীবনে কখনও ঢাকার বাইরে পা দেননি, তেমন লেখাপড়াও জানেন না; তাঁর পক্ষেও বিদেশ ভ্রমণ সম্ভব নয়। কাজেই সাহস করে রূপাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে, মাসুমের খবর নিতে

একাই যেতে হবে তাকে। অবশ্য তার যাবার কথা শুনে চাচাতো মামাতো অনেক ভাইই সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে রূপা তেমন পছন্দও করে না, বিশ্বাসও করে না, কাজেই পাত্তা দেয়নি কাউকে। মাকে রূপা বোঝায়, আমরা যমজ ভাই-বোন, মাসুমের কিছু হলে আমি বুঝতে পারি। আমার মন বলছে, ওর খুব বিপদ। এরপর আর ইচ্ছে থাকলেও মেয়েকে বাধা দিতে পারেননি মা।

ধীরে ধীরে হাঁটছে রূপা। শুধু যে অসহায় বোধ করছে তা নয়, মাসুমের কথা ভেবেও কান্না পাচ্ছে তার। ট্রেনের টিকিট না থাকায় এখন আর তার পক্ষে বোম্বাই যাওয়া সম্ভব নয়। সঙ্গে আর কোন টাকা নেই, সে দেশেই বা ফিরবে কিভাবে! ঢাকার মত কোলকাতাতেও এরকম ছিনতাই হয়, কেউ তাকে বলে দেয়নি। এখন সে কি করবে? এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার উপায় কি?

নিজেকে বোঝাল রূপা, মাথা ঠাণ্ডা করো। অস্থির হয়ে কোন লাভ নেই। হোক বিদেশ, এখনও তুমি সুস্থ শরীরে বেঁচে আছ। এদেশে তোমার পরিচিত কেউ নেই তো কি হয়েছে, বাংলাদেশের হাই কমিশন তো আছে।

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন তার নাম ধরে ডাকল। পরিচিত গলা, ভরাট ও মার্জিত। 'আরে, রূপা, আপনি! পথ হারিয়ে ফেলেছেন নাকি? আপনাকে এমন কাহিল দেখাচ্ছে কেন?'

জাফর চৌধুরীর পরিচিত মুখটা দেখে স্বস্তির একটা পরশ অনুভব করল রূপা। 'দেখুন না কি সর্বনাশ হয়ে গেছে! এই মাত্র আমার হাতব্যাগটা ছিনতাই হয়ে গেল। আমার টাকা, ট্রেনের টিকেট, সব ওটার মধ্যে ছিল!'

জাফর চৌধুরী দীর্ঘদেহী যুবক, মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল, গায়ের রঙ শ্যামলা। কাল সন্ধ্যায় হোটেলের রেস্তোরাঁয় পরিচয় হয়েছে ওদের, এক টেবিলে বসে কফি খেয়েছে ওরা। 'বলেন কি!' জাফরের চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠল। 'আপনার পাসপোর্ট?'

'ভাগ্য ভাল যে ওটা হোটেলে রেখে এসেছি। বোকামি হয়েছে সব টাকা নিয়ে বেরুনো। এখন আমি কি করি বলুন তো?'

'অস্থির হবেন না।' চিন্তা করছে জাফর। 'থানায় জানাতে পারেন, তবে তাতে কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না। একমাত্র উপায় হাই কমিশনে গিয়ে সাহায্য চাওয়া। ছিনতাইয়ের ঘটনা ওদেরকে বিশ্বাস করাতে পারলে দেশে ফেরার মত কিছু টাকা ওরা আপনাকে ধার হিসেবে দিতে পারে।'

'কিন্তু দেশে ফিরলে তো হবে না, আমাকে যে বোম্বাই যেতে হবে। ওখানে আমার ভাই আছে, সে অসুস্থ, আমি তাকে দেখতে যাচ্ছিলাম।'

কি যেন বলতে গিয়েও বলল না জাফর, রূপার দিকে এক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে হাসল সে। 'ঠিক আছে, চলুন কোথাও বসি আমরা। এক কাপ কফি খেলে আপনার বোধহয় ভাল লাগবে।'

খানিক ইতস্তত করে রাজি হয়ে গেল রূপা। বিপদের সময় সদ্য পরিচিত বা এমনকি অপরিচিত লোকের সাহায্যও নেয়া যেতে পারে। বিদেশ-বিভুঁই বলে কথা। তাছাড়া, জাফর চৌধুরীকে ভদ্র ও মার্জিত তরুণ বলেই মনে হয়েছে তার, অন্তত এখন পর্যন্ত ওর আচরণে বেমানান বা সন্দেহজনক কিছু ধরা পড়েনি।

আর জাফর ভাবছে, মেয়েটা শুধু সুন্দরী আর বুদ্ধিমতীই নয়, সাহসও রাখে। তবে যত সুন্দরীই হোক, তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে খুব বেশি সময় দিতে পারবে না ও। ওর মাথায় অন্য একটা কাজের কথা চেপে বসে আছে। একটা কফি হাউসে বসল ওরা। রূপা জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের হাই-কমিশনটা কোথায়?'

হাতঘড়ি দেখল জাফর। 'এখন তো স্টাফদের কাউকে পাবেন না। কাল আবার রোববার। সময় করতে পারলে সোমবার সকালের দিকে ওখানে আপনাকে আমিই নাহয় নিয়ে যাব।'

'তা না হয় গেলাম, কিন্তু ওরা যদি আমার কথা বিশ্বাস না করে? তাছাড়া, আমি বোম্বাই যাব শুনলে ওরা হয়তো টাকা দিতে চাইবে না।'

'আপনার কাছে কি কোন টাকাই নেই?'

মাথা নিচু করে রূপা বলল, 'তাহলে আর কি বলছি আপনাকে!'

হেসে ফেলল জাফর। 'ঠিক আছে, হাই-কমিশনে আপনাকে যেতে হবে না। আপনি দেশের মেয়ে, বিদেশে এসে বিপদে পড়েছেন, আপনাকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য। আপনার কত টাকা হলে চলে বলুন তো?'

সবেগে মাথা নাড়ল রূপা। 'না, অসম্ভব! আপনার কাছ থেকে টাকা নেব কেন আমি!'

'দান তো নয়, ধার,' বলল জাফর। তবে রূপা টাকা নিতে রাজি না হওয়ায় মনে মনে খুশি হলো সে। ভদ্র পরিবারের মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে, লোভী নয়। 'ধার নেয়ার মধ্যে সঙ্কোচের কিছু নেই। দু'জনেই তো এক সময় দেশে ফিরব, আমার ঠিকানা থাকবে আপনার কাছে, সময় সুযোগ মত একদিন ফিরিয়ে দেবেন।'

কফি নিয়ে এল ওয়েটার। সে চলে যেতে রূপা বলল, 'আপনি তো আমাকে ভাল করে চেনেনও না।'

'চেনালেই চিনি,' বলে আবার হাসল জাফর, রূপা লক্ষ করল হাসলে খুব সরল লাগে যুবকটিকে, 'বলুন, বাড়িতে আপনার কে কে আছেন। ঢাকার কোথায় থাকেন, কোথায় পড়াশোনা, দু'একজন নামকরা লোকের নাম বলুন যাদেরকে আপনি চেনেন। সবচেয়ে আগে বলুন, ইণ্ডিয়ায় আপনি একা কি করছেন?'

অচেনা তরুণ, অথচ কথা বলার সময় কোন রকম সঙ্কোচ বোধ করছে না দেখে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল রূপা। জাফর চৌধুরী যেন তার কতকালের পরিচিত। ছেলেটার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা তাকে সহজ ও স্বাভাবিক হতে সাহায্য করছে। রহস্যটা বোধহয় তার গভীর কালো চোখ দুটোয় নিহিত, কিংবা শিথিল বা প্রায় অলস ঘরোয়া হাবভাবে। নাকি ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ শ্লেষাত্মক হাসিটুকুর মধ্যেই সেই জাদু? ওর ভাবটা যেন, ও জানে দুনিয়া এক অদ্ভুত জায়গা, তবে বাস করার মধ্যে মজা আর রোমাঞ্চও আছে।

কারণটা যাই হোক, জাফর চৌধুরীকে ভাল লাগছে রূপার। শুরু করার পর গড়গড় করে সব কথাই বলে ফেলল সে, এমনকি নিজেদের আর্থিক অবস্থা যে ভাল নয় তা-ও গোপন করল না। সব কথা বলার পর মৃদু হাসল সে। 'নিশ্চয়ই খুব বিরক্তবোধ করছেন আপনি। তবে কথা বলতে পেরে নিজেকে আমার খুব হালকা লাগছে। শুধু যে বিপদে পড়েছি আর আপনি দেশের ছেলে বলে নয়, আপনাকে

কেন যেন আমার··· কি বলব···যেন অনেক দিন থেকে চিনি বলে মনে হচ্ছে।'

'আমারও আপনাকে···,' হঠাৎ থেমে কথার মোড় ঘুরিয়ে ফেলল জাফর। 'এটা যদি প্রশংসা হয়, তাহলে ধন্যবাদ দিতে হয় আপনাকে। এরকম প্রশংসা আগে কেউ করেনি আমার। কিন্তু, রূপা, আই উইল হ্যাভ টু লীভ ইউ। খুব জরুরী কাজ পড়ে আছে আমার। সম্ভব হলে আজ রাতে হোটেলে দেখা করব, কেমন? যা ঘটে গেছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। দিজ থিংস হ্যাভ আ ওয়ে অভ ওয়ার্কিং আউট।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল জাফর, কাউন্টারে ওদের বিল মেটাতে ভুলল না। ও চলে যাবার পর কোন কারণ ছাড়াই মনটা খারাপ হয়ে গেল রূপার। এরকম অনুভূতি আগে কখনও হয়নি, নিজেকে অসম্ভব নিঃসঙ্গ আর একা লাগছে তার।

হোটেলের লাউঞ্জে বসে আছে রূপা, হতাশ ও বিষণ্ন। জাফর চৌধুরীর পরামর্শ মেনে নিয়ে হাই-কমিশনে আজ না গেলেই ভাল করত সে। ওখানে পাঁচটার কিছু পরে পৌঁছায়, তাই বিপদগ্রস্ত বাংলাদেশী নাগরিকদের ব্যাপার নিয়ে যিনি মাথা ঘামান তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হননি। সোমবার সকালে তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে, তবে স্টাফদের কথাবার্তা শুনে রূপার মনে হয়েছে টাকা ধার পাবার কোন আশা নেই।

লাউঞ্জে এক মহিলা ঢুকলেন, জর্জেটের সবুজ শাড়িতে পরী মনে হচ্ছে। যেমন লম্বা তেমনি ফর্সা, চলাফেরায় আভিজাত্য, চেহারাই বলে দেয় অত্যন্ত সপ্রতিভ। কাল বিকেলেও মহিলাকে দেখেছে রূপা, একা একটা টেবিলে বসে কফি খাচ্ছিলেন। আজও একা তিনি, সেই আগের টেবিলটাতেই বসলেন। ওয়েটার এসে অর্ডার নিয়ে গেল। একটি পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছেন মহিলা। খানিক পর, কফির কাপে দু'একবার চুমুক দিলেন তিনি, তারপর বারকয়েক ঘাড় ফিরিয়ে রূপার দিকে তাকালেন। এক সময় হাসি মুখে চেয়ার ছাড়লেন, সোজা রূপার দিকে এগিয়ে আসছেন।

'এই যে, ভাই, তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারি?' কাছে এসে মিষ্টি করে হাসলেন মহিলা।

শুদ্ধ বাংলা শুনে একটু অবাকই হলো রূপা। সে ভেবেছিল মহিলা মাদ্রাজী বা অন্য কোন প্রদেশের হবেন। 'জ্বী, হ্যাঁ, বলুন কি বলবেন!' মহিলা বাঙালী বুঝতে পেরে সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠছে রূপা।

'আমাকে তুমি বসতে বলবে না?' জিজ্ঞেস করে হেসে উঠলেন মহিলা, বসে পড়লেন রূপার মুখোমুখি। 'আমি মিসেস মমতাজ বেগম। তোমাকে দু'দিন থেকে দেখছি, কি নাম তোমার? ঢাকা থেকে একা এসেছ?'

কাছ থেকে দেখে রূপা বুঝতে পারল মহিলার বয়েস ত্রিশের কম নয়। তবে সুন্দরী যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। রূপ তো নয়, যেন আগুন। তাঁর চোখে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি লক্ষ করে সামান্য অস্বস্তি বোধ করল সে। মহিলা মিষ্টি সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার হয়তো জিজ্ঞেস করা উচিত হচ্ছে না, তুমি কি কোন অসুবিধেয় পড়েছ? কাল রাতে তোমাকে অমন হাসিখুশি দেখলাম অথচ আজ মন খারাপ করে বসে আছ, কি ব্যাপার?'

'হ্যাঁ, মনটা খারাপই,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করল রূপা। 'চৌরঙ্গীতে শপিং করতে গিয়েছিলাম, আমার হাতব্যাগটা ছিনতাই হয়ে গেছে। ওই ব্যাগে আমার সব টাকা, ট্রেনের টিকিট ছিল···।'

মিসেস মমতাজ বেগমের চোখে সহানুভূতি ফুটে উঠল। 'কি সাঙ্ঘাতিক! থানায় জানিয়েছ? হাই-কমিশনে গেছ?'

মাথা নাড়ল রূপা। 'হাই-কমিশন থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। থানায় জানিয়েই বা কি লাভ, টাকা বা ব্যাগটা তো আর ওরা ফিরিয়ে দিতে পারবে না।'

'না, তা পারবে না,' বললেন মিসেস মমতাজ। 'তাহলে তো চিন্তার কথাই। কোলকাতায় তোমার পরিচিত কেউ নেই?'

কথা না বলে রূপা শুধু মাথা নাড়ল।

মমতাজ কি যেন চিন্তা করছেন। রূপা দেখল, মহিলার গা ভর্তি সোনার গহনা। বাম হাতের আঙটিতে দামী একটা পাথর বসানো রয়েছে, বোধহয় হীরাই হবে। ম্লান হেসে রূপাকে তিনি বললেন, 'আমাদের মধ্যে মিল আছে, বুঝলে। দু'জনেই আমরা দুর্ভাগ্যের শিকার। তুমি তোমার হাতব্যাগ হারিয়েছ, তাই মন খারাপ। আমারও একটা জিনিস চুরি গেছে। অত্যন্ত দামী জিনিস। ওটা হারিয়ে আমারও খুব মন খারাপ।'

মহিলা আরও কি বলেন শোনার জন্যে চুপ করে থাকল রূপা। কেন যেন উত্তেজনা বোধ করছে সে, সেই সঙ্গে সাবধান হবার একটা তাগিদও অনুভব করছে।

হঠাৎ হেসে উঠলেন মমতাজ। 'জানো, আমি কি ভাবছি?'

এবারও কথা না বলে শুধু মাথা নাড়ল রূপা।

'আমার মনে হচ্ছে আল্লাই তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো, আমিও তোমাকে সাহায্য করতে পারি। আমাকে দেখেই আশা করি বুঝতে পারছ আমি খুব বড়লোকের বউ? কাজেই তোমার টাকার সমস্যা সহজেই আমি মিটিয়ে দিতে পারি। বিনিময়ে তুমি যদি আমার ছোট একটা কাজ করে দাও, তোমার প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব, ভাই।'

মনে মনে বিরক্ত বোধ করল রূপা, কুঁচকে উঠল ভুরু দুটো। 'কিন্তু ···আপনার টাকা আমি নেব কেন,' আপত্তি জানাল রূপা। 'আপনাকে আমি চিনি না, জানি না···।'

একটা হাত তুলে রূপাকে থামিয়ে দিলেন মমতাজ। রূপা লক্ষ করল, চাঁপা কলা মত আঙুলগুলো তার কাঁপছে। সন্দেহ নেই, মহিলা মানসিকভাবে খুব অস্থির হয়ে আছেন। 'ঘটনাটা কাউকে বলার মত নয়। শোনার পর আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা পাল্টে যাবে। আমাকে তোমার খুব খারাপ মানুষ বলে মনে হবে।'

'ছি-ছি, কি বলছেন! কাউকে খারাপ ভাবা আমার স্বভাব নয়।'

'নয়? বেশ, শুনে খুশি হলাম। শোনো তাহলে। আমার স্বামী, সাব্বির, দামী পাথরের ব্যবসা করেন। প্রচুর রোজগার করেন তিনি, কোটিপতিই বলা যায়। পাথর কেনার জন্যে ইণ্ডিয়ায় প্রায়ই তাঁকে আসতে হয়। শুধু এখানে নয়, বিভিন্ন দেশে

আসা-যাওয়া করতে হয় তাঁকে। এক সময় আমিও তাঁর সঙ্গে যেতাম। তবে গত দু'বছর হলো তিনি একাই যান। মাঝে মধ্যে দুই কি তিন মাসও এক নাগাড়ে বাড়িতে থাকেন না। ছ'মাস আগের কথা, আমার স্বামী তখন পাকিস্তানে, ওই সময় ঢাকায় এক বয়স্ক লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। অত্যন্ত সুদর্শন, স্বাস্থ্যও খুব ভাল। আমি···আমি···তার প্রেমে পড়ে যাই। জীবনটা সে-সময় আমার খুব একঘেয়ে কাটছিল, নিজেকে বড় একা মনে হোত। সেবার আমার স্বামী তিন মাস পাকিস্তানে ছিলেন, এই সময়টা আমরা একসঙ্গে থাকি। কাজটা আমার অন্যায় হয়েছে, কিন্তু ওই তিনমাস যে সুখে ছিলাম সেটা অস্বীকার করি কিভাবে! তারপর একদিন বাড়িতে ফিরে এলেন আমার স্বামী,' থামলেন মমতাজ, রূপার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। 'এরপরও কি তোমার শোনার আগ্রহ আছে?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'যদি মনে করেন প্রয়োজন আছে, শোনাতে পারেন। তবে ভাল না লাগলে শোনাবেন না।'

'আমার ভাল লাগছে না, তবে শোনানোর প্রয়োজন আছে। সব কথা না জানলে তুমি আমাকে সাহায্য করবে কিভাবে।'

মাথাটা সামান্য কাত করল রূপা। তার মনে হলো, আর যাই হোক, একদিক থেকে অন্তত মহিলাকে সৎ বলতে হবে, নিজের কলঙ্কের কথা কিছুই গোপন না করে বলে যাচ্ছেন।

'আমার স্বামী খুব ভাল মানুষ, তবে তাঁর মধ্যে হালকা ছেলেমানুষি ভাব একেবারেই নেই। হৈ-চৈ, হাসি-ঠাট্টা, ভাবাবেগ ইত্যাদি তাঁর ভেতর নেইও, তিনি এ-সব পছন্দও করেন না। সংক্ষেপে, তাঁকে তুমি একটা যন্ত্রই বলতে পারো। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁকে আমি কোনদিনই ভালবাসতে পারিনি। আমি খুব গরীব পরিবারের মেয়ে, বংশ মর্যাদায় না মিললেও শুধু সুন্দরী বলে আমাকে তিনি বিয়ে করেন। আর যার কথা তোমাকে বলছি, আবুল বাশার, সে সাব্বিরের ঠিক উল্টো চরিত্র। জীবন তার কাছে আনন্দ আর পুলকের একটা ভাণ্ডার। সে যেমন সবাইকে ভালবাসে, তেমনি সবাই তাকে না ভালবেসে পারে না। মোটকথা স্বামীর মধ্যে যা যা দেখতে চেয়েছি কিন্তু পাইনি, তার সবই প্রচুর পরিমাণে বাশারের মধ্যে আছে। তবে তখনও আমি জানতাম না যে সে একটা শয়তানও বটে।'

এরপর মমতাজ বললেন, তাঁর স্বামী ঢাকায় ফিরে আসার পর বাশারের আসল চরিত্র বেরিয়ে পড়ে। বাশারকে যখন তিনি বললেন, তাদের অবৈধ প্রণয়ের এখানেই সমাপ্তি, খেপে গিয়ে বাশার তাঁর কাছে টাকা দাবি করল, বলল তা না হলে সে তাঁর স্বামীকে তাদের গোপন প্রেমের কথা সব বলে দেবে। স্বভাবতই বিষম একটা ধাক্কা খেলেন মমতাজ, ভয়ে অন্ধকার দেখতে শুরু করলেন চারদিকে। নিজের স্বামীকে তিনি চেনেন, অত্যন্ত বদরাগী মানুষ, স্ত্রী দ্বিচারিণী জানতে পারলে তাঁকে তিনি ক্ষমা তো করবেনই না, খুনও করে ফেলতে পারেন।

'কি করলেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল রূপা, মহিলার ওপর করুণাই হচ্ছে।

'কিছু করার থাকলে তো করব। প্রতি মাসে ওর দাবি মত টাকা দিতে শুরু করলাম।' প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা হয়েছে মমতাজ বেগমের। 'এরকম ফাঁদে

একবার পা দিলে ব্ল্যাকমেইলারকে টাকা দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। জানি তুমি খুব খারাপ ভাবছ আমাকে। হয়তো ভাবছ, এ আমার প্রাপ্য ছিল।'

'লোকটাকে আপনার আগেই চিনতে পারা উচিত ছিল,' বলল রূপা। 'পরস্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চায় যে লোক সে যে ভাল হবে না এ তো জানা কথা।'

মাথা নিচু করে মমতাজ বললেন, 'পাপ তো আমি করেইছি। তার শাস্তিও পাচ্ছি। তবে এখানেই শেষ নয়, আমার কপালে আরও ভোগান্তি আছে।'

'আরও ভোগান্তি?'

'হ্যাঁ। পাকিস্তান থেকে সাব্বির হীরা বসানো অদ্ভুত সুন্দর একটা নেকলেস নিয়ে এসেছেন আমার জন্যে। সাতটা হীরা, প্রতিটি অসম্ভব দামী। নেকলেসটা শুধু মূল্যবান তা নয়, ওটার একটা খ্যাতিও আছে। নামটা তুমি হয়তো শুনে থাকবে—সেভেন সিস্টারস, সাতকন্যা। সাব্বির ওটা আমাকে প্রেজেন্ট করেছে বিশেষ কোন উৎসব বা অনুষ্ঠানে পরার জন্যে। স্বামীর কাছ থেকে এই উপহারটা নেয়ার সময় বাশারের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা ভেবে একটা অপরাধবোধ জাগে মনে···।'

ওয়েটারকে ডেকে দু'কাপ কফি চাইলেন মমতাজ। ওয়েটার কফি দিয়ে চলে যাবার পর আবার শুরু করলেন তিনি, 'ওই হীরা বসানো নেকলেসটা বাশার দেখে ফেলে। গত হপ্তায় আমি আর সাব্বির কোলকাতায় এলাম, বাশারও আমাদের পিছু নিয়ে চলে এল। কাল এই হোটেলের কোন কামরা থেকে আমাকে সে ফোন করেছিল। এবার আর টাকা নয়, নেকলেসটা চাইছে সে। আল্লার কসম খেয়ে বলছে, সেভেন সিস্টারস পেলে আর কখনও আমার কাছে কিছু চাইবে না সে।'

'আপনি নিশ্চয়ই তার কথা বিশ্বাস করেননি?'

'কোন উপায় ছিল না। নেকলেসটা তাকে দিয়ে দিতে হয়েছে। নেকলেস নিয়ে সে চলে যাবার পর চোখে অন্ধকার দেখছি আমি। সেই থেকে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ, শুধু কফি খাচ্ছি। ভাবলাম সবাইকে বলি নেকলেসটা চুরি হয়ে গেছে। কিন্তু তাহলে পুলিশী ঝামেলা হবে, বীমা কোম্পানীর এজেন্টরা আমাকে জেরা করবে। তাছাড়া, আমার গোপন অভিসারের কথাও ফাঁস হয়ে যেতে পারে। এই বিপদের মধ্যে আজ সকালে আবার সাব্বির বললেন, ইন্টারন্যাশনাল ডায়মণ্ড মার্চেন্টদের ডিনার আছে আগামী হপ্তায়, সাতকনা পরে তাঁর সাথে আমাকেও যেতে হবে।'

'সর্বনাশ। এখন তাহলে কি করবেন আপনি?' মমতাজ বেগমের আতঙ্ক রূপার ভেতরও সংক্রমিত হলো।

'বুঝতেই পারছ, যেভাবে হোক নেকলেসটা আমাকে ফেরত পেতে হবে। কি করে বোঝাব তোমাকে, আমি শুধু পাগল হতে বাকি আছি। এখন তুমি যদি আমাকে সাহায্য না করো···।'

'আমি? কি বলছেন আপনি! আমি কিভাবে সাহায্য করব?'

'তুমি খুব সুন্দরী, তোমার বয়েসও কম, আমি জানি একবার তাকালে তোমার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারবে না বাশার। ভাগ্যই বলো আর কাকতালীয় ব্যাপারই বলো, সে-ও কালকের ট্রেনে বোম্বে যাচ্ছে। ওই ট্রেনে আমিও থাকব, তবে আলাদা সেকশনে। আমি কি প্ল্যান করেছি শোনো, তারপর ভেবে দেখো

সাহায্য করবে কিনা। ওই একই ট্রেনে তোমার জন্যে একটা বার্থ বুক করব আমি। তোমার কাজ হবে গল্প করার অজুহাতে বাশারকে কিছুক্ষণ আটকে রাখা, ওই সময় আমি যাতে ওর স্লিপারে তল্লাশী চালাতে পারি। ওর সুটকেসের তলায় একটা ফলস বটম আছে, নেকলেসটা ওখানে রাখবে, জানা কথা।' মমতাজ করুণ আবেদন ফুটিয়ে তুললেন চোখে। 'তুমি ভাই এইটুকু সাহায্য আমাকে করতে পারবে না?'

এমনই বিব্রত বোধ করছে রূপা যে তার চেহারা লালচে হয়ে উঠল। বুঝতে পারছে না কি বলা উচিত বা কি করা উচিত। হঠাৎ করে জাফর চৌধুরীর কথা মনে পড়ে গেল, এই মুহূর্তে তার পরামর্শ খুব কাজে লাগত। জাফরের বলা কথাটাও মনে পড়ল, দিজ থিংস হ্যাভ আ ওয়ে অভ ওয়ার্কিং আউট—এসব সমস্যা কিভাবে যেন আপনাআপনি সমাধান হয়ে যায়। সন্দেহ নেই, নিজের বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার একটা পথ দেখতে পাচ্ছে রূপা। মমতাজ বেগমকে সাহায্য করলে তার পক্ষে এখনও বোম্বে যাওয়া সম্ভব। এরকম একটা সুন্দর সুযোগ কি হাতছাড়া করা উচিত?

কি উত্তর দেবে ঠিক করার আগেই মমতাজ বললেন, 'কাজটা কিন্তু পানির মত সহজ, এর মধ্যে অন্যায় কিছুও নেই। খুব বেশি হলে আধ ঘণ্টার ব্যাপার। এখানে তোমার হোটেলের বিলও আমিই শোধ করব। বোম্বে যাওয়া-আসার টিকেট তো কিনে দেবই। হাত-খরচার জন্যে যা লাগে, পাঁচ-সাত হাজার রূপী, তা-ও না হয় দেব। আরও একটা কথা—আমার সঙ্গে তোমার আর দেখা না করলেও চলবে। কাজটা হয়ে গেলে পরস্পরকে আমরা ভুলে গেলেও ক্ষতি নেই।'

'ঠিক আছে, আপনি যখন এত করে বলছেন।'

সশব্দে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন মমতাজ। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, ভাই। তুমি আমাকে বাঁচালে। মনে মনে দেশের একটা মেয়ে খুঁজছিলাম, আল্লাই তোমাকে পাইয়ে দিয়েছে।'

মমতাজ বেগমের প্রতি এক ধরনের সহানুভূতিই জাগছে রূপার মনে। সন্দেহ নেই মহিলা বোকামি করেছেন, তাঁর চরিত্রেও দোষ আছে, কিন্তু নিষ্প্রাণ স্বামীর ঘর করতে গিয়ে একঘেয়েমির শিকার কোন মহিলা যদি নীতিহীন কিছু করে বসে সে তার বিচার করার কে? জিজ্ঞেস করল, 'আপনার প্ল্যানে একটা খুঁত আছে। ভদ্রলোক···তাকে অবশ্য আমার ছোটলোকই বলা উচিত, যদি আমার প্রতি আকৃষ্ট না হন, তাহলে কি হবে?'

'বাশারকে আমি চিনি না ভেবেছ? সুন্দরী মেয়ে দেখলে তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বোধহয় ভাল করে কখনও দেখোনি তুমি। তবে একটু সাবধান থাকতে বলব তোমাকে, শয়তানটা কিন্তু যে-কোন মেয়েকে সহজেই পটিয়ে ফেলতে পারে।'

'ওটা কোন সমস্যা নয়,' বলল রূপা, এই প্রথম একটু হাসল সে। 'নিজে ঠিক থাকলে কোন মেয়েকে কেউ নষ্ট করতে পারে না।'

'লজ্জা কোরো না, এখন তোমার কত টাকা হলে চলে বলে ফেলো। হোটেলের বিল দিতে হবে, এটা-সেটা কিছু বোধহয় কিনতেও চাও তুমি। এখন তোমাকে হাজার তিনেক রূপী দিই? বাকি চার হাজার কাল নিয়ো, ট্রেনের টিকেটের সঙ্গে?'

সাহায্য করার বিনিময়েই পাবে ও এত সব সুবিধে, তবু টাকাটা হাত পেতে

নিতে খারাপই লাগল রূপার। তবে প্রস্তাবটায় একবার রাজি হবার পর ফিরিয়ে দিতেও মন চাইল না। সে জিজ্ঞেস করল, 'একটা কথা, আপনি কিভাবে ট্রেনে থাকবেন? আপনার স্বামী জানবেন না? কি বলবেন তাঁকে?'

'ও, তোমাকে বলা হয়নি। ভাগ্যটা আমার ভাল। সাব্বির কাল পুনায় যাচ্ছে চারদিনের জন্যে। কোলকাতা, মানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রওনা হয়ে উড়িষ্যা আর অন্ধ্র প্রদেশ হয়ে মহারাষ্ট্রে যাবে আমাদের বোম্বে ট্রেনটা। ভুবনেশ্বর, বিশাখাপাটনাম, অমরাবতী আর হায়দারাবাদ হয়ে যাবে তো, হায়দারাবাদ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসার জন্যে চারদিন যথেষ্ট সময়। কাল সকালে দেখা হবে, ভাই, এখন আসি।' লাউঞ্জ থেকে চলে গেলেন মমতাজ।

দুই

হাওড়া স্টেশনে এত ভিড়, রীতিমত হকচকিয়ে গেল রূপা। ভাগ্যিস হাতে সময় নিয়ে এসেছিল, মিনিট পনেরো বাকি থাকতেই বোম্বে এক্সপ্রেস ট্রেনটা খুঁজে পেল সে। দেশে থাকতে বহুবার ট্রেনে চড়েছে, তবে সেগুলোর সঙ্গে বোম্বে এক্সপ্রেসের কোন মিল নেই। এখানে উর্দি পরা কণ্ডাক্টার দাঁড়িয়ে আছে করিডরের মুখে, আরোহীদের সাহায্য করার জন্যে সদা প্রস্তুত। রূপার টিকেট আর রিজার্ভেশন পরীক্ষা করল সে, তারপর রেখে দিল নিজের লেদার পাউচে। নিচের দিকে ঝুঁকে রূপার সুটকেসটা তুলল, কুর্ণিশ করার ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে পিছিয়ে গেল।

কেবিনটায় দুটো স্লিপিং-বার্থ, রিজার্ভেশন থাকায় দুটো বার্থই রূপা ব্যবহার করতে পারবে। ব্যাপারটা আগে সে বোঝেনি, তাই সামান্য হলেও খুঁতখুঁতে একটা ভাব জাগল মনে। মমতাজ বেগম তার জন্যে পুরো একটা কেবিন কেন রিজার্ভ করলেন? এর একটাই অর্থ হতে পারে—তিনি আশা করছেন আবুল বাশারকে রূপা তার নিজের কেবিনে আমন্ত্রণ জানাবে। মাত্র আধ ঘণ্টার ব্যাপার, অথচ···। কিন্তু এখন আর ফিরে যাবার সময় নেই, কাজেই চিন্তাটা মাথা থেকে বের করে দিল রূপা। নিজের ওপর আস্থা আছে তার, যে-কোন পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে। সামান্য হলেও জুডো জানে সে, নিয়মিত ব্যায়াম করে, মাঝে মধ্যে প্যান্ট-শার্ট পরে সাইকেল চালিয়ে ফার্মগেট থেকে ইউনিভার্সিটিতে যায়, লন টেনিসও খেলে—কাজেই আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব নেই তার মধ্যে।

তবে অস্বীকার করে লাভ নেই খুবই উত্তেজনা বোধ করছে সে। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিল রূপা, তারপর সামান্য লিপস্টিক ঘষল ঠোঁটে। ভুলতে পারছে না সামনে একটা পরীক্ষা। আজ সকালে হোটেল লাউঞ্জে বাশারের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার। মমতাজ বেগমই তাকে জানান, লাউঞ্জে আছে সে, ওখানে গিয়ে ওকে তার চেহারাটা একবার দেখানো উচিত, সম্ভব হলে পরিচয় পর্বটাও সেরে ফেলা দরকার।

মমতাজ বেগমের ধারণাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। রূপাকে একবার দেখামাত্র

এগিয়ে আসে বাশার। লোকটা যে সুদর্শন আর স্মার্ট, এ-কথা মানতেই হবে। যদিও ওকে দেখামাত্র রাগে জ্বালা করে ওঠে রূপার শরীর, গা ঘিন ঘিন করতে থাকে। বিবাহিতা মহিলার দুর্বলতার সুযোগ নেয় যে লোক, পরে আবার ব্ল্যাকমেইল করতে দ্বিধা করে না, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার অভিনয় করতে হবে ভেবে নিজের ওপরও রাগ হয় রূপার। তারপর নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে, নেহাতই বিপদে পড়ে এই কাজ করতে হচ্ছে তাকে। রাগ আর ঘৃণা বোধ করলেও, চোখাচোখি হতে মৃদু হাসতে হয়েছে তাকে। তার ওই হাসিটাকে প্রশ্রয় ধরে নিয়ে কফি খাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে বাশার। তার হাবভাবে বড় ভাই সুলভ একটা ভাব দেখা গেছে। রূপাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন তো করেইছে, কথার শেষে খুকি বলেও ডেকেছে। লোকটার বয়েস অবশ্য কম নয়, পঞ্চাশের কাছাকাছি তো হবেই।

সাড়ে এগারোটার দিকে রেস্টুরেন্ট কার-এ চলে এল রূপা। মমতাজ বেগমের ধারণাই ঠিক, একটা টেবিলে বসে কি যেন খাচ্ছে বাশার। তার প্লেটে কাটলেট, কিন্তু হাতে ওটা কি? গ্লাসটায় রঙিন পানীয় দেখে ঘাবড়ে গেল রূপা। সর্বনাশ, বাশার মদ খাচ্ছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, ভাবছে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে যাবে কিনা। মমতাজ বেগম বাশার সম্পর্কে এত কথা বলেছেন, কিন্তু একবারও বলেননি যে মদ খায়। এই সময় তাকে দেখতে পেয়ে হাসল বাশার, বলল, 'কী আশ্চর্য, একেই বলে সারপ্রাইজ। এখানে বসে একা একা বোর হচ্ছি, এই সময় দেখি কিনা স্বর্গ থেকে অপ্সরা নেমে এসেছে, ঠিক যার কথা ভাবছিলাম। তুমি যে বোম্বে এক্সপ্রেসে থাকবে আমাকে তো জানাওনি।'

'আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেননি।'

'তা সত্যি। তো বসো, খুকি, বলো তোমার জন্যে কি আনাব।'

রূপার মনে হলো লোকটা যদি আরেকবার তাকে খুকি বলে, ঠাস করে চড় মারবে গালে। 'কফি। ধন্যবাদ।'

'তুমি দেখছি সত্যিই খুকি!' গলা ছেড়ে হেসে উঠল বাশার। ইয়ে হ্যায় ইণ্ডিয়া, বহিন। এখানে পানির দামে শরাব বিক্রি হয়। বোম্বে এক্সপ্রেসে চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছ আর হুইস্কি বা শ্যাম্পেন খাবে না, তাই কি হয়!'

গম্ভীর হতে গিয়েও হলো না রূপা। হাসিমুখেই বলল, 'না, ও-সব আমি খাই না। কফি, প্লীজ।'

হতাশ দেখাল বাশারকে, তবে জেদ ধরল না। ওয়েটারকে ডেকে নিজের জন্যে আরও দু'আউন্স হুইস্কি চাইল সে, রূপার জন্যে কফি দিতে বলল। রূপার মনে হলো, এরই মধ্যে যথেষ্ট মদ খেয়েছে বাশার। এই প্রথম একটু ভয় ভয় লাগছে তার। বাশারের চেহারা লালচে হয়ে উঠেছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

একটু পরই দেখা গেল রূপার খুব কাছে সরে এসেছে বাশার, কথা বলার সময় তার হাতের উল্টো পিঠে আঙুল ছোঁয়াচ্ছে মাঝে মধ্যে। ওর সঙ্গ প্রতিটি সেকেণ্ড ঘৃণা করছে রূপা, তবে মমতাজ বেগমকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে এখনও প্রস্তুত সে। নিজেকে এই বলে অভয় দিচ্ছে, খানিক পরই ব্যাপারটা মিটে যাবে, তারপর নর্দমার এই কীটটার সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক রাখার দরকার হবে না।

মাঝরাত থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী আধ ঘণ্টায় আসল পরীক্ষা বা সঙ্কট। মমতাজ

বেগম তাকে জানিয়েছেন ঠিক বারোটার সময় বাশারের কেবিন সার্চ করার জন্যে ভেতরে ঢুকবেন তিনি, অর্থাৎ বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত বাশারকে আটকে রাখতে হবে রূপার।

এগারোটা পঞ্চাশ মিনিটে রূপা বলল, 'এ বার আমাকে উঠতে হয়, বাশার সাহেব। কফির জন্যে ধন্যবাদ।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতেই খপ্ করে তার একটা হাত ধরে ফেলল বাশার।

'এত তাড়াতাড়ি! আরে ধ্যাত, রাত তো সবে শুরু। বুঝলাম আগে কখনও এ-সব খাওনি, আমার সম্মানে আজ নাহয় সামান্য একটু খেলে। বসো, খুকি। বেড়াতে বেরিয়েছ, সময়টা উপভোগ করো। এরা কি বলে শোনোনি? পিয়ো, জিয়ো আউর মৌজ করো।' হো হো করে হেসে উঠল সে।

'দুঃখিত। আমি খুব ক্লান্ত।'

ঢক ঢক করে দুই ঢোকে গ্লাসটা খালি করে ফেলল বাশার, রূপার সঙ্গে রেস্টুরেন্ট কার থেকে বেরিয়ে এল। করিডরে পৌঁছেও তার হাত ছাড়েনি ও। 'আমিও কি তোমার সঙ্গে আসতে পারি, প্লীজ?' হঠাৎ খুব নরম, আদুরে সুরে জিজ্ঞেস করল।

চোখ কপালে তুলে বিস্মিত হবার ভান করল রূপা। 'কি বলছেন! আপনাকে এখনও আমি ভাল করে চিনি না, আপনি কেন আমার কেবিনে যাবেন!' লক্ষ করল, ব্যাকুল আগ্রহে চকচক করছে বাশারের চোখ দুটো। আবার ঘৃণায় রী রী করে উঠল তার শরীর। তবু জোর করে ঠোঁটে হাসি ধরে রাখতে হলো।

'তাতে কি হয়েছে। চেনো না, চিনবে। কি জানো, সত্যি বলছি, তোমাকে দেখে আমি আর আমার মধ্যে নেই। তোমার মত সুন্দরী মেয়ে আগে কখনও দেখিনি আমি,' কোমল সুরে ফিসফিস করছে বাশার। 'আমার ওপর তুমি বিশ্বাস রাখতে পারো। আমি শুধু কিছুক্ষণ তোমার সামনে বসে থাকতে চাই। কথা দিচ্ছি, তোমার অসম্মান হয় এমন কিছু করব না। শুধু কিছুক্ষণ গল্প করব। প্লীজ!'

হোক বাশার চরিত্রহীন লোক, তাকে মুগ্ধ করতে পেরে নিজেকে নিয়ে গর্ব অনুভব করল রূপা। সম্ভবত মেয়ে মাত্রই কোন পুরুষকে মুগ্ধ করতে পারলে খুশি হয়, এ যেন নিজের যৌবন, সৌন্দর্য ও অন্যান্য সম্পদের প্রশংসা ও স্বীকৃতি পাওয়া। প্রশ্রয় দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল সে, বলল, 'ঠিক আছে, শুধু যদি গল্প করতে চান, আসতে পারেন। তবে কয়েক মিনিট পর। কেবিনে ফিরে আমাকে কয়েকটা কাজ সারতে হবে। ঠিক পাঁচ মিনিট পর আসুন, কেমন?'

'তুমি আমার লক্ষ্মী সোনা,' বলে হাতটায় মৃদু চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল বাশার।

এবার শুধু বাশারের ওপরই নয়, মমতাজ বেগমের ওপরও রাগ হলো রূপার। এরকম একটা অভদ্র আর ইতরকে কিভাবে তিনি ভালবেসেছিলেন!

নিজের কেবিনে ঢুকল বাশার, সেটার নম্বর মনে গেঁথে রাখল রূপা—তেইশ। নিজের কেবিনে ঢোকার সময় সে দেখল করিডরের শেষ মাথায় একটা গদী মোড়া টুলের ওপর বসে রয়েছে কণ্ডাক্টার। মোটাসোটা, স্বাস্থ্যবান লোকটাকে দেখে মনে খানিকটা সাহস পেল সে। দুশ্চরিত্র এক শয়তানের সঙ্গে ত্রিশটা মিনিট নিজের

কেবিনে কাটাতে হবে তাকে।

অপেক্ষা করছে রূপা, কিন্তু বাশার আসছে না। ধীরে ধীরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে সে। ঠিক বারোটায় বাশারের কেবিনে ঢুকবেন মমতাজ বেগম, তখন যদি বাশার নিজের কেবিনে থাকে তাহলে তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ হবে না, নেকলেসটা খোঁজার সুযোগই পাবেন না তিনি। তাঁকে এই সুযোগ করে না দিতে পারার জন্যে দায়ী করা হবে রূপাকে, স্বভাবতই। মমতাজ বেগম এত টাকা খরচ করছেন, কিন্তু যদি তাঁর কোন উপকার না হয়···আর ভাবতে পারছে না রূপা। দুশ্চিন্তায় ঘামতে শুরু করল সে।

পাঁচ মিনিটের জায়গায় পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে, এখনও দেখা নেই বাশারের। অস্থির হয়ে উঠল রূপা, আর তো অপেক্ষা করা যায় না। আস্তে করে দরজা খুলে কেবিন থেকে উঁকি দিয়ে করিডরে তাকাল। টুলে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে কণ্ডাক্টার, দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে নাক ডাকছে। পা টিপে টিপে তেইশ নম্বর কেবিনের দিকে এগোল রূপা। বেশি মদ খেয়ে বাশারও বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরুবার সময় টলছিল একটু একটু। এমনও হতে পারে কেবিনে ঢুকে বাশারকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন মমতাজ বেগম, ওকে না জাগিয়ে উদ্ধার করতে পেরেছেন নেকলেসটা। কিন্তু না, সেরকম কিছু ঘটলে মমতাজ বেগম তাকে সাবধান করে দিতেন।

তেইশ নম্বর কেবিনের দরজা সামান্য খোলা দেখল রূপা। আরও খানিকটা খুলে ভেতরে উঁকি দিল সে। নিচের বাঙ্কটায় শুয়ে রয়েছে বাশার, কাপড়চোপড় পরেই, একটা হাত বাঙ্কের কিনারা থেকে ঝুলছে। মদ আর সিগারেটের গন্ধ ঢুকল নাকে। রূপার ধারণা হলো, লোকটা ঘুমাচ্ছে।

এখন কি করা উচিত তার? অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না মমতাজ বেগম আসেন? চিন্তা করছে, এই সময় পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। কিছু না ভেবেই কেবিনের ভেতরে ঢুকে পড়ল সে, ঠেলে দিল দরজাটা। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল, বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। তবে কেবিনের পাশ দিয়ে কেউ হেঁটে গেল না, গেলে আওয়াজ পেত সে। ঘুরে বাশারের দিকে তাকাল। এখন সে দেখতে পাচ্ছে ওর চোখ দুটো খোলা।

বাশার তাকিয়ে আছে ওপরের বাঙ্কের দিকে, চোখে শূন্য দৃষ্টি। নিশ্চয়ই বদ্ধ মাতাল হয়ে গেছে, তা না হলে এরকম স্থিরভাবে শুয়ে থাকত না। দেখে মনে হচ্ছে যেন···।

অকস্মাৎ বিষম এক ধাক্কার সঙ্গে ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারল রূপা। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে লোকটার দিকে ঝুঁকল সে। আর ঝুঁকতেই দেখতে পেল বাশারের বাম দিকের পাঁজর থেকে একটা ছুরির হাতল বেরিয়ে রয়েছে।

মাথাটা ঘুরে গেল, পড়ে যেতে গিয়ে কোন রকমে নিজেকে সামলে নিল রূপা। তীব্র আলোর একটা ঝলকের মত চিন্তাটা ঢুকল মাথায়, সাঙ্ঘাতিক একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে ফেলা হয়েছে তাকে। ভয়ঙ্কর একটা বিপদে জড়িয়ে পড়েছে সে। পালাতে হবে, এখুনি তাকে এখান থেকে পালাতে হবে। ঘুরল রূপা, আর ঠিক তখনই কোন শব্দ না করে ধীরে ধীরে খুলে যেতে শুরু করল দরজা। আঁতকে উঠে পিছিয়ে এল সে।

দীর্ঘদেহী এক লোক ঢুকল ভেতরে, তার মুখের নিচের অংশ সাদা রুমালে ঢাকা। মাথায় একটা ক্যাপ রয়েছে, ফলে কপালটাও দেখা যাচ্ছে না। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রূপা, নড়ার শক্তি নেই। লোকটার চোখ দুটো যেন সম্মোহিত করে ফেলছে তাকে, দৃষ্টিতে নীরব অভিযোগ।

লোকটা বাঙ্কে পড়ে থাকা লাশটার দিকে একবার তাকাল। আতঙ্কে দিশেহারা রূপা পালাবার তাগাদা অনুভব করল, লাফ দিল দরজার দিকে। লোহার মত শক্ত একটা হাত তার কোমর জড়িয়ে ধরল। 'পালিয়ে কোন লাভ নেই!' গলার আওয়াজটা শান্ত, মৃদু, তবে কর্তৃত্বের সুরটুকু স্পষ্ট।

অসুস্থ লাগছে রূপার, বমি পাচ্ছে তার, পড়ে যাচ্ছে টলে। কোমর ছেড়ে দিয়ে তার একটা বাহু আঁকড়ে ধরল লোকটা, রূপার সমস্ত ভার নিজের শরীরে গ্রহণ করল। 'এখানে কি করছেন আপনি?' জানতে চাইল সে। 'সত্যি কথা বলবেন।'

থরথর করে কাঁপছে রূপা। তবে বুঝতে পারছে এখন যদি বোকামি করে সারা জীবন জেল খাটতে হবে তাকে, কিংবা হয়তো ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সে। 'ওকে আমি এভাবেই পেয়েছি,' ফিসফিস করে বলল, নিজের কানেই কর্কশ শোনাল আওয়াজটা। 'লোকটা মারা গেছে···তাই না?'

'দেখতেই তো পাচ্ছেন। আর আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলছেন এভাবেই ওকে পেয়েছেন? অথচ মাত্র কয়েক মিনিট হলো মারা গেছে সে।'

'তা আমি জানি না। আমাকে যেতে দিন।' লোকটাকে ঠেলে কেবিন থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল রূপা, কিন্তু তার পথ আটকাল সে।

রূপার কব্জি ধরে টান দিল লোকটা, আস্তে করে দরজা আরেকটু খুলে উঁকি দিল বাইরে। রূপা বুঝতে পারল তার মত লোকটাও এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচে।

করিডরে কেউ নেই দেখে রূপাকে নিয়ে বেরিয়ে এল লোকটা। দরজাটা বাইরে থেকে ঠেলে দিল, রূপার হাত ধরে হন হন করে এগোল একদিকে। রূপার পায়ে যেন কোন শক্তি নেই, লোকটা এক রকম টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। 'ছাড়ুন আমাকে, যেতে দিন।' জোর করে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে। করিডরের শেষ মাথায় টুলে কণ্ডাক্টার নেই দেখে ভয় আরও বেড়ে গেল তার।

'আসুন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'না, আপনাকে আমি চিনি না, আমাকে যেতে দিন···।'

খালি হাতটা নেড়ে অসহিষ্ণু একটা ভঙ্গি করল লোকটা। 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কেউ না কেউ দেখে ফেলবে। বুঝতে পারছেন না, এটা মার্ডার কেস! বিপদটা আপনার।'

এরপর আর প্রতিবাদ করল না রূপা। করিডর ধরে খানিক দূর হাঁটিয়ে তাকে একটা কেবিনে নিয়ে এল লোকটা। দরজা বন্ধ করে তার মুখোমুখি হলো সে, একটা হাত পেতে বলল, 'খেলা শেষ। এবার ভালয় ভালয় দিয়ে দিন ওটা।'

রূপা দেখল লোকটার গভীর কালো চোখ দুটো উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। 'দিয়ে দেব মানে? আ-আমি তো কি-কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'নেকলেসটা চাই আমি—সেভেন সিস্টার্স। হয় নিজে থেকে দিন, নয়তো

আপনাকে আমি সার্চ করব। চিৎকার করে লোক ডাকার সুবিধেটুকু আপনি পাচ্ছেন না। খুন ও ডাকাতির দায়ে আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হবে।'

মিথ্যে অভিযোগ শুনে রূপা সাহস হারাল না। 'আপনার যদি সেরকম ধারণা হয়ে থাকে, লোকটাকে আমি খুন করেছি, তার নেকলেস চুরি করেছি, তাহলে গার্ডকে ডেকে বলুন সে-কথা।'

'গার্ডকে বলি আর গার্ড পুলিশের হাতে আপনাকে তুলে দিক, আপনার সঙ্গে নেকলেসটাও গায়েব হয়ে যাক, কেমন? আপনি আমাকে বোকা ভেবেছেন, তাই না? এখনও বলছি, নেকলেসটা দিন, কাউকে বলব না বাশারের কেবিনে আপনি ঢুকেছিলেন।'

তার দিকে তাকিয়ে থাকল রূপা, ভাবছে কে লোকটা। চোর, কোন সন্দেহ নেই। নেকলেস চুরি করতে বাশারের কেবিনে ঢুকেছিল। বলল, 'দেখুন, আপনি ভুল করছেন। আমি ওই লোককে খুন করিনি, তার কেবিন থেকে কোন হীরাও চুরি করিনি।'

'করেননি? হীরার কথা কে বলেছে আপনাকে?'

বোকামি করে ফেলেছে, বুঝতে পারল রূপা। সে জড়িত না হলে সেভেন সিস্টার্স যে হীরা বসানো নেকলেস তা তার জানার কথা নয়। 'আপনি বলেছেন!' চাপা স্বরে বলল সে, ভুলটা শোধরানোর চেষ্টা করছে।

'না, মিস রূপা, আমি শুধু নেকলেসের কথা বলেছি। হীরার কথা একবারও উচ্চারণ করিনি। কাজেই ভান করবেন না যে আপনি নির্দোষ। আমাকে শত্রু বানালে আপনার ক্ষতি হয়ে যাবে।'

'আপনি আমাকে যেতে না দিলে আমি কিন্তু চেইন টানব।'

'দেখুন, রূপা, নিজের বিপদটা আপনি বুঝতে পারছেন না···।'

হঠাৎ চমকে উঠল রূপা। এতক্ষণে তার খেয়াল হয়েছে লোকটা ওর নাম জানে! তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো, এবং হঠাৎ করে লোকটাকে চিনতে পারল সে। 'আ-প-নি···আ-আপনি জাফর চৌধুরী!'

লোকটা একচুল নড়ল না, কথাও বলল না। তারপর এক ঝটকায় মুখ থেকে খুলে ফেলল সাদা রুমালটা, ঠেলে সরিয়ে দিল মাথার ক্যাপ। জাফর চৌধুরীর মুখে গম্ভীর হাসি। 'ভাবছিলাম কখন আমাকে চিনতে পারবেন আপনি। তবে পরিস্থিতি সেই আগের মতই আছে। সেভেন সিস্টার্স নিতে এসেছি আমি, কাজেই তর্ক না করে আমাকে দিন ওটা। পুলিশ ডাকা আমার ইচ্ছে নয়, তবে আপনি যদি কথা না শোনেন ডাকতে বাধ্য হব। বাশার সাহেবকে কে খুন করেছে সেটা আমার দেখার বিষয় নয়, কিন্তু নেকলেসটা আমাকে পেতে হবে। কি বলছি বুঝতে পারছেন তো?'

'যে জিনিস আমার কাছে নেই তা আপনাকে আমি দেব কোত্থেকে? ওটা আমি দেখিইনি।'

এতক্ষণে যেন রূপার কথা বিশ্বাস করল জাফর। ব্যস্ত ভঙ্গিতে একটা সিগারেট ধরাল সে। 'ব্যাপারটা তাহলে দেখছি জট পাকিয়ে গেছে। ট্রেনে ওঠার সময় সেভেন সিস্টার্স বাশার সাহেবের সঙ্গেই ছিল। তিনি খুন হয়েছেন। কেউ তাঁর সুটকেস খুলে

ফলস বটম ছিঁড়ে ফেলেছে।'

'আপনি কি করে জানলেন?' রূপার চোখে সন্দেহ।

'চোখ দিয়ে দেখে জানলাম,' বলল জাফর। 'কেন, সুটকেসটা আপনি দেখেননি?'

'না···হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে, দেখেছি। কিন্তু ভয়ে এমন কাহিল হয়ে পড়েছিলাম যে খেয়াল করিনি।'

'তবে আপনি জানতেন যে সুটকেসটায় একটা ফলস বটম আছে, আর সাতকন্যা ওখানে লুকানো থাকবে?'

'হ্যাঁ,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করল রূপা।

'কি করে জানলেন? কে আপনাকে বলল? শুরু করুন, সব কথা শুনতে চাই আমি।'

'আপনাকে কেন কিছু বলতে যাব আমি?' পরিস্থিতি যতই বিপজ্জনক হোক, মমতাজ বেগমের সঙ্গে বেঈমানী করতে চাইছে না রূপা। মহিলা তাকে অনেক সাহায্য করেছেন।

'এই জন্যে বলবেন যে আপনাকে একটা ভয়ঙ্কর ফাঁদে ফেলা হয়েছে। আপনি যদি বাশারকে খুন করে না থাকেন তাহলে যে লোক খুনটা করেছে সে আপনাকে ফাঁসাতে চাইছে। ইণ্ডিয়ায় আইনের শাসন খুব কড়া, পুলিশ আপনাকে অবশ্যই গ্রেফতার করবে।'

'বুঝলাম। কিন্তু আপনাকে সব কথা বলে আমার লাভ? আপনি কি আমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচাতে পারবেন?'

'এখন পর্যন্ত শুধু আপনি আর আমি জানি তেইশ নম্বর কেবিনে কি ঘটেছে। পুলিশকে কিছু বললাম না, পরবর্তী স্টেশনে ট্রেন থামলে দু'জনেই নেমে যেতে পারি। তবে সেটা বোধহয় উচিত হবে না। বিকল্প উপায় হলো, মুখ বুজে থাকা। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে হবে, তারপর যেটা ভাল মনে হয় সেটা করা যাবে। কিন্তু আপনাকে বাঁচাতে হলে সব কথা আমার জানা দরকার।'

রূপার মনে হলো, জাফর চৌধুরীকে বিশ্বাস করা যায়। এছাড়া তার কোন উপায়ও নেই। কি কি ঘটেছে, প্রথম থেকে শুরু করে সব কথাই বলে ফেলল সে। শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল জাফর, তারপর বলল, 'এখানে অপেক্ষা করুন। আমি একটা কাজ সেরে আসি।'

'আমাকে আপনি একা ফেলে চলে যাচ্ছেন?' কাতর গলায় বলল রূপা।

'আপনাকে ফাঁসাবার জন্যে তেইশ নম্বর কেবিনে কিছু রাখা হতে পারে,' বলল জাফর। 'অস্থির হবেন না, এখুনি ফিরে আসব। এই কেবিন ছেড়ে কোথাও আপনি যাবেন না।' রূপাকে আর কিছু বলতে না দিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল ও।

নিজের বিপদ ভুলে জাফরের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রূপা। তেইশ নম্বর কেবিনে এখন যাওয়া মানে সাংঘাতিক ঝুঁকি নেয়া। শুধু তাকে বাঁচানোর জন্যে এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছে মানুষটা। একটা বাঙ্কে বসল সে। কিন্তু জাফর ফিরছে না দেখে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি শুরু করল। ঘামে ভিজে যাচ্ছে মুখ, বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে মুখটা ধুলো। কত রকম ভয় জাগছে মনে। তেইশ নম্বর কেবিনে জাফর যদি ধরা

পড়ে যায়? কিংবা জাফর যদি আর ফিরে না আসে? কে জানে, ওর হয়তো ফেরার কোন ইচ্ছেই নেই। কে বলতে পারে এই মুহূর্তে বাশারের কেবিন নয়, জাফর হয়তো তার কেবিন সার্চ করছে।

এই কেবিনটাই বা কার? সে কার কেবিনে রয়েছে?

বাঙ্কের ওপর একটা খোলা সুটকেস দেখল রূপা। দেয়ালে ঝুলছে একটা রেনকোট। সুটকেসের বাইরের পকেটে একটা কার্ড ঢোকানো রয়েছে, সেটার ওপর চোখ বুলাল সে। কার্ডে জাফর চৌধুরীর নাম ছাপা, ঠিকানাটা ঢাকার, পেশা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ব্যবসায়ী। তারমানে কেবিনটা জাফর চৌধুরীরই।

আরও খানিক পর দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল দীর্ঘদেহী এক লোক। জাফরকে চিনতে পেরে হাঁফ ছাড়ল রূপা। সেজন্যে একটু অবাকও হলো। এই লোকটাকে সে এত বিশ্বাস করছে কেন? তারপর ভাবল, ওর নির্দেশই বা মেনে চলছি কেন আমি? ওর অনুপস্থিতিতে পালিয়ে যাবার সুযোগ ছিল, সুযোগটা নেয়নিই বা কেন?

'ভাগ্যিস গিয়েছিলাম,' বলে দোমড়ানো মোচড়ানো একটা কাগজ দেখাল জাফর।

কাগজটা নিয়ে দেখল রূপা। কাগজ মানে একটা এনভেলাপ। তার নাম ও তাদের বাড়ির ঠিকানা লেখা রয়েছে। হাতের লেখাটা চিনতে পারল সে। তার বান্ধবী মিলি রাজশাহী থেকে এই এনভেলাপে চিঠি লিখেছিল তাকে। তারপর রূপার মনে পড়ল, এনভেলাপটা ছিল তার হাতব্যাগে! 'কোথায় পেলেন এটা?' দম আটকে জিজ্ঞেস করল সে।

'বাশার সাহেবের সুটকেসে। অনেকক্ষণ তো খুঁজলাম, জানি না আর কিছু আছে কিনা। এবার আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন তো?'

'মানে?'

'মানে আপনার মনের সন্দেহ দূর হয়েছে কিনা জানতে চাইছি।'

'আপনাকে বিশ্বাস করতে পারিনি তা নয়। তবে আপনি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলাম আপনি চোর-টোর হবেন। তবে এখন আপনাকে আমি বিশ্বাস করি।'

'গুড। বুঝতে পারছেন তো আপনাকে একটা ফাঁদে ফেলা হয়েছে?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে কোথাও কিছু একটা সাংঘাতিক ভুল হয়ে গেছে। কেন কেউ আমাকে বিপদে ফেলতে চাইবে, বলুন তো? কোলকাতায় কাউকে আমি চিনি না।'

'মমতাজ বেগমকে চেনেন, সেটাই বিপদে পড়ার জন্যে যথেষ্ট। আপনাকে সম্ভবত হোটেলে উঠতে দেখেই শিকার হিসেবে চিনতে পারেন তিনি। আপনার হাতব্যাগ ছিনতাই করানো তাঁর পক্ষে কঠিন কোন কাজ নয়, ধরে নিয়েছিলেন ওই ব্যাগেই আপনার সবকিছু থাকবে। সাধারণত একাই কাজ করেন তিনি, তবে এবার তাঁর সঙ্গে এক বা একাধিক লোক আছে বলে মনে হচ্ছে। তাঁর উদ্দেশ্যও পূরণ হয়েছে, সেভেন সিস্টার্স বাশারের কেবিনে নেই।'

রূপার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে জাফর। ব্যাপারটা নির্লজ্জের মত হয়ে

যাচ্ছে, জানে সে, কিন্তু চোখ ফেরাতে পারছে না। মেয়েটাকে তার শুধু সুন্দরী বলে মনে হচ্ছে না, নিরীহ ভালমানুষ বলেও মনে হচ্ছে। রূপার সব কিছু খুঁটিয়ে লক্ষ করল সে। আজ সে সালোয়ার-কামিজ পরায় বোঝা যাচ্ছে তার চুল কোমর ছাড়িয়ে লম্বা। সবচেয়ে সুন্দর চোখ দুটো, স্বচ্ছ অতল হ্রদ যেন, ডুবে মরতে ইচ্ছে করে। তবে, নিজেকে সাবধান করল জাফর, তার অভিজ্ঞতা বলে সুন্দরী মেয়েরাই সাধারণত বিপজ্জনক হয়।

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করে আমার সব কথা বলে ফেলেছি। এবার বলুন, আপনি কে?'

হাসল জাফর।

'আপনি কি ডিটেকটিভ?'

মাথা নাড়ল জাফর। 'না, যে অর্থে ডিটেকটিভ বলা হয় আমি তা নই। আমি আসলে একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর অফিসার, এজেন্টও বলতে পারেন।' জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে রূপার হাতে ধরিয়ে দিল ও। 'এটা আপনার কাছে রেখে দিন।'

কার্ডটার ওপর চোখ বুলাল রূপা। সত্যি তাই, একটা বীমা কোম্পানীর এজেন্ট ও। বিদেশী কোম্পানী, হেড অফিস লণ্ডনে, তবে পৃথিবীর বহু শহরে শাখা আছে—যেমন, ঢাকা, চট্টগ্রাম, করাচী, লাহোর, কোলকাতা, বোম্বাই ও দিল্লীতে। ক্ষীণ যে একটু সন্দেহ ছিল রূপার মনে, তা-ও এখন দূর হয়ে গেল। সে জানতে চাইল, 'নেকলেসটা কি বাশার চুরি করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে।'

'সেকি? স্ত্রীর কাছ থেকে? মমতাজ বেগমও চুরির সঙ্গে জড়িত?'

মাথা নাড়ল জাফর। 'মমতাজ বেগমকে বাশার চিনতেন কিনা সন্দেহ আছে আমার। তবে এ-সব কথা এখন থাক। এখন নিজেদের কথা ভাবতে হবে। পুলিশকে যদি সত্যি কথা বলতে যাই, ঝামেলা হবে। সেই ঝামেলা থেকে ছাড়া পেতে যদি দেরি হয়ে যায় নেকলেসটা আমি উদ্ধার করতে পারব না। আবার, যদি মুখ বুজে থাকি, কোন না কোন ক্লু পেয়ে পুলিশ আপনাকে খুনটার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে পারে। তখন আপনাকে বিপদ থেকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। একবার সার্চ করলেও, নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয় তেইশ নম্বর কেবিন আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যায় এমন কিছু এখনও রয়ে গেছে কিনা।'

রূপা ধীরে ধীরে বলল, 'আমার কথা চিন্তা না করে আপনার যা করা উচিত আপনি তাই করুন।'

'সবচেয়ে আগে মমতাজ বেগমকে খুঁজে বের করা দরকার,' বলল জাফর। 'তিনি নিশ্চয়ই এই ট্রেনে আছেন।'

'কি লাভ তাতে?'

'সেভেন সিস্টার্স যদি তাঁর কাছে থাকে, পুলিশকে তিনি যমের মত ভয় পাবেন। কাজেই পুলিশের ভয় দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে আমরা খুনীর পরিচয়ও জেনে নিতে পারি।'

রূপার মনে হলো, প্রয়োজনে কঠিন বা এমনকি নিষ্ঠুরও হতে পারে লোকটা।

মনে পড়ল, তার সঙ্গেও অত্যন্ত কঠিন ব্যবহার করেছে ও, যতক্ষণ না নিজেকে সে নির্দোষ প্রমাণ করতে পেরেছে। বন্ধু হিসেবে মানুষটা পরম উপকারী ও বিশ্বস্ত; কিন্তু শত্রু হিসেবে বিপজ্জনক। তার পরিচিত অনেক ছেলের কথা মনে পড়ল, ভাবল তাদের ক'জন এই পরিস্থিতিতে এরকম আচরণ করত? ফাঁদে পড়া অসহায় একটা মেয়েকে কব্জায় পেলে ক'জন পুরুষ অন্যায় সুযোগ নিতে চায় না? সেদিক থেকে বিচার করলে জাফর চৌধুরীকে ফেরেশতাই বলতে হবে। তার ওপর নোংরা কোন লোভ করেনি সে। রূপা বলল, 'কিন্তু মমতাজ বেগম খুনের ব্যাপারটা হয়তো জানেনই না। যদিও আমাকে ধোঁকা দিয়েছেন তিনি, তবু উনি খুন-খারাবির সঙ্গে জড়িত হতে পারেন বলে বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।'

'কি জানি, আপনার ধারণাও সত্যি হতে পারে,' চিন্তিত সুরে বলল জাফর। 'কাল চৌরঙ্গীতে আপনার সঙ্গে যখন আমার দেখা হলো, আমি আসলে তখন এক হীরা চোরকে অনুসরণ করছিলাম। তার নাম গোলাম আলি। এখন মনে হচ্ছে গোলাম আলি সম্ভবত আপনার পিছু নিয়েছিল, ব্যাগটা ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে।'

'তারমানে সে, গোলাম আলি, মমতাজ বেগমের লোক?'

'এখন তো তাই মনে হচ্ছে। বাশার সাহেবকে তাঁর কেবিন থেকে বের করে আনার জন্যে আপনাকে ওরা টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। বাশার সাহেব অত বেশি মদ না খেলে ওদের প্ল্যান সফল হত। কেবিনে ঢুকে বাঙ্কে বসেন বাশার, তারপর ঘুমিয়ে পড়েন। চোর, ধরে নিতে পারি গোলাম আলি, কেবিনে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পায় তাঁকে, কেবিনটা সার্চ করার আগে ছুরি মারে তাঁর বুকে।'

'আমার হাতব্যাগ থেকে চুরি হওয়া এনভেলাপটার কি ব্যাখ্যা?'

'প্রয়োজন দেখা দিলে আপনাকে যাতে ফাঁসানো যায় সে-কথা ভেবেই ওটা ওখানে রোপণ করা হয়েছিল।'

'আমার হাতব্যাগে মাসুমের ঠিকানা আছে, তার কি হবে? ঠিকানা ছাড়া তাকে আমি বোম্বাইয়ের কোথায় খুঁজব?' অসহায় দেখাল রূপাকে।

'আগে প্রাণে বাঁচুন, তারপর ভাইকে খুঁজে পাবার অনেক উপায় দেখতে পাবেন,' বলল জাফর।

হঠাৎ চোখ দুটো ছলছল করে উঠল রূপার। নিখোঁজ ভাই আর অসুস্থ বাবার কথা ভেবে বুকটা তার হু হু করে উঠল। তার এই বিপদে পড়ার জন্যে দায়ী করল সে তাদের আর্থিক দৈন্যকে। বাবার কাছে অতিরিক্ত টাকা থাকলে মমতাজ বেগমের প্রস্তাবে রাজি হত না সে, টেলিফোন বা টেলিগ্রাম করে বাবাকেই টাকা পাঠাতে বলত। কিন্তু ছাত্র পড়িয়ে বাবার যে আয় হয় তা দিয়ে তাদের সংসারই ঠিকমত চলতে চায় না, কোত্থেকে টাকা পাঠাবেন বাবা। মাসুমের খোঁজে ইণ্ডিয়ায় আসার জন্যে বাবা তাকে টাকা যোগাড় করে দিয়েছেন এর-তার কাছ থেকে ধার করে।

রূপার চোখ ছলছল করছে দেখে জাফরের মনটা সহানুভূতিতে ছেয়ে গেল। সে জানে সুন্দরী মেয়েরা বিপজ্জনক হয়, আবার সুন্দরী ও সরল মেয়েরাই বিপদে পড়ে। প্রথমবার রূপাকে দেখার পর থেকেই তাকে ওর অসম্ভব ভাল লাগছে। তবে, শুধু পেশাগত কারণে নয়, ওর স্বভাবের মধ্যেই সতর্ক ও সাবধানী একটা ভাব আছে,

পুরোপুরি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। তাছাড়া, আরও একটা কথা ভাবছে ও। রূপা ওর তদন্তের কাজে একটা বাধা, একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে। হাতে গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটা না থাকলে রূপার মত মনোলোভা একটা মেয়েকে নিয়ে রঙিন স্বপ্ন দেখতে কোন অসুবিধে ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, মনে মনে স্বীকার করতে হলো, এই রকম একটা মেয়ের কথাই এতদিন ধরে ভেবে এসেছে ও। প্রণয়িনী হিসেবে এতদিন যে মেয়েকে কল্পনা করে এসেছে, রূপা যেন ঠিক ওর সেই মানসকন্যাই। অথচ এমন এক পরিস্থিতিতে তার সঙ্গে দেখা হলো ওর, বিশ্বাস করবে কি করবে না সিদ্ধান্ত নেয়া অত্যন্ত কঠিন মনে হচ্ছে। মানুষ হিসেবে জাফর খুব উদার, তাই কোন সিদ্ধান্তই নিল না। হয়তো দেখা যাবে মেয়েটা সত্যি ভাল। এমনকি ওর তদন্তে সাহায্যও করতে পারবে। 'শুনুন, মন খারাপ করবেন না। বিপদে পড়েছেন, তবে আমি তো আছি। আপনি বরং নিজের কেবিনে ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। আমি যাই ট্রেনটা ঘুরেফিরে দেখি। যদি কিছু জানতে পারি, আপনাকে জানাব। মন দিয়ে শুনুন, দরজায় তালা দিতে ভুলবেন না। আমি ছাড়া আর কেউ নক করলে খুলবেন না। তিন বার টোকা দেব—পরপর দু'বার, একটু থেমে আরেকবার। ঠিক আছে?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রূপা। বুঝতে পারছে, জাফরের ওপর বড় বেশি নির্ভর করা হয়ে যাচ্ছে তার। এখনও ওকে প্রায় অপরিচিত এক তরুণই বলতে হবে। কিন্তু এরকম একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি, তার করারই বা কি আছে? 'ঠিক আছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল সে।

নিজের কেবিনে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করতে যাবে রূপা, দেখল হাতে একটা ট্রে নিয়ে পাশের কেবিন থেকে বেরিয়ে আসছে কণ্ডাক্টার। রূপাকে সে দেখতে পেয়ে সমীহের সঙ্গে মাথা নোয়াল, তারপর করিডর ধরে চলে গেল। রূপার বুকের ভেতরটা ধক্‌ধক্ করতে শুরু করল। লোকটা তাকে দেখে ফেলেছে, এ-কথা কি জাফরকে জানানো দরকার? তারপর ভাবল, এখন হয়তো ওর কেবিনে পাওয়া যাবে না ওকে। কাপড় পাল্টে বাঙ্কে শুয়ে পড়ল সে।

ব্রেকের হিসহিস শব্দে ঘুম ভাঙল রূপার। বোম্বে এক্সপ্রেস থামছে কোথাও। তিনবার টোকা পড়ল দরজায়—দু'বার পরপর, খানিক পর আরেকবার। স্বস্তিদায়ক আনন্দ অনুভব করল রূপা, জাফর এসেছে। দরজা খোলার আগে তাড়াতাড়ি কাপড় পাল্টে নিল।

কেবিনে ঢুকে জাফর বলল, 'ভুবনেশ্বরে ট্রেন থামছে। এখানে আমরা নেমে যেতে পারি, তবে আমার ধারণা সেটা উচিত হবে না। লাশটা এখনও কেউ দেখেনি। আপনার টিকেট নিশ্চয়ই বোম্বে পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ।'

'আমারও।'

'এখানে নেমে গেলে চেকারকে টিকেট দেখাতে হবে। বোম্বের টিকেট, অথচ নেমে যাচ্ছি ভুবনেশ্বরে, স্বভাবতই চেকারের মনে সন্দেহ জাগবে। আমাদের চেহারা মনে রাখবে সে।'

'আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন।'

'খুশি হলাম।' হাসল জাফর। 'আমরা তাহলে একটা টিম হিসেবে কাজ করতে পারি, তাই না?'

'আমি আপনার কোন সাহায্যে আসব কিনা সন্দেহ আছে। আপনার যে কাজ, তাতে ট্রেনিং দরকার। আমাকে সঙ্গে রাখলে আপনার বোধহয় শুধু ঝামেলাই বাড়বে।'

'সঙ্গে না রেখে উপায়ই বা কি? একে তো দেশের মেয়ে বিদেশে এসে বিপদে পড়েছেন, তার ওপর···,' নিজেকে সামলে নিল জাফর। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'আপনি আমার নাম ধরে ডাকলেই পারেন। অনুমতি পেলে আমিও আপনাকে রূপা বলে ডাকতে চাই।'

রূপার ঠোঁটে হাসি। 'শুধু নাম ধরে ডাকতে কেমন যেন লাগে। আমি বরং আপনাকে জাফর ভাই বলব।'

'ঠিক আছে।' হেসে উঠল জাফর। 'তবে আমি কিন্তু তোমাকে রূপাদি বলে ডাকতে পারব না।'

'তা কেন ডাকতে যাবেন।' হেসে উঠল রূপাও। 'আপনি আমার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড়ই হবেন, শুধু রূপা বলে ডাকবেন।'

'ধন্যবাদ। ভাল কথা, কাল তোমার সঙ্গে একটু কর্কশ ব্যবহার করা হয়ে গেছে, সেজন্যে দুঃখিত। নিশ্চয়ই তুমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। আমি ভেবেছিলাম আপনি একটা চোর।'

'কি জানো, এমন এক পেশায় আছি, নরম আচরণ করা যায় না। বাশার সাহেবের লাশের সঙ্গে তোমাকে দেখার পর সন্দেহ না করে উপায় ছিল না আমার। সত্যি দুঃখিত।'

রূপা জিজ্ঞেস করল, 'এই কঠিন, এই কোমল, কি করে হতে পারেন? আমাকে যখন জেরা করছিলেন, সত্যি সাংঘাতিক নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিল আপনাকে।'

'কঠিন হতে না পারলে আমি বাঁচব না। আর মাঝে মধ্যে নরম হতে না পারলে বেঁচে থাকাটা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। তবে ব্যাপারটা আর কখনও ঘটবে না, রূপা। এখন থেকে তোমার মনোরঞ্জন করাই আমার লক্ষ্য থাকবে। দেরিতে হলেও বুঝেছি, তোমার মত মেয়ের সঙ্গে কঠিন আচরণ করা রীতিমত অন্যায় ও অভদ্রতা।'

হেসে ফেলল রূপা। 'ওমা, প্রশংসা করতেও জানেন দেখছি। কেন, আমি কী?' লজ্জা পেয়েছে সে, লালচে হয়ে ওঠা চেহারাই তার প্রমাণ। 'আমাকে তো সুন্দরীও বলা যায় না।'

'আমার চোখে তুমি অপরূপ সুন্দরী,' বলল জাফর। 'তারচেয়েও বড় কথা, তোমার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো আমি বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করতে পারব না, অসম্ভব ভাল লেগে গেছে আমার।'

জাফরের চোখে এমন ব্যাকুল আগ্রহ, তাকিয়ে থাকতে পারল না রূপা, মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'ধ্যাত!'

আর জাফর মনে মনে ভাবছে, মেয়েটাকে এত কেন ভাল লাগছে আমার? এই ভাল লাগার তাৎপর্য কি? 'আমি দাড়ি কামাতে যাচ্ছি,' বলল ও। 'ট্রেন ভুবনেশ্বর থেকে রওনা হবার পর ব্রেকফাস্ট খাব আমরা। তার আগে কেবিন থেকে বেরিয়ো

না।'

'লোকে আমাদেরকে একসঙ্গে দেখবে, সেটা কি উচিত হবে?'

'কেন, উচিত হবে না কেন?'

'কেউ একজন বাশার সাহেবকে খুন করেছে। সে হয়তো আমার কথা জানে। আমার সঙ্গে তোমাকে দেখলে তোমারও বিপদ হতে পারে।'

'নিজের বিপদের ভয়ে তোমাকে আমি একা ছেড়ে দেব? তোমার ইচ্ছেটা কি, বিপদটা একা মাথায় নেবে?'

'না, তা নয়···।'

'শোনো, রূপা, বিপদ সামলানোই আমার পেশা। এই পেশায় অনেক দিন ধরে আছি আমি। কাজেই আমার বিপদের কথা ভেবে তোমাকে অস্থির হতে হবে না। বিশ মিনিট পর আসছি আমি, ঠিক আছে?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রূপা।

কেবিন থেকে বেরুচ্ছে জাফর, কণ্ডাক্টার দেখে ফেলল ওকে। বগলে ভাঁজ করা চাদর নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে করিডর ধরে। তার দিকে ইচ্ছে করেই তাকাল না ও। নিজের কেবিনে এসে দাড়ি কামিয়ে কাপড় পাল্টাল, সারারাত জেগে থাকলেও এতটুকু ক্লান্ত বোধ করছে না। ট্রেন ভুবনেশ্বর স্টেশন থেকে রওনা হতেই রূপার কেবিনে ফিরে এল আবার।

রূপাও হাত-মুখ ধুয়ে তাজা হয়ে নিল। মেরুন রঙের সিল্ক সালোয়ার-কামিজে আশ্চর্য সুন্দর লাগছে তাকে। জাফরকে দেখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেহারা। জাফর ভাবল, তাহলে কি একা শুধু আমারই রূপাকে ভাল লাগছে না, আমাকেও রূপার ভাল লাগছে?

রেস্টুরেন্ট কার-এ এসে বসল ওরা। রুটি, মাখন আর মামলেটের অর্ডার দিল জাফর।

খেতে শুরু করে রূপা জিজ্ঞেস করল, 'মমতাজ বেগমকে পেলে, জাফর ভাই?'

মাথা নাড়ল জাফর। 'ট্রেনে যদি তিনি থাকেনও, কোথাও লুকিয়ে আছেন। তবে নেই বলেই আমার ধারণা। মহিলা অত্যন্ত চালাক।'

'আর সেই লোকটাকে? কি যেন নাম···গোলাম আলিকে?'

'না।'

'গোটা ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলবে, জাফর ভাই? নাকি গোপন রাখা দরকার?'

'তোমার কাছে গোপন রাখার দরকার নেই। মিসেস বাশার আমাদের কোম্পানীতে সেভেন সিস্টার্স সত্তর লাখ টাকায় বীমা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, নেকলেসটা চুরি হয়ে গেছে, চোর তাঁর স্বামীই, তবে ব্যাপারটা তিনি পুলিশকে জানাতে চান না। তাঁর ধারণা, নেকলেস নিয়ে বাশার সাহেব বিদেশে পালিয়েছেন।

'আমরা তদন্ত শুরু করার আগে তাঁকে বললাম, অন্তত চুরির ঘটনাটা পুলিশকে জানাতে হবে। প্রথমে তিনি রাজি হননি, তবে আমরা জেদ ধরায় রাজি হন। ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশকে ঘটনাটা জানানো হয়। কিন্তু বাশার সাহেব দেশে না থাকায়, ইন্টারপোলকে সাবধান করা ছাড়া ঢাকা পুলিশের আর কিছু করার ছিল না।

ইতিমধ্যে কোম্পানীর তরফ থেকে পাঠানো হলো আমাকে। বাশার সাহেবকে আমি কোলকাতায় খুঁজে পাই। আরও লক্ষ করি, গোলাম আলি বাশার সাহেবের ওপর নজর রাখছে। এক সময় আমার ধারণা হয়, গোলাম আলি বাশার সাহেবের কাছ থেকে নেকলেসটা হাতিয়ে নিয়েছে। সেজন্যেই তাকে আমি অনুসরণ করছিলাম। তখনই তোমার সঙ্গে চৌরঙ্গীতে আমার দেখা হয়। পরে হোটেলের লাউঞ্জে তোমার সঙ্গে মমতাজ বেগমকে দেখে ঘাবড়ে যাই আমি। সন্দেহ হলো তোমার হাতব্যাগ ছিনতাইয়ের ঘটনাটা মিথ্যে কিনা। তোমার ওপর সন্দেহ হবার কারণ মমতাজ বেগমকে আমি চিনি। রীতিমত কুখ্যাত এক মহিলা তিনি। তারপর যখন তোমাকে বাশারের কেবিনে দেখলাম, বুঝতেই পারছ আমার মনের অবস্থা কি হয়েছিল।'

'এখন তুমি কি করবে?' জিজ্ঞেস করল রূপা।

'একটা সম্ভাবনা আছে, বোম্বের কাছাকাছি আলীবাগে বলবীর সিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করবে ওরা। চোরাই হীরার ব্যবসা করে বলবীর সিং।'

দু'জনেই ওরা চেয়ারের কিনারায় শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে, অপেক্ষায় আছে কখন তেইশ নম্বর কেবিনের লাশটা আবিষ্কার হবে। তার আর বেশি দেরিও নেই। বাঙ্কের চাদর পাল্টাবার জন্যে খানিক পরই ওই কেবিনে ঢুকবে কণ্ডাক্টার। আর লাশটা আবিষ্কার হলে···।

তিন

কিছুক্ষণ পর জাফর বলল, 'এখানে বেশিক্ষণ বসে থাকলে কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারে। আমাদের আসলে নিজের নিজের কেবিনে থাকা উচিত। মনে রেখো, রূপা, কিছুই আমরা জানি না। পুলিশ যদি জেরা করে, অভিনয় ক্ষমতার সবটুকু ব্যবহার করতে হবে তোমাকে।'

'কেন তোমার মনে হলো আমি অভিনয় করতে পারি?'

'সব মেয়েই পারে।' ঠোঁট টিপে হাসল জাফর, তারপর আবার বলল, 'ভয় পাবার কিছু নেই, বাশার সাহেবের কেবিন থেকে কেউ আমাদেরকে বেরুতে দেখেনি।'

রূপার মনে পড়ল কণ্ডাক্টার ওকে ওর নিজের কেবিনে ঢুকতে দেখেছে। কথাটা শুনে জাফর একটু চিন্তিত হলেও মুখে বলল, 'তাতে কিছু আসে যায় না। জিজ্ঞেস করলে বলবে, একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলে। চলো যাই।'

করিডরে পা দিতেই ওরা দেখতে পেল তেইশ নম্বর কেবিনের দরজা খুলছে কণ্ডাক্টার। নিজের অজান্তেই হাঁটার গতি বেড়ে গেল রূপার, লাশটা কণ্ডাক্টার দেখতে পাবার আগেই নিজের কেবিনে ঢুকে পড়ার ইচ্ছে তার। কিন্তু জাফর তার একটা হাত ধরে চাপ দিল, হঠাৎ এরকম ব্যস্ত হয়ে ওঠাটা সন্দেহজনক।

দরজাটাকে পাশ কাটাচ্ছে ওরা, ভেতরে ঢুকল কণ্ডাক্টার। দম বন্ধ করে থাকল

রূপা। পরমুহূর্তে আঁতকে ওঠার শব্দ শোনা গেল, কেবিন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল লোকটা। 'গজব হো গিয়া!' হিন্দীতে চিৎকার শুরু করল কণ্ডাক্টার। 'খুন! খুন!'

'তুমি তোমার কেবিনে চলে যাও,' শান্ত সুরে রূপাকে বলল জাফর, রূপা তাড়াতাড়ি নিজের কেবিনের দিকে চলে গেল। কণ্ডাক্টারের দিকে ফিরল জাফর। ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? কি বলছেন? কে খুন হলো?'

এরইমধ্যে ঘেমে গেছে লোকটা। একটা হাত তুলে তেইশ নম্বর কেবিনটা দেখাল সে। 'চাক্কু মারা, চাক্কু! মার্ডার হো গিয়া।' তারপর সে ইংরেজিতে বলল, 'গার্ড···গার্ডকে খবর দিতে হবে। আপনি, স্যার, এখানে একটু দাঁড়াবেন, প্লীজ? লক্ষ রাখবেন ভেতরে কেউ যেন ঢুকতে না পারে।'

'ঠিক আছে, তবে তাড়াতাড়ি ফিরবেন। খুন-খারাবিকে খুব ভয় করি আমি।'

'ট্রেন ডাকাতদের কাণ্ড, স্যার। এরকম খুন এর আগেও কয়েকটা হয়েছে। হ্যাঁ, যাব আর আসব।'

কণ্ডাক্টার বিদায় নিতেই কেবিনে ঢুকে দ্রুত আরেকবার সার্চ করল জাফর। লাশটা ছুঁলো না বা পকেটগুলোও হাতড়াল না, প্রথমবার সার্চ করার সময়ই জেনেছে সেভেন সিস্টার্স লাশের সঙ্গে নেই। ও এখন এমন কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখছে যা থাকলে রূপা ফেঁসে যেতে পারে। পায়ের শব্দ ঢুকল কানে, তাড়াতাড়ি করিডরে বেরিয়ে এল ও। গার্ডকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসছে কণ্ডাক্টার। জাফর তাদেরকে বলল, 'ভেতরে কেউ ঢোকেনি।'

গার্ড লোকটা লম্বা ও রোগা। জাফরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জরিপ করল সে। 'লাশটা তো একজন বাংলাদেশীর,' বলল সে। 'আপনি তাঁকে চেনেন?'

'লাশটা এখনও দেখিনি,' জবাব দিল জাফর। 'দেখলে হয়তো বলতে পারব। তবে দেখতে না হলেই খুশি হই।'

'বুঝতে পারছি, স্যার। বেড়াতে বেরিয়ে এ-ধরনের ঝামেলায় কে-ই বা পড়তে চায়। ব্যাপারটা এখন পুলিশের মাথাব্যথা। ঠিক আছে, স্যার, আপনাকে আর আমরা বিরক্ত করব না।'

সরাসরি রূপার কেবিনে চলে এল জাফর। মুখ শুকিয়ে নিউজপ্রিন্ট হয়ে গেছে রূপার। 'ঝামেলা হবে ট্রেনে পুলিশ আসার পর,' তাকে বলল জাফর। 'চাঁদপুর ছাড়িয়ে এসেছি আমরা, সামনে পড়বে গ্যাঞ্জাম। কাকতালীয় ব্যাপার, তাই না? কোন জায়গার নাম গ্যাঞ্জাম হতে পারে, ভাবা যায় না। আমাদের নিয়তি নিয়ে এখন কোন গ্যাঞ্জাম না বাধলেই বাঁচি। আমার ধারণা, স্টেশনের বাইরে ট্রেন থামাবে ওরা।'

জাফরের ধারণাই সত্যি হলো। পনেরো মিনিট পর দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন। গ্যাঞ্জামের প্যাসেঞ্জাররা সবাই করিডরে বেরিয়ে এসেছে, সবার মুখেই এক প্রশ্ন—স্টেশনে পৌঁছুনোর আগেই ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ল কেন।

আরও প্রায় আধ ঘণ্টা পর সাদা পোশাক ও ইউনিফর্ম পরা পুলিশ দেখল জাফর। তবে ট্রেনে উঠল মাত্র দু'জন। তার মধ্যে একজনের মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, পরনে কালো স্যুট। তার সঙ্গের লোকটা ইউনিফর্ম পরে আছে, বয়েস তেমন বেশি নয়। গার্ড তাদেরকে স্যালুট করল। বোঝা গেল, বয়স্ক অফিসারটিকে চেনে সে,

সম্বোধন করল ইন্সপেক্টর ওম শংকর বলে। তেইশ নম্বর কেবিনে ঢুকল তারা, প্রায় বিশ মিনিটের মত ভেতরে থাকল। তারপর কণ্ডাক্টারকে নিয়ে বেরিয়ে এল করিডরে, হেঁটে আসছে জাফরের দিকে। জাফর দাঁড়িয়ে রয়েছে রূপার কেবিনের সামনে।

'ইনি সেই ভদ্রলোক,' জাফরকে দেখিয়ে বলল কণ্ডাক্টার। 'আমাকে উনি ভেতরে ঢুকতে দেখেছেন।'

তরুণ সাব-ইন্সপেক্টর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকাল জাফরের দিকে। 'পাসপোর্ট দেখে বোঝা যাচ্ছে উনি একজন বাংলাদেশী। ভদ্রলোকের নাম আবুল বাশার। আপনি কি তাকে চিনতেন?'

মাথা নাড়ল জাফর।

'বাংলাদেশী আর মাত্র দু'জন রয়েছেন ট্রেনে—আপনি ও মিস রূপা। আরও দু'একজন ছিলেন, তাঁরা ভুবনেশ্বরে নেমে গেছেন। আপনার, মিস রূপার এবং বাশার সাহেবের টিকেট বোম্বে পর্যন্ত।'

মমতাজ বেগমকে কেন খুঁজে পাওয়া যায়নি এখন বুঝতে পারছে জাফর। ও বলল, 'সো হোয়াট?'

'না, আমি কিছু মীন করছি না, শুধু উল্লেখ করছি। রাতে আপনি নিজের কেবিন থেকে বেরিয়েছিলেন, মি. জাফর?'

'না,' সংক্ষেপে জবাব দিল জাফর। বুঝতে পারছে, সাব-ইন্সপেক্টর অত্যন্ত বুদ্ধিমান তরুণ।

'মিস রূপাকে আপনি কত দিন থেকে চেনেন, মি. জাফর?'

'বেশি দিন থেকে নয়। তার সঙ্গে আমার কোলকাতায় পরিচয়।'

'আপনি হয়তো শুনে আশ্চর্য হবেন যে রাত একটার দিকে মিস রূপাকে করিডরে দেখা গেছে।'

'বুঝতে পারছি না তার চলাফেরার সঙ্গে খুনের কি সম্পর্ক থাকতে পারে।'

'রাতে কে কোথায় ছিলেন, আমাদেরকে চেক করতে হবে, মি. জাফর। সত্যি দুঃখিত। মিস রূপা কি আপনার কেবিনে গিয়েছিলেন?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল জাফর। 'পুলিশী ব্যাপার বলে স্বীকার করছি, হ্যাঁ। কিন্তু আমরা চাই না ঘটনাটা সবাই জানুক।'

মুচকি হেসে সাব-ইন্সপেক্টর বলল, 'বুঝতে পারছি, স্যার। এবং পরে আপনিও তাঁর কেবিনে যান?'

'হ্যাঁ।'

'অথচ রাতে আপনারা কোন চিৎকার শোনেননি? বা কোন অস্বাভাবিক শব্দও পাননি?'

'না।'

'মিস রূপার সঙ্গে কথা বলব আমি।'

মাথা ঝাঁকাল জাফর, ওর স্নায়ু টান টান হয়ে আছে। এখন শুরু হতে যাচ্ছে আসল পরীক্ষা। জেরার মুখে রূপা যদি টিকে যেতে পারে, এ-যাত্রা বিপদটা থেকে বেঁচে যাবে সে। ও আশা করল, জেরার সময় ওকে থাকতে দেয়া হবে। নক করতে দরজা খুলে ওদের দিকে তাকাল রূপা, চোখে প্রশ্ন।

'আমাকে মাফ করতে হবে, ম্যাডাম,' সবিনয়ে, ইংরেজিতে বলল সাব-ইন্সপেক্টর। 'আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করা জরুরী। ফরমাল কোশ্চেন, ঘাবড়াবার কিছু নেই। ট্রেনে দুর্ভাগ্যজনক একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে—এক ভদ্রলোক মারা গেছেন।'

রূপাকে নিয়ে রীতিমত গর্ব অনুভব করল জাফর। একটা অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, সেজন্যে তাকে দায়ী করা হতে পারে, এ-কথা জানা সত্ত্বেও এতটুকু নার্ভাস হয়ে পড়েনি সে। প্রশ্নটার মধ্যেই একটা ফাঁদ ছিল। সাব-ইন্সপেক্টর বলেছে একজন মানুষ মারা গেছে, খুনের কথা বলেনি। তার প্রশ্নের উত্তরে রূপা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কে মারা গেল? কোথায়? হার্ট অ্যাটাক নাকি?'

রূপার প্রতিটি উত্তর সংক্ষিপ্ত ও সাবলীল, শুনে সন্তুষ্ট বোধ করল জাফর। সাব-ইন্সপেক্টরকেও সন্তুষ্ট বলে মনে হলো। অবশেষে আবার জাফরের দিকে ফিরল সে। 'স্যার, বোম্বেতে আপনি কোথায় উঠবেন জানান। ঠিকানাটা পরে আমাদের দরকার হতে পারে।'

'হোটেল শাহজাহান,' বলল জাফর। 'অমল সিংহানী আমার পুরানো বন্ধু।'

'আচ্ছা, অমল সিংহানী! তাঁকে আমি ভাল করে চিনি।'

সাব-ইন্সপেক্টর চলে যেতে রূপার কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিল জাফর। এখন আবার রূপাকে ম্লান ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। 'তোমার পারফর্মেন্স দারুণ হয়েছে। বলিনি, মেয়েরা জাত অভিনেত্রী?'

'ভয়ে আমার হাঁটু কাঁপছিল, জাফর ভাই,' শুকনো গলায় বলল রূপা। 'তোমার কেবিনের কথা কেন জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক?'

মাথা চুলকাল জাফর। 'আমি তাকে বলেছি তুমি আমার সঙ্গে রাত কাটিয়েছ। করিডরে তোমাকে দেখা গেছে, এর একটা ব্যাখ্যা তো দিতে হবে। দুঃখিত, এছাড়া কোন উপায় ছিল না।'

চোখ নামাল রূপা, কথাটার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারছে। খানিক পর মুখ তুলল সে, জোর করে হাসল। 'কথাটা মিথ্যে নয়, তাই না?'

'তবে ওই লোক অন্য অর্থ করবে।'

'কে কি ভাবল তাতে কিছু আসে যায় না, জাফর ভাই।'

খুব জোরে নক হলো দরজায়। কণ্ডাক্টার জানাতে এসেছে, পুরো কোচটাই গ্যাঞ্জামে পৌঁছে ট্রেন থেকে খুলে নেয়া হবে, কাজেই অন্য একটা কোচে চলে যেতে হবে ওদেরকে। লোকটাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাল। তার কথা থেকে জানা গেল, পুলিশ অফিসাররা তার বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ এনেছেন।

গ্যাঞ্জামে পৌঁছে অন্য একটা কোচে চলে এল ওরা। ওদেরকে আর কোন প্রশ্ন করা হয়নি, জাফর ভাবতে শুরু করেছে বিপদটা বোধহয় কেটেই গেছে। ওর খুব ইচ্ছে রূপার সঙ্গে আরও সময় নিয়ে গল্প করে, উপভোগ করে তার মধুর সঙ্গ।

বোম্বে পর্যন্ত আর কিছুই ঘটল না। হাতে কোন কাজ না থাকায় পরস্পরকে সময় দিতে পেরেছে ওরা, একজন আরেকজনকে আরও ভালভাবে চেনার সুযোগ পেয়েছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি আর পাড়ার যত ছেলেকে চেনে রূপা তাদের সঙ্গে

তুলনা করতে গিয়ে তার জীবনে দেখা একমাত্র আদর্শ পুরুষ বলে মনে হয়েছে জাফরকে। আর রূপার মধ্যে জাফর আবিষ্কার করেছে শান্ত ও কোমল এক নারীকে—যে বুদ্ধিমতী, বিপদের মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে, মিষ্টভাষী, আন্তরিক ও খোলা মনের অধিকারিণী। যত চিনছে ততই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে ওরা।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নেবে, কিন্তু খালি ট্যাক্সি মাত্র একটা দেখা গেল, তা-ও রাস্তার ওপারে। রূপাকে দাঁড় করিয়ে রেখে রাস্তা পার হচ্ছে জাফর, ড্রাইভার ওকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল, তারমানে এগোতে নিষেধ করছে। ব্যাপারটা ওর কাছে অদ্ভুত লাগল। আরও একটু এগোতে দেখা গেল ট্যাক্সিটায় এক লোক বসে আছে, কিন্তু তাড়াতাড়ি একটা খবরের কাগজ খুলে মুখটা ঢেকে ফেলল সে। মুখ ঢাকলেও, কাছাকাছি এসে পড়ায় লোকটার হাতের আঙুলে একটা আঙটি দেখতে পেল জাফর। অদ্ভুত একটা আঙটি, আগে কখনও এরকম দেখেনি ও। খুদে একটা সাপের আকৃতি, চোখ দুটো রুবি পাথরের। লোকটার চেহারা দেখার ইচ্ছে ছিল ওর, কিন্তু ড্রাইভার ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অন্য একটা ট্যাক্সি নিয়ে বান্দ্রার দিকে রওনা হলো ওরা, শাহজাহান হোটেলটা ওদিকেই। বোম্বেতে পা দেয়ার পর থেকে সারাক্ষণ শুধু একটা কথাই ভাবছে রূপা—এই শহরে কোথাও আছে তার ভাই, অথচ ঠিক কোথায় আছে তা তার জানা নেই। ট্যাক্সির জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্যের ওপর এমন ব্যাকুলভাবে চোখ বুলাচ্ছে সে, যেন এভাবে চেষ্টা করলে মাসুমকে দেখতে পাবে। তার অস্থিরতার কারণ বুঝতে পারলেও জাফর কিছু বলল না, শুধু রূপার হাত ধরে চাপ দিল মৃদু।

শাহজাহান হোটেলের ম্যানেজার, অমল সিংহানী, জাফরের পুরানো বন্ধু। দেখেই হৈ-হৈ করে উঠল সে। রূপার সামনে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে মাথা নোয়াতেও ভুলল না। 'আমার দোস্ত দেখছি এবার স্ত্রীকেও সঙ্গে এনেছে। বেশ, বেশ। সালাম, ভাবী, সালাম।'

'বোকার মত কথা বোলো না,' ধমক দিল জাফর। 'ও রূপা, আমার পরিচিত। আমাদের দুটো কামরা চাই।' দুটো শব্দের ওপর জোর দিল ও।

'তোমাদের ভাগ্য ভাল, দোস্ত। আজ একটা রিজার্ভেশন ক্যানসেল করা হয়েছে। সাগরের দিকে মুখ করা দুটো কামরা আছে, কানেকটিং বাথরুম। কোন অসুবিধে হবে না তো?' মুচকি হেসে সাবধানে একটা চোখ টিপল সে, রূপা যাতে দেখতে না পায়।

'কানেকটিং বাথরুম?' মাথা নাড়ল জাফর।

'অসুবিধে কি,' বলল রূপা। 'রাজি হয়ে যাও।'

এরপর আর জাফরের আপত্তি গ্রাহ্য করল না অমল সিংহানী। সে নিজে ওদেরকে কামরা দুটো দেখিয়ে দিয়ে গেল। জাফরের কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার আগে জিজ্ঞেস করল, 'এবারে কি উপলক্ষে আগমন, দোস্ত? বিজনেস অর প্লেজার?'

'বিজনেস, অমল। একটু খোঁজ নিয়ে দেখো বলবীর সিং কোথায় আছে, তাকে আমার দরকার। যতদূর জানি, আলীবাগে থাকার কথা তার।'

'সে তো চরকির মত ঘুরে বেড়ায়,' বলল সিংহানী। 'তবে আমি তাকে ঠিকই খুঁজে বের করতে পারব। তোমাকে নিশ্চয়ই নতুন করে জানাবার দরকার নেই যে লোকটা বিপজ্জনক?'

'তার সম্পর্কে সব জানা আছে আমার। তুমি শুধু খুঁজে বের করো তাকে, বাকিটা আমি দেখব।'

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আরব সাগরের দিকে তাকাল জাফর। সৈকতে বিকিনি পরা অনেক মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সেদিকে ওর মন নেই। রূপার কথা ভাবছে ও। তার ভাই মাসুমকে খুঁজে বের করতে হবে। আর ভাবছে নিজের সমস্যার কথা। বাথরুম থেকে পানির শব্দ আসছে শুনে ধীরে ধীরে হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। ক'দিন আগে পর্যন্ত এমনকি শারমিন জাহান রূপার অস্তিত্ব আছে কিনা তা-ও জানত না ও। অথচ এখন মনে হচ্ছে মেয়েটা ওর জীবনের সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে তাকে ছাড়া নিজেকে কল্পনা করা কঠিন। আশ্চর্য; মেয়েটা ওকে এমন অস্থির আর উত্তেজিত করে তুলছে কেন? সময়টা একসঙ্গে উপভোগ করলে মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। কিন্তু একসঙ্গে বিপদ মোকাবিলা করলে সম্পর্কটা আরও অনেক গভীরতা অর্জন করে। এ-ধরনের সম্পর্ক এমনকি ভালবাসা পর্যন্তও গড়াতে পারে।

জীবনে বহু মেয়ে দেখেছে জাফর, কিন্তু রূপার মত আর কেউ ওকে এভাবে সম্মোহিত করতে পারেনি। মেয়েটার ব্যক্তিত্ব, কণ্ঠস্বর, রুচি, চেহারা, সবই ওর মনে একটা রোমান্টিক ভাব এনে দিয়েছে। সব সময় তার সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করে ওর, তার সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করে। সব সময় সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, সম্পর্কটাকে কিভাবে আরও গভীর করা যায়।

তারমানে কি প্রেমে পড়ে যাচ্ছে ও? ধারণাটা বাতিল করে দিল জাফর, বা বলা উচিত বাতিল করে দেয়ার চেষ্টা করল। তারপর ভাবল, এমন বহু লোক আছে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়ে প্রেমে পড়ে যায়। তার বেলায় ব্যাপারটা অসম্ভব হবে কেন।

খানিক পর দরজায় নক করল রূপা। 'জাফর ভাই,' জিজ্ঞেস করল সে, হাসছে, 'আমি কি তোমার জন্যে বাথটাবটা ভরে রাখব?'

জাফরের অত সুন্দর চেহারা বেহায়ার মত হয়ে গেল, গোসল করার পর রূপাকে এত তাজা আর প্রাণবন্ত লাগছে যে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হলো ওকে। 'হ্যাঁ, প্লীজ। তারপর আমরা লাঞ্চ খাব, কেমন?'

'উফ্, আমার যে কি খিদে পেয়েছে!'

ওদের জন্যে টেবিল ফেলা হয়েছে টেরেসে, লতা গাছের পর্দা থাকায় রাস্তা ও সৈকত থেকে দেখা যায় না। শাহজাহান আন্তর্জাতিক মানের হোটেল, বিশেষ করে ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান ট্যুরিস্টদের খুব পছন্দ। ওরা টেরেসে পৌঁছে দেখল বেশিরভাগ টেবিলই দখল হয়ে গেছে। রূপা আজ দেশ থেকে আনা একটা নকশাদার জামদানী পরেছে। সারা ভারতে ঢাকার জামদানীর কদর, সেটা আরেকবার প্রমাণিত হলো আশপাশ থেকে সবাই তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকায়। জাফর অবশ্য কৃতিত্বটা জামদানীকে দিতে রাজি নয়, ওর ধারণা রূপা সুন্দর বলেই সবাই এমন নির্লজ্জের মত তাকিয়ে আছে। মানুষ নিজে যেমন, বাকি

সবাইকেও তাই ভাবে, কথাটা তো মিথ্যে নয়। বসার পর রূপাকে ও বলল, 'তুমি এত সুন্দর না হলেই বোধহয় ভাল হত। খুব কড়া নজর রাখতে হবে আমাকে, তা না হলে তোমাকে না হারিয়ে ফেলি।'

'দুঃখ পাবে?' জিজ্ঞেস করল রূপা, তার চোখে কৌতুক ঝিলিক মারছে।

'আঘাত পাব, সে আঘাত বোধহয় কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না।'

জাফরের চোখে এমন কাতর একটা ভাব ফুটে উঠল, বুকের ভেতরটা দুলে উঠল রূপার। কারণ একা শুধু জাফর নয়, সে-ও তো দু'জনের সম্পর্কটা নিয়ে সারাক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করছে।

ঢাকায় অনেকের সঙ্গেই পরিচয় আছে রূপার, কিন্তু তারা কেউ জাফর চৌধুরীর মত তার মনে আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। তারও সারাক্ষণ জাফরের সান্নিধ্যে থাকার ইচ্ছে হচ্ছে, ইচ্ছে হচ্ছে তার সম্পর্কে সব কথা জানে। ওর প্রতি তার দুর্বলতা সম্পর্কে মনে মনে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে সে। চরম একটা বিপদ থেকে কেউ কাউকে বাঁচালে কৃতজ্ঞতাবোধ জাগাটা স্বাভাবিক, এই দুর্বলতার উৎস বোধহয় সেটাই। তাহলে কি এটা ভালবাসা নয়? চোখ তুলতেই দেখতে পেল গভীর আগ্রহ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে জাফর। তাড়াতাড়ি মুখ খুলে আড়ষ্ট ভাবটা কাটাবার চেষ্টা করল সে, 'তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়াটা সত্যি আমার ভাগ্য। তুমি না থাকলে আমার কি হত বলো তো?'

'কোন না কোনভাবে সামলে নিতে সব। এসো, ও-সব ভুলে থাকি। তোমাকে আমি বোম্বে শহরটা দেখাতে চাই, মানে আমার সঙ্গে যেতে তোমার যদি আপত্তি না থাকে। বেড়াব, সেই সঙ্গে তোমার ভাইকেও খুঁজব। কি বলো?'

'এ-কথা বলছ কেন, আমি কি তোমার সঙ্গে নেই?' হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল রূপার চেহারা। 'কিন্তু মাসুমের ঠিকানাই তো হারিয়ে ফেলেছি, এত বড় শহরে কোথায় তাকে খুঁজব?'

'সে না একটা ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছিল? ক্লিনিকটার নামও কি তোমার মনে নেই?'

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করল রূপা। 'হ্যাঁ, মনে পড়ছে—সিটি ক্লিনিক। কিন্তু ঠিকানা জানি না।'

'নামটাই যথেষ্ট, খুঁজে বের করা যাবে।'

'কিন্তু তুমি যদি এভাবে আমার পিছনে সময় নষ্ট করো, সাতকন্যা উদ্ধার করবে কখন?'

'বলবীর সিংকে না পাওয়া পর্যন্ত আমার কিছু করার নেই। সে যদি কোন উপকারে না আসে, আমি ডুবব।'

'এখানকার পুলিশকে মমতাজ বেগম আর গোলাম আলির কথা জানাতে পারো।'

'তা পারি, কিন্তু আমার ধারণা ওরা যদি বলবীর সিং-এর কাছে নেকলেসটা বিক্রি করতে না চায় তাহলে পুলিশ তৎপর হবার আগেই ইণ্ডিয়া ছেড়ে কেটে পড়বে। তাছাড়া, নেকলেস চুরি বা খুনটার সঙ্গে ওরা দু'জন যে জড়িত, আমার কাছে তার কোন প্রমাণ আছে? পুলিশকে অভিযোগ করলে পরিস্থিতি আরও জটিল

হয়ে উঠবে। সে ঝুঁকি আমি নিচ্ছি না। সাতকন্যার কথা আপাতত আমি ভুলে থাকতে চাই। আমি এখন ভাবছি কি করলে এককন্যার মন জয় করতে পারব।'

হেসে ফেলল রূপা। 'ফ্ল্যাটারী হচ্ছে, না?'

'না, ঠাট্টা নয়। সত্যি আমি তোমার আরও সব কথা শুনতে চাই।'

'আমার আরও কথা? সবই তো তোমাকে বলা হয়ে গেছে, আবার কি শুনতে চাও?' রূপা এখন হাসছে না। 'অতি সাধারণ পরিবারের অতি সাধারণ একটি মেয়ে আমি। আমার বাবা সারা জীবন স্কুল-মাস্টারি করেছেন। আমি এ-বছরই সমাজ কল্যাণে অনার্স পরীক্ষা দিয়েছি। তুমি যদি আমাকে ইন্টারেস্টিং একটা চরিত্র ভেবে থাকো, হতাশ হতে হবে তোমাকে।'

টেবিলে কনুই রাখল জাফর, তালুর ওপর চিবুক। 'তুমি যে ইন্টারেস্টিং একটা চরিত্র, তার প্রমাণ তোমার সঙ্গ আমার সব ক্লান্তি দূর করে দিচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্ত ভাল লাগছে আমার, সারাক্ষণ উত্তেজিত হয়ে আছি।' উত্তেজনা শব্দটির অন্য এক গভীর অর্থ করা হতে পারে ভেবে ওর মুখ গরম আর লালচে হয়ে উঠল, তবে সেই সঙ্গে এ-ও ভাবল, যে অর্থই করা হোক তা মিথ্যে বা ভুল হবে না। অস্বীকার করে লাভ নেই, রূপার সঙ্গে ওর সম্পর্ক যত গাঢ় হচ্ছে শারীরিক প্রতিক্রিয়াও সেই পরিমাণে প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। 'আমি তোমার জীবনের সমস্ত কথাই জানতে চাই, রূপা।' জাফর সিরিয়াস। 'ঠিক কি জানতে চাই ব্যাখ্যা করে বলা কঠিন। যদি জিজ্ঞেস করি, কাউকে কখনও ভালবেসেছ কিনা, তুমি কি কিছু মনে করবে?'

'অপেক্ষায় আছি, কেউ একদিন ভালবাসবে আমাকে,' বলল রূপা। 'যদি কেউ বাসে তখন চিন্তা করে দেখব আমিও তাকে ভালবাসতে পারব কিনা। আমি প্রথম কারও প্রেমে পড়ব, এমনটি বোধহয় হবার নয়। আমি বড় বেশি সতর্ক, বোধহয় সেটাই কারণ।'

'অদ্ভুত কথা শোনালে। তুমি এত সুন্দর অথচ আজও কেউ তোমাকে ভালবাসেনি?'

'বলতে পারো আমার ধ্যান-ধারণা খানিকটা পুরানো দিনের। আমি মনে করি যদি কাউকে ভালবাসি, তার সঙ্গে আমার বিয়েও হতে হবে, আর সে বিয়ে সারাজীবন টিকতেও হবে। এ-ব্যাপারে সারাক্ষণ সচেতন থাকি বলেই বা অন্য কি কারণে জানি না যারা আমাকে ভালবাসতে চেয়েছে তাদেরকে আমার বিশ্বস্ত বা নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়নি। ওই যে বললাম, আমি বোধহয় একটু বেশি সতর্ক। আমার কথা অনেক হয়েছে, এবার তোমার কথা বলো।'

'কেন এখনও আমি বিয়ে করিনি? এ-কথা জানতে চাইছ? কি জানি···হয়তো যে-ধরনের মেয়েকে স্বপ্ন দেখি সে-ধরনের কাউকে চোখে পড়েনি। কিংবা হয়তো চাকরি নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে চারদিকে ভাল করে তাকাবার সময় পাইনি। অনেক মেয়েকে চিনি আমি, কিন্তু তাদের কারও সঙ্গেই রোমান্টিক কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।'

চোখে দুষ্টুমি, রূপা বলল, 'দেখা যাচ্ছে আমাদের স্বভাবের মধ্যে মিল আছে—দু'জনেই আমরা সতর্ক, অপেক্ষায় বিশ্বাসী।'

জাফর বলল, 'যারা অপেক্ষায় বিশ্বাসী তাদেরকে অনেক সময় ঠকতে হয়,

অপেক্ষা করতে করতে বুড়ো হয়ে যায়।'

হেসে ফেলল রূপা। 'তাহলে সিদ্ধান্ত নিলেই পারো, আর অপেক্ষা করবে না। স্বপ্নের মেয়েটিকে এবার খুঁজে বের করো।'

'আমি রাজি,' বলল জাফর, 'তুমিও যদি এই একই সিদ্ধান্ত নাও।'

তির্যক দৃষ্টি হেনে রূপা জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু এই বিদেশে আমি কোথায় পাব আমার মনের মানুষকে?'

হেসে উঠে জাফর বলল, 'সে প্রশ্ন তো আমারও।'

দুপুরে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নিয়ে বেড়াতে বেরুল ওরা। অমল সিংহানীকে জিজ্ঞেস করে সিটি ক্লিনিক-এর হদিস বের করে নিয়েছে জাফর, তবে রূপাকে এখনও কিছু জানায়নি। প্রথমে সৈকতে গেল ওরা, পানিতে নামার ইচ্ছে থাকলেও কাপড় ভেজার ভয়ে কিনারা থেকে দূরে সরে থাকল।

রূপা বলল, 'আমার খুব ইচ্ছে এখানে একদিন গোসল করি।'

'এটা হলো বিখ্যাত জুহু বীচ, এখানে গোসল করতে হলে তোমাকে বিকিনি পরতে হবে,' ঠাট্টা করে বলল জাফর।

'যদি পরি, তুমি কিছু মনে করবে?' সিরিয়াস মনে হলো রূপাকে।

'তোমার প্রশ্নের সম্ভাব্য দুটো উত্তর আছে—মনে করব, মনে করব না।'

'মানে?' রূপা বিস্মিত। 'তোমার উত্তর কোন্‌টা?'

'তুমি যদি আমার কেউ হও,' বলল জাফর, 'আমি চাইব না তোমার সবটুকু কেউ দেখে ফেলুক। আর যদি তুমি আমার কেউ না হও, তাহলে যার খুশি দেখুক তোমাকে, আমার মনে করার কিছু নেই।'

'তোমার প্রতিটি জবাবের অর্থ বের করতে হলে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করতে হয়। তোমার কথা বলার স্বভাবটা এরকম কেন? এইমাত্র যা বললে তার অর্থ বের করতে হলে তোমাকে আমার জিজ্ঞেস করতে হবে, তুমি আমাকে তোমার কেউ বলে মনে করো কিনা, তাই না?'

মুচকি হাসি লেগে থাকল জাফরের ঠোঁটে, কথা বলল না।

'সরাসরি, স্পষ্ট করে বলো—কাল যদি একটা বিকিনি পরে আরব সাগরে সাঁতার কাটি আমি, তুমি কি রাগ করবে?'

'না, রাগ করব কেন,' ধীরে ধীরে বলল জাফর। 'বলব, একান্তই যদি সাঁতার কাটতে চাও, যতদিন না সুইমিং পুল সহ একটা বাড়ি কিনতে পারছি ততদিন অপেক্ষা করো, প্লীজ।'

দুম করে জাফরের পিঠে একটা ঘুসি মারল রূপা। 'জাফর ভাই, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'সত্যি যদি হয়ে গিয়ে থাকে,' হাত জোড় করল জাফর। 'মাফ চাই।'

ট্যাক্সি নিয়ে শহরের আরেক প্রান্তে চলে এল ওরা। এতক্ষণে সিটি ক্লিনিকের কথা রূপাকে জানাল জাফর। ঠিকানা ধরে ক্লিনিকটা খুঁজে বের করতে কোন অসুবিধে হলো না। এমনকি 'অনুসন্ধান'-এ খোঁজ করে মাসুম সম্পর্কে সব তথ্য পেতেও কোন ঝামেলা হলো না। ডিহাইড্রেশন-এ আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছিল সে,

সুস্থ হয়ে ক্লিনিক ত্যাগ করেছে মাসখানেক আগে। ক্লিনিকের খাতায় তার দেয়া একটা ঠিকানাও পাওয়া গেল।

সন্ধে হয়ে আসছে, ওরা সিদ্ধান্ত নিল কাল ওই ঠিকানায় মাসুমের খোঁজ নিতে যাবে ওরা। জাফর বলল, 'চলো, একটা রেস্তোরাঁয় বসি।'

ভাল করে না দেখে সামনে যে রেস্তোরাঁ পেল সেটাতেই ঢুকে পড়ল ওরা। বসার পর বুঝতে পারল, এটা শুধু রেস্তোরাঁ নয়, বার-ও। বোম্বাইয়ের বেশিরভাগ রেস্তোরাঁই তা-ই, মদ এখানে অবাধে বিক্রি হয়। রূপার মতামত নিয়ে কফির অর্ডার দিল জাফর।

রেস্তোরাঁয় এক লোক ঢুকল, চেহারাটা কুৎসিত। বেঁটে, নাকটা বোঁচা, মাথায় বাবরি, খাড়া নাকের নিচে সরু গোঁফ। পঞ্চাশের ওপর হবে বয়েস। পরে আছে সাদা স্যুট, হাঁটার মধ্যে আড়ষ্ট একটা ভাব আছে, যেন ভারি কোন কিছু বহন করছে সে। চেহারায় রাগ রাগ ভাব, যেন খুব অহঙ্কারী। লোকটাকে দেখামাত্র অপছন্দ করল রূপা। এই লোকের সঙ্গে একা থাকতে ভয় লাগবে তার। একটা টেবিলে বসে হুইস্কির অর্ডার দিল সে।

রূপার মত জাফরও তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। হঠাৎ তার আঙুলে আঙটিটা দেখতে পেল ও।

'স্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি ডাকার জন্যে রাস্তা পেরিয়েছিলাম, তোমার মনে আছে?' রূপাকে জিজ্ঞেস করল জাফর। 'একটাই ট্যাক্সি ছিল, ওই লোকটা ছিল তাতে, কাগজে মুখ ঢেকে। আঙটিটা লক্ষ করো, একটা সাপ। তখনও ওটা তার আঙুলে ছিল।'

'এখানে সে কি করছে?'

'বোধহয় তোমার ওপর নজর রাখছে।'

'আ-আমার ওপর নজর রাখছে?' গলা শুকিয়ে গেল রূপার।

'ভয় পাবার কিছু নেই, আমি শুধু আন্দাজ করছি।'

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কফি পানে মন দিল ওরা। খানিক পর, হুইস্কি শেষ করে, রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা, ওদের দিকে একবারও না তাকিয়ে। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল রূপা। 'ইঁদুরের মত সরু মুখ, খায়ও বোধহয় সাপ-ব্যাঙ।' শিউরে উঠল সে।

'চেহারা দেখে মনে হলো নেপালী বা ভুটানী। চলো, ওঠা যাক।'

সন্ধের সময় হোটেলে ফিরে এল ওরা। রাতে ডিনার খাবার পর রূপা বলল, 'কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে, দেখেছ? সাগরের ধারে, বালির ওপর হাঁটতে এখন খুব ভাল লাগবে। যাবে নাকি?'

'সত্যি ভাল লাগবে, তবে যদি হাত ধরাধরি করে হাঁটতে পারি।'

'জ্বী-না,' রূপার চোখে শাসন। 'আমাকে ছোঁয়া এত সহজ নয়।'

জাফর বলল, 'জাফর রে, আস্তে-ধীরে এগো, ভাই। আপাতত শুধু পাশে নিয়ে হাঁটাহাঁটি কর, বেশি লোভ করলে মেয়েটা তোর হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয় আছে।'

খিলখিল করে হেসে উঠল রূপা। 'জাফর ভাই, সত্যি তুমি মজার মানুষ।'

সৈকতে হাঁটার সময় পাশে থাকল জাফর, তবে রূপার হাত ধরল না। কিছুক্ষণ

অপেক্ষা করার পর রূপা নিজেই ওর একটা হাত ধরল, বলল, 'খুশি?'

আধখানা চাঁদ ও তীব্র বাতাসের দিকে মুখ করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। জাফর বলল, 'রূপা, কথাটা আজ, এখুনি তোমাকে আমি বলতে চাই। আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি।'

সহজ ও মিষ্টি কথাগুলো ভেসে থাকল বাতাসে। ফিসফিস করল রূপা, 'তাহলে শুনবে, জাফর? আমিও তো এই কথাটা বলতে চাই তোমাকে।'

চার

রূপাকে কাছে টেনে নিল জাফর, এত জোরে বুকের সঙ্গে চেপে ধরেছে যেন তার ফুসফুস থেকে সব বাতাস বের করে নিতে চাইছে। 'রূপা···রূপা···,' তার গলায় মুখ ঠেকিয়ে বিড়বিড় করছে ও। 'কখনও ভাবিনি এরকমটি ঘটবে। তোমাকে প্রথমবার দেখেই আমি ভালবেসে ফেলি···।'

থরথর করে কাঁপছে রূপা, জীবনে এই প্রথম কোন পুরুষ তাকে এভাবে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছে। সে বুঝতে পারল তাকে চুমো খাবার চেষ্টা করছে জাফর, কিন্তু বাধা দেয়ার কথা মনে থাকলেও ইচ্ছে হলো না। তার হৃদয়ে গান বাজছে—এ সত্যি, এ সত্যি। ও আমাকে ভালবাসে, আমিও ওকে ভালবাসি। এ আমার জীবনের পরম পাওয়া। এই মুহূর্তটির কথা কখনও আমি ভুলব না।

একটু পর রূপাই সামান্য ঠেলা দিয়ে জাফরকে সরিয়ে দিল, তবে হাত দুটো ছাড়ল না। ওর দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাল সে, আদর ও কৌতূহল উপচে পড়ছে। অন্তরের গভীরে ভালবাসার মোহন আনন্দ উল্লাস অনুভব করছে সে। এই মানুষটা তার পরম পুরুষ, যার জন্যে বাইশটা বসন্ত অপেক্ষা করেছে সে।

জোছনা গায়ে মেখে সাগরের তীরে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল বলতে পারবে না ওরা, তবে এক সময় বাতাস খুব ঠাণ্ডা লাগায় জাফর বলল, 'চলো, রূপা, ফেরা যাক। অভ্যাস নেই, তোমার ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।'

হোটেলে ফেরার পথে রূপার মনে হলো সে যেন বাতাসে উড়ছে। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে জাদুর মত লাগছে। হোটেলে ফিরে নিজেদের কামরায় গেল না, বাগানে বসে কফির অর্ডার দিল। পাশাপাশি দুটো চেয়ারে মাঝরাত পর্যন্ত বসে থাকল ওরা, পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকল সারাক্ষণ, যদিও কোন কথা হলো না।

রাত একটার সময় নিজেদের কামরায় ফিরল ওরা। কাপড় পাল্টে শুয়ে পড়ল রূপা, ঘুমোবার সময় তার ঠোঁটে সুখী একটা মেয়ের মিষ্টি হাসি লেগে থাকল। ঘুমের মধ্যে জাফরকে স্বপ্ন দেখল সে। দু'হাতে জড়িয়ে তাকে শুধু চুমো খাচ্ছে ও। 'পাজি,' ঘুমের মধ্যেই বিড়বিড় করে উঠল রূপা।

তারপর ঘুমটা ভেঙে যেতে শুরু করল। রূপা বুঝতে পারল, শক্ত একটা হাত তাকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে। চোখ মেলতেই একটা মুখ দেখতে পেল, কদাকার কুৎসিত।

লোকটা বলল, 'একটু শব্দ করলেই গলা টিপে মেরে ফেলব!'

কান্না পাচ্ছে রূপার, ভয়ে চুপ করে থাকল।

'নেকলেসটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'বাশারের কাছ থেকে চুরি করা সেভেন সিস্টার্স?'

'আ-আমি জা-জানি না।'

হ্যাঁচকা টানে রূপাকে বিছানা থেকে মেঝেতে ফেলে দিল লোকটা। তারপর আবার গলাটা দু'হাতে চেপে ধরতে গেল। এবার চিৎকার করে উঠল রূপা। চিৎকারটা মাঝপথে থেমে গেল।

বাথরুমের দরজা খুলে ঠিক যেন একটা বাঘের মত লাফ দিল জাফর। লোকটা তার গলা ছেড়ে দেয়ায় হাঁপাতে শুরু করল রূপা, ফোঁপাচ্ছে, দেখল প্যান্টের পকেট থেকে পিস্তল বের করছে লোকটা। তবে তার আগেই শয়তানটার ঘাড়ে এসে পড়ল জাফর। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। হঠাৎ বুকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে কার্পেটের ওপর পড়ে গেল জাফর, এই সুযোগে এক লাফে ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে গেল লোকটা। বুকে হাত দিয়ে দাঁড়াল জাফর, ঝুল-বারান্দার দিকে ছুটল। ইতিমধ্যে নিচে লাফিয়ে পড়েছে লোকটা। রাস্তার এক লোক চ্যালেঞ্জ করল তাকে, তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে অন্তত তাই মনে হলো রূপার। পরমুহূর্তে গুলির শব্দ হলো, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল কে যেন।

দু'হাতে ধরে মেঝে থেকে রূপাকে তুলল জাফর। 'লক্ষ্মী, কাঁদে না! কোথায় ব্যথা পেয়েছ বলো আমাকে।'

'তুমি ব্যথা পেয়েছ, আমি তোমার জন্যে কাঁদছি···।' জাফরের বুকে হাত বুলাচ্ছে রূপা।

দরজা খুলে গেল, ভেতরে উঁকি দিল অমল সিংহানীর উদ্বিগ্ন মুখ। 'কি ব্যাপার, দোস্ত? কে কাকে গুলি করল?'

'গুলি হয়েছে বাইরে, কি ঘটেছে দেখে এসো,' বলল জাফর।

রাস্তা থেকে চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ ভেসে আসছে। রূপা এখনও কাঁপছে। বলল, 'সেই লোকটা, জাফর। হাতে সেই সাপের আঙটি। বলছে আমি নাকি নেকলেসটা চুরি করেছি।'

'নেকলেসের সঙ্গে লোকটার যে সম্পর্ক আছে আগেই আমি তা সন্দেহ করেছিলাম, তুমি ভয় পাবে বলে বলিনি। তুমি এখন ঠিক আছ তো? আমি একটু দেখি কি ঘটল।'

ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এসে নিচের রাস্তায় তাকাল জাফর। অমল সিংহানী ছাড়াও কয়েকজনকে দেখা গেল, ইউনিফর্ম পরা আহত এক লোককে ধরাধরি করে হোটেলে আনছে। ওর পাশে এসে দাঁড়াল রূপা। 'কি হয়েছে, জাফর?'

'সম্ভবত একজন পুলিশকে গুলি করে পালিয়েছে শয়তানটা।' জাফর চিন্তিত। 'শেষ পর্যন্ত পুলিশী ঝামেলা এড়ানো গেল না।'

'পুলিশকে কি বলব আমি?' নার্ভাস লাগছে রূপার।

'আর রাখ-ঢাক করা উচিত হবে না। যা যা ঘটেছে, সব সত্যি কথা বলব আমরা। তুমি বসো, আমি নিচে থেকে একটু ঘুরে আসি।'

জাফর চলে যাবার পর চোখে-মুখে পানি ছিটাল রূপা। বিছানায় বসে থাকল, মনটাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। খানিক পরই ফিরে এল জাফর। 'পুলিশ লোকটার

হাঁটুর ওপর গুলি লেগেছে, তবে হাড় ছোঁয়নি।'

দাঁড়িয়ে পড়ল রূপা। জাফরকে জড়িয়ে ধরল। 'এখন কি হবে!'

'চিন্তা কোরো না, আমি তো আছি,' অভয় দিল জাফর।

টেরেসে বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে ওরা, লোকটাকে হোটেলে ঢুকতে দেখেই চিনতে পারল রূপা। 'ট্রেনে উনিই আমাকে জেরা করেছিলেন,' বলল সে। 'সাব-ইন্সপেক্টর।'

থমথম করছে জাফরের চেহারা। কথা না বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল ও। দশ মিনিটও পেরোয়নি, অমল সিংহানী এসে বলল, 'দোস্ত, আমার অফিসে একটু আসতে হবে তোমাদের। তোমাদের ট্রেন উড়িষ্যায় থাকতে একটা খুন হয়েছে, ওখানকার পুলিশ তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান। যদি কিছু গোপন করার থাকে, কথা বলার সময় সাবধান।'

অমল সিংহানীর অফিসে সাব-ইন্সপেক্টরকে একাই দেখা গেল। 'আবার আমাদের দেখা হলো,' বলল সে, মুখে হাসি নেই। 'বসুন আপনারা। আমার কিছু প্রশ্ন আছে।'

পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসল ওরা। টেবিলের ওপর কয়েকটা পাসপোর্ট পড়ে রয়েছে, তার মধ্যে থেকে একটা তুলে জাফরকে দেখাল সে। 'এটা থেকে জানা যাচ্ছে,' সাব-ইন্সপেক্টর বলল, 'আপনি একজন ইনকোয়ারি এজেন্ট। তারমানে কি আপনি একজন ডিটেকটিভ, মি. জাফর?'

'ঠিক তা নয়। আমি একটা ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে চাকরি করি। আমার কাজ ক্লেইম ইনভেস্টিগেট করা।'

'কোম্পানীর নাম বলুন, প্লীজ।' নামটা শুনে ভুরু নাচাল সাব-ইন্সপেক্টর। 'বিখ্যাত কোম্পানী। বিশেষ করে মূল্যবান রত্ন আর অলঙ্কার বীমা করেন আপনারা, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কাল রাতে এই হোটেলে ডাকাত ঢুকছিল, পালাবার সময় একজন পুলিশকে গুলি করে। এ-সম্পর্কে আপনাদের কি বলার আছে, মি. জাফর? আমি যদি বলি, ট্রেনের খুনটার সঙ্গে কাল রাতের ঘটনার সম্পর্ক আছে, আপনি কি বলবেন?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'ট্রেনে যিনি খুন হন তিনি ঢাকার একজন ব্যবসায়ী, অ্যান্টিক ডিলার। ভারতীয় পুলিশকে ইন্টারপোল সতর্ক করে দিয়েছিল, বাশার সাহেব ভারতে আসতে পারেন, তাঁর কাছে চুরি করা একটা দামী নেকলেস আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে—সেভেন সিস্টার্স নামে বিখ্যাত সেটা। নেকলেসটা কি আপনার কোম্পানীতে বীমা করা ছিল, মি. জাফর?'

'ছিল।'

'তাহলে প্রথম থেকে যা যা ঘটেছে সব আমাকে জানান, প্লীজ।'

কোন রকম দ্বিধা না করে যা যা ঘটেছে সব বলে গেল জাফর। সব শেষে ব্যাখ্যা হিসেবে বলল, 'আগে সব কথা বলিনি, সে জন্যে আমি দুঃখিত। কেন বলিনি,

কারণটা আপনিও নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। ভাইকে খুঁজতে এসে এই সরল মেয়েটা ভয়ঙ্কর একটা ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছিল, আমি চেষ্টা করেছি ও যেন কোন বিপদে না পড়ে।'

সাব-ইন্সপেক্টর, আমীর খান, মন দিয়ে শুনল জাফরের কথা। তার চেহারা দেখে বোঝা গেল ওর কথা বিশ্বাস করেছে সে। তবে ওদের পাসপোর্টগুলো ফেরত দিল না, বলল, 'রুটিন চেকের জন্যে এগুলো আপাতত আমার কাছে থাক।'

এত তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাবে, ধারণা করেনি রূপা। নিজের ঘরে ফিরে এসে জাফরের কাঁধে চিবুক ঠেকিয়ে সে বলল, 'মনে আছে আমাকে তোমার কোথায় নিয়ে যাবার কথা?'

'গোসল করে তৈরি হয়ে নাও,' হাসছে জাফর। 'দেখা যাক তোমার ভাইকে খুঁজে পাই কিনা।'

মাসুমের খোঁজ পাওয়া গেল, তবে মাসুমকে পাওয়া গেল না। ঠিকানাটা একটা মেসের, দিন পনেরো আগে সীট ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে সে। মেসের লোকজন জানাল, কোলকাতায় গেছে সে, তবে কোন ঠিকানা রেখে যায়নি। আরও জানা গেল, এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ, তার ইচ্ছে নাকি কোলকাতা হয়ে দেশে ফেরা।

মাসুমের দেখা না পেলেও খবরটা শুনে খুশি হলো রূপা। ওকে নিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল জাফর। অরেঞ্জ জুস খাচ্ছে ওরা, রূপা দেখল রাস্তার ওপারে একটা গাছের ছায়ায় একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ফিসফিস করে জাফরকে বলল, 'সেই লোকটা, কাল রাতে যে আমার কামরায় ঢুকেছিল।'

'আমিও দেখেছি,' বলল জাফর। 'বুঝতে দিয়ো না ওকে তুমি চিনতে পেরেছ। দেখা যাক কি উদ্দেশ্য ওর।'

জুস খাওয়া শেষ হলো এক সময়। রূপা বলল, 'রেস্তোরাঁ থেকে বেরুতে ভয় করছে আমার। লোকটা যদি গুলি করে?'

'দিনে-দুপুরে তা সম্ভব নয়। তাছাড়া খুন করা ওর উদ্দেশ্য হতে পারে না, ওর দরকার নেকলেসটা। শোনো, আমি একটা বুদ্ধি করেছি।' কি করতে হবে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিল জাফর।

আরও খানিক পর হোটেল থেকে একা বেরুল রূপা। রাস্তার মোড়ে এসে অন্য একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল সে। ঢুকে বসল না, পিছনের দরজা দিয়ে সাইড রোডে বেরিয়ে এল। হন হন করে হেঁটে আরেক রাস্তায় চলে এল সে, সারি সারি কাফেগুলোর সাইনবোর্ডের ওপর চোখ বুলাচ্ছে। অবশেষে 'চাঁদনি কাফে' চোখে পড়ল। এখানে তাকে অপেক্ষা করতে বলেছে জাফর।

টেবিল দখল করে শুধু শুধু বসে থাকা যায় না, কফির অর্ডার দিল রূপা। আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, জাফর আসছে না দেখে ভয় লাগছে তার। ওর কিছু হলো না তো? ওয়েটাররা বারবার ওর দিকে তাকাচ্ছে দেখে আরও এক কাপ কফি চাইল সে। কফি এল, ধীরে ধীরে কাপটা খালিও করে ফেলল। এখনও জাফর আসছে না। ওর জন্যে দুশ্চিন্তায় অসুস্থ লাগছে নিজেকে তার। ভাবছে আবার প্রথম রেস্তোরাঁয় ফিরে যাবে, এই সময় জাফরকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, চিৎকার করে

বলল, 'আমি এদিকে!'

টেবিলে বসে জাফর বলল, 'ফ্যান চলছে, তারপরও তুমি এমন ঘামছ কেন? শান্ত হও, আমার কিছু হয়নি।'

'তুমি এত দেরি করছ দেখে…,' প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা হলো রূপার।

'এই! সবাই তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে!'

'কি হয়েছে বলো আমাকে,' রুমালে চোখ মুছল রূপা, খালি হাতটা দিয়ে জাফরের কব্জি চেপে ধরে আছে। 'তুমি আর একা আমাকে ফেলে কোথাও যেতে পারবে না।'

'ঠিক আছে, যাব না। শোনো, কি হলো বলি।'

রূপা দ্বিতীয় রেস্তোরাঁয় ঢোকার পর সেটার বাইরে মিনিট দশেক অপেক্ষা করে লোকটা, তারপর ভেতরে ঢোকে। কিন্তু রূপাকে না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে। এরপর লোকটার পিছু নেয় জাফর। বন্দরের পিছনে একটা দোকানের পাশের দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে সে। খানিক পর দোকানটার ওপর একটা জানালা থেকে উঁকি দিয়ে নিচে তাকায়। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর জাফর বুঝতে পারে, সে এখন আর বাইরে বেরুবে না।

'তারমানে লোকটা ওই দোকানের ওপর ঘরটায় থাকে?' জিজ্ঞেস করল রূপা।

'হতে পারে। তবে তার কোন বাড়ি বা ফ্ল্যাট ভাড়া করার কথা।'

'তোমার কি মনে হয়, সে আবার আমার পিছু নেবে?'

'হোটেলে ঢোকার চেষ্টা আর বোধহয় করবে না, তবে তোমাকে একা পেলে ছাড়বে না।'

'তারমানে কি আমাকে কিডন্যাপ করবে?'

'নেকলেসটা কোথায় রেখেছ জানতে হলে তোমাকে তার কিডন্যাপ করাই দরকার, তবে সে সুযোগ তাকে আমি দিচ্ছি না। আমার কি মনে হচ্ছে জানো? মমতাজ বেগমকে আবার বোধহয় দেখতে পাব আমরা।'

'তারমানে এই লোকটার সঙ্গে মমতাজ বেগমের সম্পর্ক আছে?'

'আমার তাই মনে হচ্ছে।'

হোটেলে ফিরল ওরা, লাউঞ্জে ঢুকতেই অমল সিংহানী জাফরের হাতে একটা টেলিগ্রাম ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'ঘণ্টাখানেক হলো এসেছে।'

টেলিগ্রাম করা হয়েছে জাফরের অফিস থেকে। বলা হয়েছে নিহত আবুল বাশারের স্ত্রী দিলরুবা খানম বোম্বে আসছেন, জাফর যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে। টেলিগ্রামটা পকেটে রেখে দিয়ে সিংহানীকে জাফর জিজ্ঞেস করল, 'বলবীর সিং-এর কোন হদিস বের করতে পারলে?'

'চারদিকে লোক লাগিয়ে দিয়েছি, দোস্ত। আশা করছি দু'একদিনের মধ্যে তার হদিস পেয়ে যাব।'

লাঞ্চ খেতে বসে রূপা জানতে চাইল, 'বাশার সাহেবের স্ত্রী বোম্বে আসছেন কেন?'

'আসবেন না! সেভেন সিস্টার্স তাঁর সম্পত্তি। তাছাড়া, স্বামীর লাশেরও তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

'মহিলার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?'

'আছে,' বেসুরো গলায় বলল জাফর। 'মহিলাও স্বামীর চেয়ে কোন অংশে কম যান না। মুশকিল হলো নেকলেসটা তাঁর স্বামী চুরি করলেও বীমার শর্ত অনুসারে আমার কোম্পানী তাঁকে সত্তর লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। আমি যদি সেভেন সিস্টার্স উদ্ধার করতে পারি বা যদি প্রমাণ করতে পারি যে গোটা ব্যাপারটা আসলে জালিয়াতি, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।'

'এত সব জটিলতা আমার ভাল লাগছে না, জাফর।'

জাফর হাসল। 'ভেবে দেখেছ, এই জটিলতা সৃষ্টি না হলে তোমাকে আমি পেতাম?'

'তা ঠিক,' এবার রূপাও হাসল। 'তবে আমরা যখন পরস্পরকে পেয়ে গেছি, এ-সব ঝামেলা এবার মিটে গেলে বাঁচি।'

লাঞ্চ শেষ করে ওরা যে যার নিজের কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। কথা হয়েছে দু'ঘণ্টা ঘুমাবে, তারপর রূপাকে নিয়ে এয়ারপোর্টে যাবে জাফর।

বাথরুমে ঢুকে মুখ ধুচ্ছে রূপা, শুনতে পেল জাফরের দরজায় নক হলো। দরজা খোলার শব্দও পেল সে। তারপর এমন একটা আওয়াজ ঢুকল কানে, জাফর যেন বিস্ময়ে আঁতকে উঠল। ভুরু কুঁচকে দরজা খুলে কবাট সামান্য ফাঁক করল রূপা, উঁকি দিল জাফরের কামরায়।

খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে জাফর, রূপার দিকে পিছন ফিরে, হাত দুটো এমন ভাবে দু'দিকে মেলা যেন ভেতরে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে কাউকে। তবে কে এসেছে দেখতে পেল রূপা—মমতাজ বেগম।

হঠাৎ উপলব্ধি করল রূপা, জাফরের পাশে তারও থাকা দরকার। দরজাটা পুরোপুরি খুলে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল সে। ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল জাফর, সেই সুযোগে ঘরের ভেতর মমতাজ বেগমও ঢুকে পড়লেন।

'বেশ, বেশ, বেশ—আমার ধারণা তাহলে মিথ্যে নয়। তোমাকে অভিনন্দন জানাই, রূপা। খুব কম মানুষই আমাকে বোকা বানাতে পারে। তুমি পেরেছ। এবার বলো, কোথায় রেখেছ আমার সেভেন সিস্টার্স?'

'নেকলেস সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল রূপা।

'এ-কথা তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?'

রূপা কিছু বলার আগে জাফর বলল, 'রূপা বাশার সাহেবকে ছুরি মেরেছে, আপনি এ অভিযোগ না করায় আমি অবাক হচ্ছি। ব্যাপারটা কি?'

'ওই লোককে কে খুন করেছে না করেছে তা জানার কোন আগ্রহ নেই আমার। আমার আগ্রহ সাতকন্যায়। ওটা আমার চাই। তা না হলে পুলিশ ডাকব।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল জাফর। ওকে এভাবে হাসতে দেখে হকচকিয়ে গেলেন মমতাজ বেগম। সারাটা জীবন বিপদ নিয়েই খেলছেন মহিলা, জানেন এবারও খুব বড় একটা ঝুঁকি নিয়েছেন। তাঁর ধারণা হয়েছে জাফর একটা ক্রিমিনাল, আর রূপা হলো ওর শিষ্যা।

'আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, পুলিশকে সব কথা আগেই বলা হয়েছে,'

হাসি থামিয়ে বলল জাফর। 'বিশ্বাস করুন, আপনাকে তারা খুঁজছে। তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চায়, গোলাম আলি গায়েব হয়ে গেল কেন? কাজেই, কমনসেন্সের পরিচয় দিন, মিসেস মমতাজ। গোলাম আলি যখন বাশার সাহেবকে খুন করল তখন তার কাছে সেভেন সিস্টার্স ছিল, আপনার এ বিশ্বাসের পিছনে কারণ কি বলুন দেখি।'

অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে জাফর। 'ছিল, না থেকে পারে না,' বললেন মমতাজ।

'জানলেন কিভাবে বাশার সাহেব ওটা কোলকাতায় বিক্রি করে দেননি?'

'সম্ভব নয়। সারা ভারতে যেখানে যত চোরাই হীরা কেনা-বেচার কাজ হয়, হতে হবে বলবীর সিং-এর মাধ্যমে, বিশেষ করে সেটা যদি খুব দামী আর বিখ্যাত হয়। সেই একমাত্র কনট্যাক্ট, আর কনট্যাক্ট ছাড়া পৃথিবীর কোথাও বেশি দামের চোরাই হীরা বিক্রি করা সম্ভব নয় বাশার বলবীর সিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যেই বোম্বে আসছিল।'

'বলবীর আপনারও ক্রেতা হত, যদি না গোলাম আলি আপনার সঙ্গে বেঈমানী করত,' জোর দিয়ে বলল জাফর। 'আপনার কপাল মন্দ, মিসেস মমতাজ। আপনার বোঝা উচিত ছিল গোলাম আলির মত লোকেরা আহত সাপের মতই বিপজ্জনক হয়।'

এই প্রথম মমতাজ বেগমের আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরল। 'আপনি অনেক বেশি জেনে ফেলেছেন,' বললেন তিনি। 'ঠিক আছে, মানলাম সেভেন সিস্টার্স আপনাদের কাছে নেই। আমি একটা চুক্তিতে আসতে রাজি আছি। আসুন একটা টিম হিসেবে কাজ করি আমরা। আধাআধি বখরায়। রাজি?'

'জাফর, না!' প্রতিবাদ করল রূপা। 'উনি তোমার সঙ্গে চালাকি করছেন। উনি জানলেন কিভাবে এখানে আমাদেরকে পাওয়া যাবে?'

জাফর হাসল। 'এখুনি উনি ব্যাখ্যা করবেন।'

হাত ব্যাগ খুলে সোনালি রঙের সিগারেট কেস আর লাইটার বের করে একটা বেনসন ধরালেন মমতাজ। তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আপনাদেরকে আমি দেখে ফেলি, তারপর পিছু নেই।'

'আপনাকে একটা কথা বলি,' বলল জাফর। 'আমার ধারণা গোলাম আলি অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক।'

মমতাজের চোখে শুধু সন্দেহ নয়, বোধহয় খানিকটা ভয়ের ভাবও ফুটল। 'আপনার এই হেঁয়ালির মানে?'

'এর মানে হলো, যে লোকটা সাপের মত দেখতে একটা আঙটি পরে তার সম্পর্কে গোলাম আলি সবই জানে। আপনার সঙ্গে এই খেলাটায় ঝুঁকি থাকায় মাঠে নামতে ইচ্ছুক নয় সে। সাপটা গোলাম আলির কনট্যাক্ট নয়, বলবীরের কনট্যাক্ট।'

'আর সাপটার পরিচয়?' জিজ্ঞেস করলেন মমতাজ, তবে বোঝা গেল সময় পাবার জন্যে চেষ্টা করছেন তিনি, নতুন হুমকি সামাল দেয়ার জন্যে প্রস্তুতি দরকার তাঁর।

'আপনার নেপালী বয়ফ্রেণ্ড,' শান্ত গলায় বলল জাফর। 'কথাটা না বলে পারছি না, বন্ধু নির্বাচনে আপনি বুদ্ধির পরিচয় দেন না। সাপটা গোলাম আলির চেয়েও বড়

শয়তান। সে তার সুবিধে মত ছেড়ে যাবে আপনাকে, আপনি বাধা দিতে চেষ্টা করলে তার হাতে খুন হয়ে যাবেন। পাগল ছাড়া এ-ধরনের চরিত্রের সঙ্গে কেউ মেলামেশা করে না।'

জাফরের কথাবার্তা শুনে অবাক হচ্ছে রূপা। জাফর কি সত্যি সত্যি এই বিপজ্জনক মহিলার সঙ্গে কাজ করতে চাইছে?

একমনে কিছুক্ষণ সিগারেট টানলেন মমতাজ, তারপর চোখ তুলে বললেন, 'আপনি হয়তো ঠিকই বলছেন।'

'আপনি খুব বিপদের মধ্যে আছেন, মিসেস মমতাজ। একমাত্র আমিই আপনাকে রক্ষা করতে পারি। সাপটার আসল নামটা কি বলুন তো।'

রূপাকে অবাক করে দিয়ে মমতাজ বেগম নির্দ্বিধায় নামটা বলে দিলেন, 'গণেশ থাপা।'

'আমরা যখন বোম্বে পৌঁছুলাম, গণেশ থাপা স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করছিল কেন?' জিজ্ঞেস করল জাফর।

'গোলাম আলির জন্যে। কথা ছিল আমার সঙ্গে গোলাম আলি ভুবনেশ্বরে দেখা করবে। সে দেখা না করায় গণেশকে আমি ফোন করি। এখানে সে আগে থেকেই ছিল, আমার অপেক্ষায়।'

'কথা ছিল গোলাম আলির কাছ থেকে নেকলেসটা চুরি করে আনবেন। আপনি বোকা বলেই ভেবেছিলেন গোলাম আলিকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব। এখন আপনার একমাত্র উপায় আমার কথা মত চলা। গণেশের কাছে ফিরে যান, ভাব দেখান সব কিছু আগের মতই আছে। সে জানে আপনি এখানে এসেছেন?'

'না।'

'আপনাকে দরকার হলে আমিই যোগাযোগ করব,' বলল জাফর। 'ইতিমধ্যে আপনি যদি গোলাম আলি বা বলবীর সম্পর্কে কিছু জানতে পারেন, আমাকে জানাবেন।'

'আপনি জানেন কোথায় আমাকে পাওয়া যাবে?' জিজ্ঞেস করল মমতাজ।

'হ্যাঁ, জানি। আপনার সম্পর্কে এমন তথ্য খুব কমই আছে যা আমি জানি না, মিসেস মমতাজ। মনে রাখবেন, আমার সাহায্য ছাড়া সেভেন সিস্টার্স আপনি পাবেন না। টাকার আমার দরকার, তবে আমি লোভী নই—আধাআধি বখরাতে আমি রাজি। এখন আমরা একটু বিশ্রাম নেব, আপনি আসতে পারেন।'

মমতাজ চলে যাবার পর দরজাটা বন্ধ করে দিল জাফর। রূপা বলল, 'উনি অত্যন্ত বাজে মহিলা, জাফর। নিশ্চয়ই তুমি তাঁর সঙ্গে কাজ করার কথা ভাবছ না?'

'আরে না।' হাসল জাফর। 'ওকে আমি এক বিন্দু বিশ্বাস করি না। তবে গোলাম আলির খোঁজ পেতে হলে ওঁর সাহায্য নিতে হবে।'

'তোমার ধারণা সাতকন্যা ওই গোলাম আলির কাছে আছে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। বাশার সাহেবকে খুন করে নেকলেস নিয়ে পালিয়েছে সে। তবে কি জানো, এই কেসটায় আরও কোন রহস্য আছে। সময় মত সেটা জানা যাবে।' হঠাৎ হাসতে শুরু করল জাফর।

'হাসছ যে?'

'মমতাজ বেগম আসার আগে আমি কি ভাবছিলাম, জানো?'

'না, বলো। তুমি কখন কি ভাবো না ভাবো এখনও আমি ঠিক ধরতে পারি না।'

'ভাবছিলাম কি ধরনের বিয়ের অনুষ্ঠান হলে খুশি হও তুমি। বিয়েটা এখানে, কোন ম্যারেজ রেজিস্টার অফিসে হলে ভাল হয়, নাকি জাঁকজমকের সঙ্গে ঢাকায় কোন কমিউনিটি সেন্টারে?'

বিয়ে? হ্যাঁ, বিয়ের কথা রূপার মনেও জেগেছে বৈকি। তারপরও শব্দটা তার সারা দেহমনে অবাক করা একটা পুলক জাগিয়ে তুলল। বাঙালী মেয়ে, বিয়ের কথা শুনলে লজ্জা তো পাবেই, কাজেই তার চেহারা লালচে হয়ে ওঠার ব্যাখ্যাটা সহজ। 'জাফর, আমার সম্পর্কে এখনও তোমার কিছু ভুল ধারণা রয়ে গেছে। তোমাকে আমি বলেছি, আমার বাবা ছাত্র পড়িয়ে সংসার চালান। আমার লেখা-পড়ার খরচ আর সংসার চালাতেই হিমশিম খেয়ে যান তিনি, মেয়ের বিয়ের জন্যে টাকা জমাবেন কোত্থেকে? আমি তোমার মা-বাবার কথা ভাবছি। তাঁরা যদি এ বিয়েতে মত দেন, হয়তো চাইবেন একমাত্র ছেলের বিয়েতে জাঁকজমক হোক। কিন্তু আমাদের সে সামর্থ্য তো নেই। জানি না তোমাদের পরিবার থেকে যৌতুকের প্রসঙ্গও তোলা হবে কিনা, যদি তোলা হয়···।'

চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল জাফরের। 'জাঁকজমক, যৌতুক, দেনা-পাওনা, এ-সব প্রসঙ্গ ছাড়া কোন বিয়ে হয়? মা-বাবার একমাত্র ছেলে আমি, ওঁদের অনেক দিনের শখ আমার বিয়ে দিয়ে ঘর-সংসার সাজাবেন।'

চেহারা কালো হয়ে গেল রূপার। 'কিন্তু···তাহলে···,' কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না সে।

মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে জাফর, ঘরের মেঝেতে উত্তেজিত-ভাবে পায়চারি শুরু করল। 'আমার মা-বাবা আর দশজনের মতই, রূপা। যৌতুক ছাড়া বিয়েতে ওঁরা রাজি হবেন না।'

'কিন্তু তুমি?' রূপা বুঝতে পারছে, সরাসরি কথা হওয়া দরকার। 'আমার বাবা যৌতুক দিতে না পারলে তুমি কি করবে?'

অসহায় দেখাল জাফরকে। 'যৌতুক দিতে পারবেন না কথাটার মানে কি? কিছুই কি দিতে পারবেন না? তুমিও তো পরিবারে একমাত্র মেয়ে, তোমার জন্যে তোমার মা-বাবা কিছুই সঞ্চয় করেননি?'

ম্লান সুরে রূপা বলল, 'মার কিছু গহনা আছে। আমি ঠিক জানি না, তবে চাইলে হয়তো ওগুলো আমাকে তিনি দেবেন। কিন্তু, জাফর, তুমি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছ। আমি জানতে চাইছি, যৌতুক ছাড়া তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারো কিনা?'

'ব্যাপারটা তুমি বুঝতে চেষ্টা করছ না, রূপা। প্রশ্নটা আমাকে নিয়ে নয়, আমার মা-বাবাকে নিয়ে।'

'কিন্তু বিয়ে হবে আমার আর তোমার। তোমার স্বাধীন ইচ্ছে বলে কিছু নেই?'

'মা-বাবার একমাত্র সন্তান হওয়ায় ইচ্ছে থাকলেও ওঁদের মতের বিরুদ্ধে যৌতুক ছাড়া কি করে আমি বিয়ে করি বলো?'

'তারমানে আমাদের বিয়েটা হবে না!' রূপার চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল। 'তাহলে আমাকে তুমি ভালবাসলে কেন?'

'সরি, রূপা। সত্যি আমি দুঃখিত।'

'ব্যস, শুধু দুঃখিত বলে সব ভুলে যেতে চাইছ? আমি যে তোমাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি, তার কোন মূল্য নেই তোমার কাছে?'

'তোমাকে আমি এখনও ভালবাসি, রূপা। তুমি এমন একটা মেয়ে, ভাল না বেসে কি করে পারি। কিন্তু এ এমন এক সমস্যা, যার সমাধান আমার হাতে নেই। জানি আমাকে তুমি লোভী ভাবছ। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি তা নই। তবে এ-ও সত্যি যে আমি আমার বাবা-মার মনে দুঃখ দিতে পারব না।'

ফুপিয়ে কেঁদে ফেলল রূপা। 'তাহলে এত নাটক করার কি দরকার ছিল?'

'নাটক করলাম? কখন?'

'কেন জিজ্ঞেস করছিলে বিয়েটা এখানে হবে, নাকি ঢাকায়? এখানে হলে তোমার মা-বাবাকে পাচ্ছ কোথায়? কে যৌতুক দাবি করবে?'

'ওঁদেরকে তুমি চেনো না,' মাথা নিচু করে ম্লান সুরে বলল জাফর। 'তোমাকে বিয়ে করে ঢাকায় নিয়ে গেলেও, যৌতুক না পেলে ওঁরা তোমাকে বাড়িতে তুলবেন না।'

'গর্ব করার মত পরিবারে জন্মেছ, সন্দেহ নেই,' চোখ মুছে বলল রূপা। 'এত সহজে বিয়ে না করার কথা বলতে পারছ, একবার ভেবে দেখছ না আমার কি হবে?'

'তোমার কি হবে মানে? দুনিয়াতে আমিই একমাত্র পাত্র নাকি? যৌতুক ছাড়া বিয়ে করার মানুষ অনেক পাবে তুমি।'

'তা পাব, কিন্তু তাদেরকে আমি ভালবাসিনি, ভালবেসেছি তোমাকে।'

আবার পায়চারি শুরু করল জাফর। 'আমাকে ভুলে যেয়ো। এছাড়া আর কি বলতে পারি আমি।'

'আমাকে ভুলে যাবার উপদেশ দিচ্ছ, তুমি আমাকে ভুলে যেতে পারবে?' ভেজা চোখে অপলক তাকিয়ে আছে রূপা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জাফর বলল, 'চেষ্টা করব।'

'তুমি এত নিষ্ঠুর? এ-কথা তুমি বলতে পারলে?'

জাফর চুপ করে থাকল।

'আজই আমি পুলিশ স্টেশনে গিয়ে আমার পাসপোর্ট ফেরত চাইব,' বলল রূপা। 'সম্ভব হলে কালকের ট্রেনেই কোলকাতা হয়ে দেশে ফিরে যাব। হোটেলের যে বিল হয়েছে, আমারটা আমি দেব।' আবেগ দমন করার জন্যে বারকয়েক জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'আমার জন্যে তুমি অনেক করেছ, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। তবে এখন থেকে আমাদের আর দেখা না হওয়াই উচিত।' বলছে বটে, সেই সঙ্গে নিজেকেও মনে মনে প্রশ্ন করছে রূপা—ওকে তুই না দেখে থাকতে পারবি? বোকা মেয়ে, এ তুই কি করলি! এমন প্রেমেই পড়লি যে ওকে তুই চেষ্টা করলেও ভুলতে পারবি না; অথচ তোর তুলনায় ওর কাছে টাকাটাই বড় হলো?

ঘুরে দাঁড়াল রূপা, বাথরুমের দরজা দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে যাবে। পিছন

থেকে জাফর নিচু গলায় বলল, 'একটা কথা।'

দাঁড়াল রূপা, তবে ঘুরল না, কথাও বলল না।

'জানি তুমি খুব দুঃখ পেয়েছ। দোষটা আমারই, স্বীকার করছি। পারলে ক্ষমা করে দিয়ো।'

জাফর দেখতে পাচ্ছে না, ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল রূপা।

'আরেকটা কথা,' বলল জাফর, এগিয়ে এসে রূপার ঠিক পিছনে দাঁড়াল। 'যদি জানতে পারেন এ-সব কথা বলেছি তোমাকে, মা ও বাবা দু'জনেই আমাকে চড়াবেন।' দুই কাঁধ ধরে নিজের দিকে ঘোরাল রূপাকে। 'টাকা-পয়সা বা সয়-সম্পত্তি যাই বলো, ওঁদের এত বেশি আছে, আর ওঁরা এত ভালমানুষ, যৌতুক শব্দটা পর্যন্ত সহ্য করতে পারেন না।' হতভম্ব রূপার চোখে চোখ রেখে হাসছে ও। 'বিশেষ করে তোমার হবু শ্বশুরের কথা হলো, কোন দুস্থ শিল্পী বা স্কুলমাস্টারের মেয়েকে তিনি ছেলের বউ করতে পারলে খুশি হবেন, কারণ তাঁর ধারণা তাঁদের মেয়েরা সংসারী হয়, রুচি ভাল, শান্ত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি···।'

রূপার চোখ থেকে এখনও পানি গড়াচ্ছে। 'তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলে?'

'কাজটা অন্যায় হয়েছে, স্বীকার করছি।' রূপাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুমো খেলো সে। 'নোনতা!' রূপার চোখের পানি জিভে নিয়ে সহাস্যে মন্তব্য করল। 'তবে কৌতুকটা করায় আমি খুশি। কেন জানো? তুমি আমাকে ভুলে যাবে, এ-কথাটা একবারও বলতে পারোনি।'

কি যেন বলতে গেল রূপা, আবার জাফর চুমো খেতে শুরু করায় সম্ভব হলো না। তারপর রূপাকে জড়িয়ে ধরে রেখেই বিছানার দিকে এগোল জাফর।

'কি করছ?' ফিসফিস করল রূপা।

'না বোলো না, প্লীজ!'

'জাফর। আমাদের বিয়ে হয়নি।'

থমকে গেল জাফর। 'চলো তাহলে আজই বিয়েটা করে ফেলি আমরা।'

'কি বলছ! তা কি করে সম্ভব? হঠাৎ তুমি এমন অস্থির হয়ে উঠছ কেন?'

উত্তরে বিছানার দিকে তাকাল জাফর।

'ওদিকে তাকাচ্ছ কেন?' জাফরের বুকে ঘুসি মারল রূপা। 'তুমি একটা অসভ্য!'

'অস্থির হয়ে উঠছি তোমাকে আমি আবিষ্কার করতে চাই বলে,' ফিসফিস করল জাফর। 'ধৈর্য ধরা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।'

'আমি তো তোমারই।' জাফরের বুকে মাথা রাখল রূপা। 'আমাকে কেউ তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।'

'অথচ তোমাকে আমি পাচ্ছি না।' রূপার মুখ তুলে আবার চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল জাফর। চট করে আরেকবার তাকাল বিছানার দিকে।

এবার, এই প্রথম, রূপাও চুমো খেলো জাফরের ঠোঁটে। 'ভেবেছ আমি জানি না? এ-ও তোমার একটা কৌতুক। বারবার বিছানার দিকে তাকিয়ে তুমি আমার পরীক্ষা নিচ্ছ।'

'সত্যি না!' কাতর সুরে বলল জাফর। 'তোমাকে আমি এখুনি পেতে চাই।'

'লক্ষ্মী, এমন করে না, তোমার অবস্থা দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে।' জাফরের মাথার চুলে বিলি কাটছে রূপা। 'আমরা না পরস্পরকে ভালবাসি? আমরা না শিক্ষিত মানুষ? ভেবে দেখো না, মুহূর্তের দুর্বলতায় বিবেচনাবোধ হারানো কি আমাদের সাজে? আর তো মাত্র ক'টা দিন, তারপরই তো আমার অণু-পরমাণুর একমাত্র মালিক হবে তুমি। তুমি যদি এরকম অস্থির হয়ে ওঠো তাহলে আমিও হয়তো···।'

'তাহলে আরও বেশি করে অস্থির হই, তোমাকে আমার এখুনি চাই।'

'না।'

'না কেন? তুমিই তো বললে···।'

'বলেছি তোমার কষ্ট সহ্য করতে পারব না, তাই। কিন্তু এখন দেখছি যতটা কষ্ট পাচ্ছ তারচেয়ে বেশি চালাকি করছ তুমি। কাজেই কি বলেছি ভুলে যাও।' ঠেলে জাফরকে সরিয়ে দিল রূপা, হাসছে সে। 'ঘুমিয়ে আর কাজ নেই, হাত-মুখ ধুয়ে চলো বেড়িয়ে আসি। আজ আমরা ফটো তুলব, কেমন? তোমার ছবি আমি আমার বাড়িতে পাঠাব, আমার ছবি তুমি তোমার বাড়িতে পাঠাবে, ঠিক আছে?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জাফর বলল, 'গুড আইডিয়া। কিন্তু ঠাট্টা নয়, বিয়েটা বোম্বেতে হলে ক্ষতি কি? ছবিও পাঠাই, ফোন করে মা-বাবাকেও জানিয়ে দিই। কি বলো?'

'দেখা যাচ্ছে দু'জনেই আমরা পাগল হয়ে গেছি,' বলল রূপা। 'আমারও মনে হচ্ছে, ক্ষতি কি?'

পাঁচ

সিভিল ড্রেস পরা তরুণ দু'জন পুলিশকে নিয়ে সাব-ইন্সপেক্টর আমীর খানও এয়ারপোর্টে এসেছে। বন্ধুর মতই হাসল সে, জাফর ও রূপার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল। যদিও তার উপস্থিতি রূপাকে মনে করিয়ে দিল বিপদ এখনও মাথার ওপরে ঝুলে আছে।

মিসেস বাশারের হাড় খুব চওড়া, মাঝারি গড়ন, বয়েস পঁয়তাল্লিশের কম নয়। মহিলা ঠোঁটে বড় বেশি লিপস্টিক ব্যবহার করেছেন, চোখেও মেখেছেন প্রচুর মাসকারা। স্বামী খুন হয়েছেন, অথচ চেহারায় কোন শোক বা দুঃখের ছাপ নেই।

আমীর খান বলল, 'আপনার স্বামীর মৃত্যুতে আমরা সবাই খুব দুঃখিত, ম্যাডাম। তবে খুনী যে-ই হোক, আমরা ঠিকই তাকে ধরে কোর্টে হাজির করব।'

তাচ্ছিল্য ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন দিলরুবা খানম, সাব-ইন্সপেক্টর যেন একটা কদাকার সরীসৃপ। 'আচ্ছা, তারমানে আমার স্বামী খুন হয়েছে। টেলিগ্রামে সে-কথা বলা হয়নি। কেন?'

'ম্যাডাম, আমরা চাইনি আপনি অকস্মাৎ একটা আঘাত পান।'

'মৃত্যুই যেখানে কোন আঘাত নয়, সেখানে মৃত্যুর কারণ আঘাত হতে যাবে

কেন? আমাকে দেখেই বুঝতে পারছেন, আমি আঘাতও পাইনি, অবাকও হইনি।'

রূপা ভাবল, মহিলা পাষাণ নাকি! বোঝাই যাচ্ছে, স্বামীকে উনি এক বিন্দু ভালবাসতেন না। ভালবাসা তো দূরের কথা, বোধহয় ঘৃণা করতেন।

'আমার দেখার বিষয় ছিল,' আমীর খান বলল, 'আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে ইন্টারপোল যে অভিযোগ করেছে তা সত্যি কিনা, অর্থাৎ তাঁর কাছে চুরি করা কোন হীরা আছে কিনা···।'

'ওগুলো আমার হীরে,' সাব-ইন্সপেক্টরকে থামিয়ে দিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন দিলরুবা। 'অন্য এক মেয়ের খপ্পরে পড়ে আমার স্বামী আমাকে ছেড়ে পালিয়ে আসে। কোথায় আমার সাতকন্যা? আমার জিনিস আমি ফেরত চাই!'

'ওগুলো খুনী নিয়ে গেছে, ম্যাডাম। অন্য এক মেয়ের কথা বলছেন, তিনি কে? আপনি তাকে চেনেন?'

'না, চিনি না, তবে একজনকে সন্দেহ করি। মেয়েমানুষই তাকে খেয়েছে।'

'লাশটা আপনাকে সনাক্ত করতে হবে, ম্যাডাম। তারপর কবর দেয়ার ব্যবস্থাও···।'

'ওটা আমার মাথাব্যথা নয়,' দিলরুবা খানম তিক্ত গলায় বললেন। 'যে আমার সর্বস্ব চুরি করেছে তার পিছনে আর একটা পয়সাও আমি খরচ করব না।'

'তবু, দায়িত্বটা আপনারই, ম্যাডাম,' গম্ভীর সুরে মনে করিয়ে দিল আমীর খান।

জাফরের দিকে তাকালেন দিলরুবা। 'আপনি তো ইন্সুরেন্স কোম্পানীর লোক, তাই না? আপনার নামটা আমি ভুলে গেছি।'

নিজের নাম বলল জাফর।

'বেশ, আপনি সাব-ইন্সপেক্টর সাহেবকে বিশ্বাস করান যে আমার কাছে কোন টাকা নেই।'

'এ-ব্যাপারে আমরা পরে কথা বলব। আপনি কোন্ হোটেলের কামরা বুক করেছেন?'

'উনি হোটেল মুঘল-এ উঠছেন,' বলল আমীর খান। 'এখন আমরা লাশ দেখতে যাব, আপনারাও আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন, মি. জাফর। আমি তাঁকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই, তবে পরে করলেও চলবে।'

পুলিশ কারে চড়ে মর্গে চলে এল সবাই। দিলরুবা খানম ভেতরে ঢুকলেন, রূপাকে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল জাফর। 'কেমন লাগল তোমার মহিলাকে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'পাষাণ, স্বার্থপর। ভাল নন, তবে জীবনে অনেক ভুগেছেন।'

'তোমার কি মনে হয়, একটা ইন্সুরেন্স কোম্পানীকে চিট্ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব?'

'নিজের স্বার্থের জন্যে উনি সব করতে পারেন। তবে আচরণ দেখে বোঝা না গেলেও কেন যেন মহিলাকে আমার উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। তাঁর এত রাগ আর ঘৃণা, ভয় ঢাকা দেয়ার জন্যেও হতে পারে।'

চোখের পাতা না ফেলে রূপার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল জাফর। 'তোমাকে আজ সঙ্গে করে নিয়ে এসে ভাল করেছি। আমার ধারণাকেই সমর্থন

করছ তুমি। উনি খুব ভয়ের মধ্যে আছেন। কিন্তু কেন? কারণটা আমাকে জানতেই হবে। হয়তো একটু চাপ দিলে জানতে পারব। এবার তুমি আমার কঠিন দিকটা দেখতে পাবে, রূপা। তোমার বোধহয় না থাকাই ভাল।'

'আমি কি জানি না তুমি কত কঠিন হতে পারো? থাকব আমি, ব্যাপারটা একসাইটিং হবে মনে হচ্ছে।' হঠাৎ একটা আইডিয়া ঢুকল রূপার মাথায়। 'যদি বলে দাও কি কি প্রশ্ন করতে হবে, প্রশ্নগুলো তোমার বদলে আমি করলে পারি না? আমি মেয়ে, উনি হয়তো আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারবেন। উনি যে পুরুষমানুষকে দু'চোখে দেখতে পারেন না সে তো বোঝাই গেছে।'

'তোমার সঙ্গে হয়তো কথা বলতে রাজি হবেন,' বলল জাফর। 'কিন্তু আমি চাই না এই ব্যাপারটার সঙ্গে আরও বেশি জড়িয়ে পড়ো তুমি।'

আমীর খানের সঙ্গে দিলরুবা ফিরে আসায় ওদের আলোচনায় বাধা পড়ল। দিলরুবার চেহারায় শোক বা কাতর কোন ভাব ফুটেছে কিনা লক্ষ করল রূপা। কিছু না, বরং অত্যন্ত বিরক্ত মনে হচ্ছে। আমীর খান বলল, 'মি. জাফর, মিসেস বাশারকে আপনার কাছে ছেড়ে যাচ্ছি আমি।' আর কিছু না বলে তাড়াতাড়ি চলে গেল সে, যেন পালিয়ে বাঁচল।

তার গমনপথের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থেকে দিলরুবা বললেন, 'লোকটা এমন আচরণ করল যেন খুনটা আমিই করেছি। ইণ্ডিয়ার পুলিশরা এত বাজে আমার জানা ছিল না।'

'দুনিয়ার সব পুলিশই সহযোগিতা আশা করে, মিসেস বাশার,' শান্ত গলায় বলল জাফর। 'না পেলে অন্য কিছু সন্দেহ করে তারা। যেমন ধরুন, আপনি ভাব দেখাচ্ছেন খুন হবার সময় সাতকন্যা বাশার সাহেবের কাছে ছিল, কিন্তু তা সত্যি না-ও হতে পারে।'

তাকিয়ে ছিল রূপা, দেখল দিলরুবার মুখের ভাব বদলে গেল, যেন ব্যাকুল হয়ে উঠলেন জাফরের কথাগুলো আঁকড়ে ধরার জন্যে, কিন্তু তারপরই আবার কঠিন মুখোশটা ফিরে এল চেহারায়, তিক্ত গলায় বললেন, 'আমি কোন ভাব দেখাইনি। সে যাই হোক, সাতকন্যা তার কাছে থাকুক বা না থাকুক, আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করা হবে কেন? অসম্মান আর সন্দেহ থেকে আমাকে রক্ষা করা এখন আপনার দায়িত্ব।'

'না, কেন তা আমার দায়িত্ব হতে যাবে,' প্রতিবাদ করল জাফর।

'আপনি আমার ইন্সুরেন্স কোম্পানীর চাকরি করেন না? তারা বলে দেয়নি আমার স্বার্থ আপনাকে দেখতে হবে?'

'আমি কোম্পানীর ইনভেস্টিগেটিং অফিসার, মিসেস দিলরুবা। কোম্পানীকে কেউ ঠকাচ্ছে কিনা দেখা আর সাতকন্যা উদ্ধার করা আমার কাজ।'

রাগে দিশেহারা বোধ করলেন দিলরুবা। রূপার দিকে তাকালেন তিনি, যেন এই প্রথম তাকে দেখতে পেয়েছেন। 'আপনি কে?' কর্কশ সুরে জিজ্ঞেস করলেন।

জবাব দিল জাফর, 'মিস রূপা আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট। আপনার মত আমাদেরও বিশ্বাস এই খুন আর চুরির সঙ্গে একটা মেয়েও জড়িত। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াতে পারে, একজন পুরুষের চেয়ে একজন মহিলা ইনভেস্টিগেটর হয়তো বেশি কাজে

আসবে। সেজন্যেই রূপাকে সঙ্গে রেখেছি।'

'এ-ধরনের কাজের কোন অভিজ্ঞতা আছে বলে তো মনে হয় না, বয়েস খুব কম। যাই হোক, আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন? আমাকে যদি হোটেলে পৌঁছে দিতে চান, তাড়াতাড়ি করুন।'

রূপাকে বোকা বানানো সহজ নয়। সে বুঝতে পারল, জাফরের কথায় একটা ঝাঁকি খেয়েছেন দিলরুবা। আলোচনাটা ইচ্ছে করে এড়িয়ে যেতে চাইছেন।

দিলরুবাকে তাঁর হোটেলে পৌঁছে দিয়ে নিজেদের হোটেলে ফেরার পথে একটা স্টুডিওতে ঢুকে ফটো তুলল ওরা। প্রত্যেকের আলাদা ছবি তো তোলা হলোই, পাশাপাশি দাঁড়িয়েও এক কপি তোলা হলো। কাল ডেলিভারি পাওয়া যাবে, ঠিক হলো কাল ওরা যে যার বাড়িতে টেলিফোনও করবে। রূপাদের বাড়িতে ফোন নেই, তবে পাশের বাড়িতে আছে, বললে তার বাবাকে ডেকে দেবে।

হোটেলে পৌঁছে রূপাকে জাফর বলল, 'এখুনি আর কোথাও বেড়ানোর দরকার নেই। রাতে তোমাকে সী বীচে নিয়ে যাব, ডিনার খাবার পর। এর মধ্যে তুমি কিন্তু কামরা ছেড়ে বেরুবে না।'

রূপা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

জাফর হাসি চেপে বলল, 'একটা কাজ সেরে আসি। বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'কি কাজ আমাকে বলবে না?'

'সময়মত জানতে পারবে,' বলে চলে গেল জাফর।

ডিনারের খানিক আগে ফিরল জাফর, তার কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলছে। 'ওটা আবার কি?' জিজ্ঞেস করল রূপা।

'একটা ব্যাগ।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। ভেতরে কি?'

'ভেতরে সারপ্রাইজ, সময় হলে জানতে পারবে।'

রূপা আর কোন প্রশ্ন করল না। ডিনারের পর জাফরের কামরায় বসে গল্প করছে ওরা, রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'তুমি না আমাকে সৈকতে বেড়াতে নিয়ে যাবে? সাড়ে আটটা বাজে।'

'রাত আরেকটু বাড়ুক,' বলল জাফর। 'বীচ একদম খালি হয়ে যাক।'

'খালি সৈকতে কত রকম বিপদ হতে পারে,' বলল রূপা। 'গেলে এখুনি চলো।'

একটু চিন্তা করে জাফর বলল, 'ঠিক আছে, চলো।'

হোটেল থেকে বেরুবার সময় ব্যাগটা সঙ্গে নিতে ভুলল না জাফর। সৈকত ধরে হাঁটছে ওরা, হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে এল। সৈকত প্রায় ফাঁকাই বলা যায়, বিশেষ করে ওরা যেদিকে যাচ্ছে। রূপা বলল, 'আমার কেমন গা ছমছম করছে। হোটেল থেকে এত দূর না এলেই ভাল হত। চলো ফিরে যাই।'

ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে রূপার হাতে ধরিয়ে দিল জাফর। 'খুলে দেখো ভেতরে কি।'

আজকের চাঁদটাকে আরও বড় দেখাচ্ছে, আলোও অনেক বেশি। ব্যাগটা খুলে টু পীস বিকিনি আর একজোড়া শর্টস বের করল রূপা। 'বিকিনি?' হতভম্ব সে।

'আমার জন্যে? কিন্তু সেদিন না বললে বিকিনি পরে সাঁতার কাটতে হলে যতদিন না সুইমিং পুল সহ একটা বাড়ি কিনতে পারছ তুমি ততদিন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে?'

রূপার দিকে ঝুঁকে নিচু গলায় ফিসফিস করল জাফর। 'মনে করো আরব সাগরের তীরে এটা আমার কেনা সী বীচ। দেখছ না আশপাশে কেউ কোথাও নেই। আকাশের ওই চাঁদ আমার, যে বাতাসে আমরা নিঃশ্বাস ফেলছি তা-ও আমার, চারদিকের গোটা জগৎটাই আমার কেনা। আর তুমি, দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী নারী, তুমিও আমার।'

'বেশ, বুঝলাম। কিন্তু রাতে সাগরে নামতে আমার ভয় করছে।' পানির দিকে তাকাল রূপা।

'আমি থাকতে ভয় কি তোমার,' অভয় দিল জাফর।

'আমার লজ্জাও করছে। বিয়ের আগে এ-সব পরি কি করে।'

'এখানে তো আমি ছাড়া আর কেউ নেই। প্লীজ।'

'প্লীজ মানে? তোমার উদ্দেশ্যটা কি?' হঠাৎ সতর্ক দেখাল রূপাকে।

'উদ্দেশ্য দুধের সাধ ঘোলে মেটানো,' স্বীকার করল জাফর। 'উদ্দেশ্য তোমাকে দেখা।'

'আচ্ছা বেহায়া লোক তো! এরকম হীন ষড়যন্ত্র করবে জানলে তোমার সঙ্গে আমি বেরুতাম না···।' হঠাৎ দূরে তাকিয়ে পানির ওপর কালো ছায়ার মত কি যেন নড়তে দেখে শিউরে উঠল রূপা। 'জাফর, কি ওটা?'

হেসে ফেলল জাফর। 'আরে বোকা, ভয় পাবার মত কিছু নয়। ওটা একটা ছোট বোট, ঢেউয়ের সঙ্গে দুলছে।'

'কার বোট বলো তো?'

'তা আমি কি করে বলব।'

'অন্য একদিন সাঁতার কাটা যাবে, এখন চলো ওই বোটে গিয়ে বসি। লম্বা মত ওটা কি? সেতু না?'

'জেটি। কিন্তু রূপা, এত আশা আর শখ করে বিকিনিটা কিনে আনলাম, আর তুমি···।'

এগিয়ে এসে জাফরের বুকে হাত রাখল রূপা। 'তুমি আমাকে এরকম অস্থির করে তোলো কেন বলো তো?'

'চেষ্টার তো কোন ত্রুটি করছি না, কিন্তু পারছি কই!' হতাশ শোনাল জাফরের গলা।

হেসে ফেলে জাফরের মুখে হাত বুলাল রূপা। 'লক্ষ্মী, পরে অনুতপ্ত হতে হবে এমন কোন কাজ করা উচিত নয় আমাদের। তোমাকে কথাটা বলেই ফেলি। সত্যি যদি তুমি জেদ ধরো, বিকিনিটা আমি পরব। তুমি যদি নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠো, তোমার সব ইচ্ছাই আমি পূরণ করব। মন থেকে আমি কোন বাধা অনুভব করছি না। কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখো, একটু ধৈর্য ধরলে যদি সমস্ত পবিত্রতা রক্ষা পায়, সেটা নিয়ে সারাজীবন গর্ব করতে পারব আমরা। আমি ভাবতে পারব, জাফর আমাকে উন্মাদের মত ভালবেসেছে, বিয়ের আগে পরিপূর্ণভাবে আমাকে না পেয়ে

কষ্ট হয়েছে ওর, তবু সংযম হারায়নি। আর তুমি ভাবতে পারবে, রূপা আমাকে এতই ভালবেসেছে যে বিয়ের আগেই নিজেকে আমার হাতে সঁপে দিয়েছিল, কিন্তু আমি ওর অসম্মান করিনি।'

'যার প্রেমিকা এরকম দর্শন-সমৃদ্ধ যুক্তি খাড়া করতে পারে তার গর্ব অনুভব করা উচিত, কিন্তু আমার রাগ হচ্ছে,' মুখ হাঁড়ি করে বলল জাফর।

হেসে ফেলে ওকে চুমো খেলো রূপা। 'রাগ কি আমারও কম হচ্ছে ভেবেছ? বুঝতে পারছ না এসব যুক্তি কেন আমাকে দাঁড় করাতে হচ্ছে? নিজেকেও তো আমার নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।'

'চুপ!' হঠাৎ রূপার ঠোঁটে একটা আঙুল চেপে ধরল জাফর, তাকে টেনে নিয়ে এল একজোড়া নারকেল গাছের আড়ালে।

'কি হলো?' ফিসফিস করল রূপা।

'শোনো! পায়ের আওয়াজ!'

এবার রূপাও শুনতে পেল। রাস্তার দিক থেকে আসছে, জুতো পায়ে কে যেন ছুটছে। চাঁদের আলোয় কাঠের জেটিটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা, তাকিয়ে আছে সেদিকেই।

রাস্তা থেকে সৈকতের বালিতে চলে এল এক লোক, এখনও ছুটছে, তবে জুতো থেকে এখন কোন আওয়াজ ভেসে আসছে না। জেটির দিকে এগোচ্ছে সে, ছুটতে ছুটতে বারবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাচ্ছে। মুখে জোছনা লাগতে লোকটার চেহারা পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা। তরুণই বলা যায়, একহারা গড়ন। হাঁপিয়ে যাওয়ায় বুকটা ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে।

জেটির ওপর পা দিয়েছে তরুণ, রাস্তা থেকে সৈকতে বেরিয়ে এল আরও একজন লোক। একটু পরই একটা গুলির শব্দ হলো। চোখের পলকে রেলিং টপকে পানিতে লাফ দিল তরুণ।

দ্বিতীয় লোকটাকে চিনতে পারল ওরা, সেই সাপটা—গণেশ থাপা। চাঁদের আলোয় তার হাতের পিস্তল চকচক করে উঠল।

হালকা পায়ে দৌড়ে গিয়ে জেটির ওপর উঠল গণেশ থাপা, রেলিঙে বুক ঠেকিয়ে নিচে পানির দিকে তাকাল। জেটির নিচে পানিতে ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে বোটটা, সেটার আড়াল থেকে আগুনের একটা ঝলক দেখা গেল, রাতের নিস্তব্ধতাকে আবার খান খান করে দিল গুলির আওয়াজ।

ঝাঁকি খেলো গণেশের হাত, পিস্তলটা ছিটকে পড়ে গেল সাগরে। রাস্তা থেকে সৈকতে বেরিয়ে এল এবার একটা নারীমূর্তি। গণেশ চিৎকার করে বলল, 'সরে যাও!'

মহিলাকে চিনতে পারল রূপা, মমতাজ বেগম। রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'গণেশ, লেগেছে তোমার?'

তাঁর গলা বোটের আড়াল থেকে নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে লোকটা, সে চিৎকার করে বলল, 'কপাল মন্দ, মমতাজ। এত কাছে অথচ কত দূরে। বিদায়, ডার্লিং। সাতকন্যা তোমার কপালে নেই।'

রূপার কানে ফিসফিস করল জাফর, 'গোলাম আলি।'

ছুটে গিয়ে গণেশের পাশে দাঁড়ালেন মমতাজ, তারপর বসলেন, গণেশের রক্তাক্ত হাতটার যত্ন নিচ্ছেন। বোট থেকে ভরাট গলার হাসি ভেসে এল, তারপর একটা ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ শোনা গেল। বোট নিয়ে চলে যাচ্ছে গোলাম আলি।

পিছু হটে রাস্তার দিকে সরে আসছে ওরা, জাফর বলল, 'এসো, ওদের পিছু নিই।'

গণেশ আর মমতাজ রাস্তায় উঠে আসতেই একটা গাছের আড়াল থেকে তাদের পিছনে বেরিয়ে এল জাফর, সঙ্গে রূপা। 'কাজটা ভাল করেননি, মিসেস মমতাজ।'

দু'জনেই তারা একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল। 'আপনি এখানে কেন? কি করছিলেন?' জিজ্ঞেস করলেন মমতাজ, বোঝা গেল ভয় পেয়েছেন তিনি।

'আমরা এখানে কেন সেটা আপনি কল্পনা করে নিন। গণেশের হাতের অবস্থা বেশি ভাল মনে হচ্ছে না, তাড়াতাড়ি ওকে হাসপাতালে নিয়ে যান।'

'আমার তেমন কিছু হয়নি,' বলল গণেশ। 'গোলাম আলির সঙ্গে আপনাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল নাকি?'

'তা না হলে এই রাতে এখানে কেউ আসে? তোমার খেলা শেষ হয়ে গেছে, গণেশ থাপা। তুমি বরং অন্য কোন শিকার খুঁজে নাও। গোলাম আলির সঙ্গে টেক্কা দিয়ে তুমি পারবে না।'

'আপনাকে আমি দেখে নেব,' হিসহিস করে বলল গণেশ।

'এখানে কথা বলা সম্ভব নয়।' মমতাজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। 'আগে গণেশকে ডাক্তার দেখাই, তারপর আপনার সঙ্গে দেখা করব আমি।'

'আর কোন লাভ হবে না, মিসেস মমতাজ,' বলল জাফর। 'আপনাকে আমার আর দরকার নেই।'

'আপনি জানেন না, দরকার আছে। এসো, গণেশ।' চলে গেল তারা।

রূপা জানতে চাইল, 'কি বলতে চাইলেন মমতাজ বেগম?'

'দেখা করে হয়তো বলবেন কিভাবে গোলাম আলির খোঁজ পেলেন, কিংবা কোথায় তাকে পাওয়া যাবে। আমাকে সাহায্য করতে চাইছেন গণেশকে রক্ষা করার জন্যে, নেকলেসের ব্যাপারটা তো আছেই। জানোই তো, উনি আমাদেরকে ক্রিমিনাল বলে মনে করেন।'

'পুলিশকে সব কথা বলা দরকার নয়? গোলাম আলিকে গ্রেফতার করা পুলিশের দায়িত্ব।'

'আর আমার কাজ সাতকন্যা উদ্ধার করা। চিন্তা কোরো না, রূপা। কি করছি আমি জানি।'

রাতে জাফরের জন্যে দুশ্চিন্তায় ভাল ঘুমাতে পারল না রূপা। ওর ধারণা সাতকন্যা গোলাম আলির কাছে আছে, কাজেই ও এখন তার পিছু নেবে। কিন্তু রূপা ভুলতে পারছে না লোকটার কাছে পিস্তল আছে, মানুষ খুন করতে অভ্যস্ত সে। জাফরের কিছু হলে সে বাঁচবে কিভাবে!

সকালে প্রায় জেদ ধরেই জাফরকে রূপা রাজি করিয়ে ফেলল দিলরুবা খানমের সঙ্গে কথা বলবে সে। জানতে চাইল, ঠিক কি ধরনের প্রশ্ন তার করা উচিত।

প্রস্তুতি নেয়ার পর হোটেল মুঘলে হাজির হলো ওরা সকাল দশটার দিকে। কোন ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে রূপা সরাসরি প্রসঙ্গটা তুলল, 'মিসেস বাশার, একটা ব্যাপারে আপনার ভুল ধারণা রয়েছে। পুলিশ বলছে, খুন হবার সময় আপনার স্বামীর কাছে সাতকন্যা ছিল না। জাফরেরও তাই ধারণা।'

'ননসেন্স!'

'কি করে বুঝছেন আপনার স্বামী ওটা ঢাকায় বা কোলকাতায় বিক্রি করে দেননি?' জানতে চাইল রূপা। 'তিনিই যদি ওটা চুরি করে থাকেন।'

'তারমানে আপনাদের সন্দেহ আছে সে চুরি করেছে কিনা।' রাগে জ্বলে উঠল দিলরুবার চোখ দুটো।

'আপনি যখন বলছেন, সন্দেহ করার কি আছে। কিন্তু জানতে চাইছি এত নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে, খুন হবার সময় সাতকন্যা তাঁর সঙ্গে ছিল?'

'সাতকন্যার মত বিখ্যাত একটা নেকলেস যেখানে-সেখানে বিক্রি করা যায় না। আমার স্বামী অত বোকা ছিল না। আমি কি ধরে নেব, নেকলেসটা কোথায় আছে আপনারা তা জানেন?'

'হ্যাঁ, কোথায় পাওয়া যাবে আন্দাজ করা যায়।'

'কে আন্দাজ করছে? আপনারা না পুলিশ?'

'পুলিশ, মিসেস বাশার। তবে আমাদেরকে তারা যতটুকু বলেছে তা থেকে আমরাও আন্দাজ করতে পারছি।'

'পুলিশ তো বোকা। আপনারা তাদের কথা বিশ্বাস করছেন?'

'ঠিক উল্টো, মিসেস বাশার, পুলিশ বোকা নয়—তারা ধৈর্য ধরতে জানে। খুনীকে ধরার জন্যে একটা সূত্র খুঁজছে তারা। সূত্র অবশ্য একটাই আছে।'

'কি সেটা?'

ব্যাকুলতা চেপে রাখতে চেষ্টা করছেন দিলরুবা, তবে রূপা তা ধরে ফেলল। 'আপনি, মিসেস বাশার,' বলল সে, দিলরুবার চোখে চোখ রেখে।

'আমি? কিন্তু···!' এবার দিলরুবার মধ্যে ব্যাকুল কোন ভাব থাকল না, সতর্ক একটা ভাব ফুটল, তা-ও দ্রুত মুছে ফেললেন চেহারা থেকে।

রূপা শুরু করল, 'ব্যাপারটা পুলিশের দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করুন। নিহত স্বামীর জন্যে যে শোক আশা করা স্বাভাবিক, আপনার মধ্যে তা দেখা যায়নি। আপনি বলছেন সাতকন্যা তাঁর কাছে ছিল, ওরা বলছে ছিল না। আপনার অমার্জিত আচরণ দেখে ওরা তার অর্থ করেছে, আপনি ভয় পেয়েছেন। কাজেই আপনাকে তো ওরা সন্দেহ করবেই।'

'বোকার মত কথা বলবেন না। আমার কোন্ ব্যাপারে সন্দেহ হবে তাদের?'

'ফ্রড, মিসেস বাশার। তাদের সন্দেহ মিথ্যে ভান করে টাকা আদায় করার প্ল্যান এটা। নেকলেসটা টাকা ধার নেয়ার বিনিময়ে কোথাও গচ্ছিত রাখা হয়েছে, চুরি যায়নি। তাদের আরও সন্দেহ, আপনি ও আপনার স্বামী, দু'জন মিলে প্ল্যানটা করেছেন।'

এবার সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেলেন দিলরুবা। অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'টাকা ধার নেয়ার বিনিময়ে সাতকন্যা কোথাও গচ্ছিত রাখা হয়েছে? কে গচ্ছিত রেখেছে? আমার স্বামী?'

'না, আপনি।'

'কী অদ্ভুত কথা! অত টাকা আমার কেন দরকার হবে?'

'সে-কথা আপনিই ভাল বলতে পারবেন,' বলল রূপা। 'তবে আন্দাজ করা যায়। আপনার হয়তো একজন ব্ল্যাকমেইলারকে দেয়ার জন্যে অনেক টাকার দরকার হয়েছিল।'

হাঁ হয়ে গেলেন দিলরুবা। 'ব্ল্যাকমেইলার! মুখ সামলে কথা বলুন!'

'আপনার আসলে উচিত সব কথা আমাকে খুলে বলা। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নেকলেসটা উদ্ধার করা। কিন্তু ইণ্ডিয়ান পুলিশের অন্য উদ্দেশ্যও আছে। আপনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ না করা পর্যন্ত ওরা আপনাকে ইণ্ডিয়া থেকে যেতে দেবে না। আমাকে বলবেন কি, সাতকন্যা আপনি পেয়েছিলেন কোত্থেকে?'

'সেটা আমার ব্যাপার।'

'পুলিশের ব্যাপারও, মিসেস বাশার। তারা ইঙ্গিতে বলতে চাইছে, সাতকন্যা আপনার হাতে পৌঁছুবার আগে ভারত থেকে ওটা চুরি যায়। এখন, আপনি যদি ওটার বৈধ মালিক না হন···,' কথাটা ইচ্ছে করেই রূপা শেষ করল না।

'সাতকন্যা আমার মা আমাকে দিয়েছিল।'

'আশা করি কথাটা সত্যি, মিসেস বাশার। কারণ খোঁজ নিলেই আসল তথ্য জানা যাবে। আপনার কথা যদি মিথ্যে হয়, বিদেশে এসে বছর পাঁচ-সাত জেল খাটতে হবে আপনাকে। আপনি দেশের মানুষ···।'

'দেখুন, আমাকে ভয় দেখাতে পারবেন না। আমি বোকা নই।'

'তবে আপনি চালাকও নন। চালাক হলে মিথ্যে কথাটা বলতেন না। চালাক হলে লোককে দেখিয়ে হলেও স্বামীর জন্যে দু'ফোঁটা চোখের পানি ফেলতেন।'

'কোন্ দুঃখে তার জন্যে চোখের পানি ফেলব আমি? সারাটা জীবন সে আমাকে কষ্ট দিয়েছে। সে তার পার্টনারদের সঙ্গে বেঈমানী করেছে। ডজন ডজন মেয়ের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে। মারা গেছে বলে কেন আমি ভান করব দুঃখ পেয়েছি?'

রূপা বুঝতে পারল, এই কথাগুলো দিলরুবার মনের কথা। 'কিভাবে উনি মারা গেলেন সেটা চিন্তা করুন, মিসেস বাশার।'

'এটা তার প্রাপ্য ছিল। হয়তো তার কোন প্রেমিকাই তাকে খুন করে নেকলেসটা নিয়ে গেছে। আপনারা বরং আমাকে বিরক্ত না করে তাকে খুঁজে বের করুন, যান।'

হোটেলের বাইরে ট্যাক্সিতে অপেক্ষা করছিল জাফর, রূপা ভেতরে ঢুকতেই জিজ্ঞেস করল, 'কি বুঝলে?'

সব শোনার পর জাফর হাসল। 'ভাবছি তোমাকেও ইনভেস্টিগেটরের চাকরি নিতে বলব কিনা। আমার তো মনে হচ্ছে এ লাইনে খুব ভাল করবে তুমি।'

জাফরের প্রশংসা শুনে আশ্চর্য একটা তৃপ্তি অনুভব করল রূপা। 'বাশার সাহেবের সঙ্গে বিয়ে হবার আগে দিলরুবা খানমের পরিচয় কি ছিল জানো তুমি?' জিজ্ঞেস করল সে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে রূপার দিকে তাকাল জাফর। 'আমার জানা নেই।'

'মহিলার অতীত ইতিহাস জানা দরকার। বাংলা উনি শুদ্ধই বলেন, তবে একটু বেশি শুদ্ধ। মানে, উচ্চারণে কোন ত্রুটি নেই। উনি এ-দেশের, মানে পশ্চিমবঙ্গের মেয়ে নন তো?'

'জানি না, হতে পারে।'

'গণেশ থাপা নেপালী হলেও, সারা ভারতের প্রায় সবখানে নেপালীদের তুমি দেখতে পাবে,' বলল রূপা। 'সে হয়তো ভারতীয় নেপালী।'

'তুমি কি বলতে চাইছ বলো তো? সে-ই ব্ল্যাকমেলার? তুমি দেখছি যেমন সুন্দরী তেমনি বুদ্ধিমতী।'

রূপার ঠোঁটে ক্ষীণ বাঁকা হাসি। 'আমার ধারণা ছিল বুদ্ধিমতী মেয়েদের পুরুষরা পছন্দ করে না।'

'এই পুরুষটি করে,' বলল জাফর। 'আজ স্টুডিও থেকে আমাদের ফটো আনার কথা, মনে আছে?' ট্যাক্সি ড্রাইভারকে রওনা হতে বলল ও। 'বাড়িতেও ফোন করব। অফিসের সঙ্গেও কথা বলতে হবে আমাকে। কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, ঝামেলা থেকে খুব শিগগির মুক্তি পাব আমরা।'

একটা পেয়িং বুদে ঢুকে জাফর প্রথমে ওর অফিসে ফোন করল। প্রায় দশ মিনিট ধরে রিপোর্ট দিল ও। তারপর ফোন করা হলো রূপাদের পাশের বাড়ির নম্বরে। যোগাযোগ হবার কিছুক্ষণ পর, 'মাসুম, তুই?' বলে এত জোরে চিৎকার করল রূপা, বুদের বাইরে থেকে লোকজন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল নেই, খালি হাত দিয়ে জাফরের বাহু আঁকড়ে ধরে সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে সে, 'আমার ভাই ঢাকায়! মাসুমকে পাওয়া গেছে! সে ভাল আছে!' একই সঙ্গে জাফর ও মাসুমের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে সে। 'কি রে, শয়তান, আমাদের সবাইকে জ্বালিয়ে খুব মজা পাস, তাই না? কেমন আছিস তুই? এদিকে তোকে আমরা ভূ-ভারতের কোথায় না খুঁজছি···আমরা মানে? আমরা মানে আমরা—আমি আর জাফর, তোর দুলাভাই··· শোন, বাবাকে বলবি জাফরের ফটো পাঠাচ্ছি। ও আমাদের ঢাকারই ছেলে···।'

দু'জনেই ওরা দারুণ খুশি মনে হোটেলে ফিরছে। জাফর একটা মেয়েকে পছন্দ করে বিয়ে করতে যাচ্ছে, এ-খবর শুনে ছেলের সঙ্গে কৌতুক করেছেন ওর বাবা, বলেছেন, 'মুনির ধ্যান ভাঙাতে পারল, নিশ্চয়ই সাঙ্ঘাতিক কোন মেয়ে হবে!' কথাটা বলার পিছনে যুক্তি আছে। ছেলের বিয়ে দেয়ার জন্যে অনেক দিন ধরে চেষ্টা করছেন তাঁরা, কিন্তু কোন মেয়েকেই পছন্দ করতে পারেনি জাফর।

আর রূপার যমজ ভাই মাসুমও ঠাট্টা করে বলেছে, 'আমি তোর বরকে দুলাভাই বলতে যাব কেন? আমি না তোর চেয়ে দু'মিনিটের বড়?' বাবা-মা

ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবেন, রূপার এ প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছে, 'এতদিন তো জেনে এসেছি তুই-ই এ-বাড়ির কর্ত্রী। আব্বাও তোর শিষ্য, আর মা তো মেয়ে শিক্ষিত বলে রীতিমত সমীহ করে। তুই যদি কুচকুচে কালো একটা গরুকেও বিয়ে করিস, তাকেই রাজপুত্র ভাববে এ-বাসায়।'

কিন্তু হোটেলে ফেরার পর ওদের হাসি আর আনন্দ থেমে গেল। মমতাজ বেগম তাঁর কথা রেখেছেন, ওদের জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি।

'কি ব্যাপার? কি চান আপনি?' মহিলাকে নিজের কামরায় ঢোকাল জাফর, তবে বসতে বলল না।

'বেচারা গণেশের হাতের হাড় ভেঙে গেছে···।' শুরু করলেন মমতাজ বেগম।

'শুধু যদি এই কথা বলতে এসে থাকেন, তাহলে সময় নষ্ট করছেন।'

'আমি আপনাকে গোলাম আলির কথা বলতে এসেছি। চাঁদনি চকের একটা বাড়িতে লুকিয়ে আছে সে। বাড়ির নম্বর নিরানব্বই, রাস্তার নাম খান জাহান রোড।'

'সে কোথায় আছে আপনি কিভাবে জানলেন?'

'বোম্বেতে অনেক বন্ধু আছে গণেশের।'

'আমাকে বলার কারণ?'

'কারণ বেচারা গণেশ ভাঙা হাত নিয়ে গোলাম আলিকে সামলাতে পারবে না। সময়ও খুব কম।'

'আমাকে আপনি কি করতে বলেন?' জিজ্ঞেস করল জাফর।

'গোলাম আলি আপনাকে বা মিস রূপাকে চেনে না। আপনারা চেষ্টা করলে তার কাছ থেকে নেকলেসটা আদায় করতে পারবেন। সুন্দরী মেয়েদের ওপর লোভ আছে তার।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে ঘৃণায় ও রাগে সারা শরীর রী রী করে উঠল রূপার, তবে জাফরের দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো পরামর্শটা বিবেচনা করে দেখছে ও। জাফর মমতাজ বেগমকে প্রশ্ন করল, 'আপনাকে আমি বিশ্বাস করি কিভাবে?'

'আমি শুধু আমার বখরাটা চাই, জাফর সাহেব। আপনাকে মানতে হবে, দাঁওটার কথা আমিই আপনাদেরকে জানিয়েছি।'

'বাজে কথা। আপনার ওপর আগে থেকেই নজর ছিল আমাদের। শুধু নিশ্চিতভাবে জানতাম না যে গোলাম আলি বাশার সাহেবকে খুন করেছে। ঠিক আছে, দেখব কি করা যায়।'

'এবার আমার জিজ্ঞেস করার পালা—কিভাবে বুঝব আপনারা আমাকে ঠকাবেন না?'

'বোঝার কোন উপায় নেই, বিশ্বাস রাখতে হবে।'

অদ্ভুত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসলেন মমতাজ। 'তবে মনে রাখবেন, আমিও সাবধান হতে জানি। আমার সঙ্গে চালাকি করলে ভুগতে হবে। বিদায়।'

'মহিলাকে দেখলেই গা ঘিন ঘিন করে আমার,' জাফর দরজা বন্ধ করতেই ঝাঁঝের সঙ্গে বলল রূপা। 'জাফর, উনি খুব ডেঞ্জারাস মহিলা।'

'জানি, আমি জানি।' জাফর চিন্তা করছে।

'তুমি সব কথা পুলিশকে বলে দিচ্ছ না কেন? গোলাম আলিকে গ্রেফতার করুক

ওরা।'

'এখুনি নয়। ঢাকা থেকে কি বলে শুনি আগে। চলো, লাঞ্চের আগে শপিংটা সেরে ফেলি।'

'শপিং?' রূপা অবাক।

'জানো না, জাফর আর রূপা বিয়ে করতে যাচ্ছে?'

ছয়

শপিং সেরে ফিরতে বেলা আড়াইটা বেজে গেল। হোটেলের এন্ট্রান্স হলে ওদের সঙ্গে দেখা করল অমল সিংহানী। 'বলবীর সিং লাউঞ্জে অপেক্ষা করছেন,' ফিসফিস করে জানাল সে।

'তাই?' জাফর বিস্মিত।

'সাবধানে থেকো, দোস্ত। লোকটা সুবিধের নয়।'

'ধন্যবাদ, অমল।' রূপার দিকে ফিরল জাফর। 'বলবীরের মত লোক সহজে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন না। তারমানে তথ্য দরকার তাঁর। চোখ-কান খোলা রেখো, প্রিয়তমা।'

যেমনটি কল্পনা করেছিল রূপা, বলবীর সিং মোটেও সেরকম দেখতে নন। পঞ্চাশের ওপর বয়েস। দীর্ঘদেহী, সুপুরুষ, চেহারায় আভিজাত্য আছে; তাঁর আচরণও অত্যন্ত মার্জিত। রূপার আঙুলগুলো দু'হাতে এমন আলতোভাবে ধরলেন, যেন মেয়েকে আদর করছেন বাবা। 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বড় আনন্দ পেলাম, বেটি। তুমি দেখতেও অনেকটা আমার নিজের বেটির মত। মি. জাফর, আপনি ভাগ্যবান, এরকম একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট পেয়েছেন।'

জাফর বলল, 'বসুন, মি. সিং। বলবেন কি, আমার সম্পর্কে আপনি জানলেন কোত্থেকে?'

'মিসেস বাশারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। উনিই জানালেন কোথায় পাওয়া যাবে আপনাকে।'

'তাঁর সম্পর্কে আপনি জানলেন কিভাবে? যোগাযোগই বা করলেন কেন?'

বলবীর হাসলেন। 'ইন্সুরেন্স কোম্পানীর সিকিউরিটি অফিসার আপনি, কাজেই আপনার প্রশ্ন শুনে আমি কিছু মনে করছি না। আমি এখানে এসেছি আমার অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা দিতে, মি. জাফর।'

'আমি শুনছি,' বলল জাফর।

'তুমিও শোনো, পিয়ারা বেটি। যদিও এত সুন্দরী একটা মেয়েকে সিকিউরিটি অফিসারের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ঠিক যেন মানায় না।'

জোর করে একটু হেসে রূপা বলল, 'এ পেশায় আমি নতুন। এখনও শিখছি।'

'আমার পরামর্শ হলো, বেশি শিখতে যেয়ো না,' বলে জাফরের দিকে ফিরলেন বলবীর, মুখে সরল হাসি। 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমি মূল্যবান রত্ন সংগ্রহ করি?' মাথা ঝাঁকাল জাফর। 'সরাসরি প্রসঙ্গে চলে আসি; সেভেন সিস্টার্স কিনতে

চাই আমি। ওটার কথা বহুকাল ধরে শুনে আসছি, দেখার খুব কৌতূহল। শুনেছিলাম ওটা মিসেস বাশারের কাছে আছে, তাই ঢাকায় যেতে হয়েছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় ওখানে গিয়ে তাঁকে আমি বাড়িতে পাইনি।

'তবে বাশার সাহেব ছিলেন। আমাকে তিনি জানালেন, নেকলেসটা তাঁর স্ত্রীর ব্যাংকে রাখা আছে। কথায় কথায় তাঁকে আমি বললাম, সেভেন সিস্টার্স যদি কখনও বিক্রি হয় আমি ওটা কিনতে চাই। আমি একটা দামও বলি—পঁচাত্তর লক্ষ বাংলাদেশী টাকা। উনি বললেন, ওটার দাম আরও অনেক বেশি।

'আমরা হাসি মুখে বিদায় নিই। বাশার সাহেব আমাকে আশ্বাস দিলেন, তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন। আমি তাঁকে আমার একটা অস্থায়ী ঠিকানা দিলাম, কোলকাতার, তাঁর স্ত্রী সাতকন্যা বিক্রি করতে রাজি হলে ওই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে আমার সঙ্গে।'

দম নেয়ার জন্যে থামলেন বলবীর, লক্ষ করলেন জাফর তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আবার শুরু করলেন তিনি, 'কিছুদিন পর কোলকাতায় আমাকে টেলিফোন করেন তিনি। আমাকে জানান, তাঁর স্ত্রী সাতকন্যা বিক্রি করতে রাজি হয়েছেন। সেই সঙ্গে প্রস্তাব দিলেন আমি দেখতে চাইলে ওটা তাঁরা কোলকাতায় নিয়ে আসতে পারেন। আমি বললাম, ওঁরা যেন বোম্বেতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন।

'আমি বোম্বে ফেরার ক'দিন পরই তাঁর কাছ থেকে আবার টেলিফোন পেলাম, বললেন সাতকন্যা চুরি হয়ে গেছে। তাঁকে আমার খুব কাতর মনে হলো, আমি বললাম এখুনি পুলিশকে ব্যাপারটা জানান। এক ঘণ্টার মধ্যে আরেকটা ফোন পেলাম আমি। এক মহিলা, নিজের পরিচয় দিলেন মিসেস বাশার বলে। বললেন, সাতকন্যা তাঁর কাছে আছে, আমাকে দেখানোর জন্যে সেটা তিনি নিয়ে আসছেন। বুঝতেই পারছেন, মি. জাফর, গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে খুব অদ্ভুত লাগে।'

'তারপর কি হলো?'

'ইতিমধ্যে আমি খবর নিয়ে জানলাম মি. বাশারের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্ক ভাল নয়। আমার ধারণা হলো, স্বামীকে না জানিয়ে সাতকন্যা নিয়ে আসছেন তিনি, একাই আমার সঙ্গে দরদাম করতে চান।'

'আপনি জানলেন কখন যে উনি আসলে মিসেস বাশার নন?' জিজ্ঞেস করল জাফর।

'আজ সকালে মিসেস বাশার যা বললেন তা থেকে বোঝা গেল, উনি আমাকে ফোন করেননি।'

'তবে কে ফোন করেছিল তা আপনি জানেন।'

'আমি একজনকে সন্দেহ করি, মি. জাফর।'

'কাকে?'

'মিসেস মমতাজ বেগমকে।'

'এ-ব্যাপারে আপনি কি করার কথা ভাবছেন?'

অবাক হবার ভান করে চোখ কপালে তুললেন বলবীর। 'আমি, মি. জাফর? আমি কেন কিছু করতে যাব? মমতাজ বেগমকে কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে

আপনার থাকতে পারে।'

'মিসেস বাশার কি আপনাকে বলেছেন যে খুন হবার সময় সাতকন্যা তাঁর স্বামীর কাছে ছিল?'

'হ্যাঁ, বলেছেন।'

'এই ব্যাপারটা আমি বুঝছি না, মি. সিং। উনি এরকম নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে?'

'এমন হতে পারে সত্যি কথাটা চেপে যাচ্ছেন উনি।'

'কিন্তু কেন? কারণটা কি এই যে সাতকন্যার বৈধ মালিক তিনি নন?'

'বাহ্,' বলবীর সিং হাসলেন। 'একটা আইডিয়া বটে। লেগে থাকুন, সুফল পেতে পারেন। এবার আমাকে উঠতে হয়, মি. জাফর।' রূপার দিকে ফিরে বললেন, 'ভাল থেকো, পিয়ারি বেটি। সাবধানে থেকো। দুনিয়াটা তোমার মত সুন্দরীদের জন্যে খুব একটা ভাল জায়গা নয়।'

বলবীর চলে যাবার পর জাফর জিজ্ঞেস করল, 'কি বুঝলে?'

'ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছি না। অনেক কথাই হয়তো মিথ্যে বললেন, তবে সন্দেহ নেই যে সাতকন্যা তিনি পেতে চান।'

'তোমার কি বিশ্বাস হয় বাশার দম্পতির সঙ্গে দেখা করার জন্যে উনি ঢাকায় গিয়েছিলেন?'

'ওঁরাই বোধহয় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।'

'আমারও তাই ধারণা। বাশার সাহেব অ্যান্টিক ডিলার ছিলেন, বলবীর সম্পর্কে তাঁর জানার কথা। হয়তো এর আগেও ওঁদের মধ্যে ব্যবসা হয়েছে।'

'বলবীর জানছেন কিভাবে তাঁকে ফোন করেছিলেন মমতাজ বেগম?'

'এমন হতে পারে, মমতাজ বেগম হয়তো তাঁর হয়েই কাজ করছেন। তিনিই হয়তো মমতাজ বেগমকে সাতকন্যা চুরি করার কাজটা দিয়েছিলেন। মহিলা একা কাজটা করার ঝুঁকি নেবেন বলে মনে হয় না।'

'তাঁর সঙ্গে গোলাম আলি ছিল,' মনে করিয়ে দিল রূপা।

'গোলাম আলি জড়িত তা আমরা জানি, তবে সে যে মমতাজ বেগমের সঙ্গে কাজ করছে তা আমরা শুধু ওই মহিলার কাছ থেকেই জেনেছি।'

'বুঝতে পারছি না বলবীর মিসেস বাশারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন কেন।'

'এটাই আসল সমস্যা। কেন গেলেন? তাঁর জানার কথা পুলিশ মিসেস বাশারের ওপর নজর রাখছে। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খুব জরুরী ছিল। আমার মনে হচ্ছে, সাতকন্যা তাঁকে এরইমধ্যে অফার করা হয়েছে, কিন্তু ওটা এখন আগুন বলে মিসেস বাশারের সম্মতি ছাড়া ছুঁতে চাইছেন না।'

'তাহলে ধরে নিতে হবে মিসেস বাশারের ওপর খুব প্রভাব আছে তাঁর,' বলল রূপা। 'তুমি একজন ব্ল্যাকমেইলারের কথা বলেছ, বলবীর নন তো?'

'জানি না, হতেও পারে। বলতে পারবে, তাঁর এখানে আসার পিছনে কারণ কি?'

'তুমি যাতে তাঁকে বিরক্ত না করো। উনি চান না তাঁর ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাও তুমি। শুনলে না, কেমন ভয় দেখিয়ে গেলেন?'

'হুম। সাতকন্যা শুধু গরম নয়, বিপজ্জনকও।'

'ওটা কার, কোত্থেকে এল, এ-সব জানতে পারলে অনেক রহস্যের জট খুলে যেত।'

'সেজন্যেই তো ঢাকা থেকে ওঁরা কি বলেন শোনার অপেক্ষায় আছি আমি,' বলল জাফর।

টেরেসে বসে কফি খাচ্ছে ওরা, সন্ধ্যা হতে বেশি দেরি নেই, এমন সময় একটা চেয়ার টেনে ওদের পাশে বসল সাব-ইন্সপেক্টর আমীর খান। 'আজ আপনাদের সঙ্গে দু'জন দেখা করেছেন,' বলল সে। 'কারা তাঁরা?'

'বলবীর সিং আর মমতাজ বেগম,' জবাব দিল জাফর।

'ধন্যবাদ। আমাকে জানাননি কেন?'

'কারণ আমি আমার অফিস থেকে নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় আছি।'

'আচ্ছা। আমাকে বলবেন না, কেন ওঁরা আপনাদের সঙ্গে দেখা করলেন? গোলাম আলিকে কোথায় পাওয়া যাবে সেটা জানা কি আমার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ নয়?'

'মমতাজ বেগমের কথা আমি বিশ্বাস করিনি,' বলল জাফর। 'আমার ধারণা তিনি আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছেন।'

ব্যাখ্যাটা সম্ভবত মেনে নিল আমীর খান, অন্তত কোন মন্তব্য করল না। কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থাকার পর ঝট করে মুখ তুলল সে, বলল, 'আমি চাই চাঁদনি চকের ওই ঠিকানায় আজ রাতে আপনি যান, দেখা করুন গোলাম আলির সঙ্গে। তাকে পাওয়া গেলে, আমি চাই, সাতকন্যা নিয়ে দরদাম করবেন তার সঙ্গে।'

'না!' আঁতকে উঠল রূপা। 'জাফরের কাছে কোন অস্ত্র নেই, আর ওই লোক একটা খুনী।'

কৌতুক ঝিক করে উঠল আমীর খানের চোখের তারায়। 'ম্যাডাম দেখছি জাফর সাহেবকে নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন।'

'অবশ্যই উদ্বিগ্ন। নিজেদের কাজ ওকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাইছেন আপনি।'

'আপনি কি বলেন, জাফর সাহেব?'

'আশা করি পুলিশ আমাকে ব্যাক করবে?'

'অবশ্যই। সফল হবার সম্ভাবনা আমার চেয়ে আপনার বেশি, সেজন্যেই প্রস্তাবটা দিচ্ছি। পুলিশ দেখলেই পালাবে গোলাম আলি, আপনাকে দেখলে পালাবে না।'

'জাফর গেলে আমিও যাব!'

'সে ব্যবস্থাও করা যায়, তবে সেটা উচিত হবে বলে মনে হয় না,' বলল আমীর খান।

'কেন উচিত হবে না? সত্যি যদি কোন বিপদের ভয় না থাকে?'

'দেখা যাচ্ছে ম্যাডাম একেবারে নাছোড়বান্দা। বেশ, আপনিও যাবেন।'

'আমি কিন্তু এখনও বলিনি যে যাব।' জাফর ইতস্তত করছে।

'আপনাকে আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় পাঠাতে চাইছি না,' বলে পকেট থেকে একটা অটোমেটিক বের করে টেবিলের ওপর রাখল আমীর খান।

অস্ত্রটা তুলে নিয়ে জাফর বলল, 'ঠিক আছে। কখন?'

'আজ রাতেই। এখুনি আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলছি। এখানে অপেক্ষা করুন, আমি একটা ফোন করে আসি। সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ। ভয় পাবার কিছু নেই।'

আমীর খান চলে যাবার পর রূপা বলল, 'ভদ্রলোক আশ্বাস দিলেন, না হুমকি?'

'কি জানো, ঝামেলা থেকে মুক্ত হবার এটাই সবচেয়ে ভাল উপায়। কিন্তু আমি চাই না তুমি আমার সঙ্গে যাও।'

দ্রুত মাথা নাড়ল রূপা। 'তোমাকে আমি একা ছাড়ব না, অসম্ভব।'

চুপ করে থাকল জাফর, চিন্তা করছে। চিন্তা করছে রূপাও। না জানি কি ঘটে আজ।

চাঁদনি চকে গাড়ি থামিয়ে পায়ে হেঁটে খান জাহান রোডে চলে এল ওরা। গাড়িটা, একটা প্রাইভেট কার, কোত্থেকে কে জানে পুলিশই ওদের যোগাড় করে দিয়েছে। বেশ রাত হয়েছে, এলাকাটা আবাসিক, রাস্তায় কোন লোকজন দেখা যাচ্ছে না। একটা গলির মুখে এসে থামল ওরা, নিরানব্বই নম্বর বাড়িটা এই গলির ভেতরেই কোথাও। রূপার গা ছমছম করছে, সে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশ কোথায়? ওরা না পৌঁছুনো পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত নয়?'

'আশপাশেই কোথাও আছে তারা,' অভয় দিল জাফর।

গলির ভেতর ঢুকে এগোল ওরা। নিরানব্বই নম্বর বাড়িটা পাওয়া গেল, দু'পাশে সরু দুটো গলি দেখা যাচ্ছে। মেইন রোড থেকে গলির ভেতর ঢুকেছে ওরা, গলিটা খানিক দূরে সামনে এগিয়ে আরেকটা বড় রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। বাড়িটা আশপাশের আর সব বাড়ির মতই, তেমন কোন পার্থক্য নজরে পড়ল না। লাইট পোস্টে আলো নেই, তবে চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল।

'রাস্তায় আলো নেই কেন?' আবার ফিসফিস করল রূপা। তার সন্দেহ হচ্ছে পুলিশই হয়তো ব্যবস্থা করেছে আজ রাতে গলিটার ভেতর যাতে আলো না জ্বলে।

বাড়িটার উল্টোদিকের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, ওদের পিছনে অন্য একটা বাড়ির দরজা। গলি অন্ধকার, গলির ভেতর সবগুলো বাড়িও অন্ধকারে ঢাকা। কিছুক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করার পর জাফর বলল, 'আমি ভেতরে ঢুকছি। এই জায়গা ছেড়ে কোথাও যাবে না তুমি।'

'সাবধানে, জাফর, তোমার দোহাই লাগে!' চাপা গলায় রূপা যেন কাতরে উঠল।

গলি পেরিয়ে বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল জাফর। কাঠের দরজা, একটু ঠেলা দিতেই খুলে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে রূপার দিকে একবার তাকাল, তারপর ঢুকে পড়ল ভেতরে।

জাফর অদৃশ্য হয়ে যেতেই রূপার মনে অশুভ চিন্তাগুলো ভিড় করে এল। জাফরকে আর কোনদিন দেখতে পাব তো? ছায়ার ভেতর দাঁড়িয়ে কাঁপছে সে। শরীরে ঘাম দেখা দিয়েছে, আবার শীত শীতও করছে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আড়ষ্ট হয়ে উঠল পা দুটো, তারপর ব্যথা করতে শুরু

করল। বাড়িটার ভেতর থেকে কোন শব্দ আসছে না, কেউ আলোও জ্বালছে না। মনে মনে জাফরের জন্যে দোয়া করছে সে—ভালয় ভালয় সে যেন বেরিয়ে আসতে পারে।

তারপর একটা শব্দ শোনা গেল। কারা যেন ফিসফিস করছে বাড়িটার ভেতরে। দরজা খোলা বা বন্ধ হবার আওয়াজ হলো। তারপর বাড়িটার সদর দরজায় একজনকে দেখতে পেল রূপা। কালো একটা মূর্তি, সাবধানে বেরিয়ে এসে হন হন করে হাঁটছে বড় রাস্তাটার দিকে। তার হাঁটার ভঙ্গিটা লক্ষ করল রূপা, তারপরই চিনে ফেলল। মমতাজ বেগম! বোরখা পরে আছেন।

মাথাটা ঘুরছে রূপার। জাফরের জন্যে এটা কি তাহলে একটা ফাঁদ? ওকে গোলাম আলি বা গণেশ থাপার হাতে তুলে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন মমতাজ বেগম? না, জাফরের এই বিপদের সময় এখানে দাঁড়িয়ে থাকা তার সাজে না। যা থাকে কপালে, বাড়িটায় ঢুকবে সে। পা বাড়াতে যাবে রূপা, ওর পিছনে দরজাটা খুলে গেল। খপ করে কে যেন ধরে ফেলল তাকে এক হাতে, অপর হাত দিয়ে চেপে ধরল মুখটা। তারপর হ্যাঁচকা টানে টেনে নিল ঘরের ভেতর।

'কোন আওয়াজ করবেন না!' কর্কশ গলায় কে যেন নির্দেশ দিল।

ঘরটা অন্ধকার। টর্চের আলো পড়ল রূপার চোখে, ফলে কিছুই দেখতে পেল না সে, যদিও নিজেকে ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি করছে এখনও। আলোটা চোখে সয়ে আসতে দেখতে পেল, ওকে ধরে আছে আমির খান, সাব-ইন্সপেক্টর। ঘরের ভেতর তার সঙ্গে আরও পাঁচ-সাতজন মাদ্রাজী পুলিশ রয়েছে।

'আপনারা এরকম করলেন কেন?' রেগে গেছে রূপা।

'আপনি বাড়িটায় ঢুকতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সেটা আমরা হতে দিতে পারি না,' চাপা গলায় জবাব দিল আমীর খান।

'বাড়িটায় জাফর একা, ওর নিশ্চয়ই কোন বিপদ হয়েছে।'

গলির ওপারের বাড়িটা থেকে হঠাৎ একটা চিৎকার ভেসে এল, 'পালাচ্ছে! পালাচ্ছে!'

'আপনি এখানেই থাকুন,' বলল আমীর খান, রূপা কোন প্রতিবাদ করার আগেই দরজা খুলে গলিতে বেরিয়ে গেল সে, তার সঙ্গে বাকি পুলিশও। খালি ঘর থেকে রূপা দেখতে পেল গলির ওপারের বাড়িটায় টর্চ হাতে ছুটোছুটি করছে লোকজন। কি ঘটছে বুঝতে না পারলেও, পুলিশদের পিছু নিয়ে সে-ও এবার বেরিয়ে এল গলিতে। নিরানব্বই নম্বর বাড়ির গেটের কাছে পৌঁচেছে, সাদা পোশাক পরা একজন পুলিশ লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল গলিতে। 'বাড়ি খালি,' বলে রূপাকে পাশ কাটিয়ে ছুটল সে।

আরও পুলিশ বেরিয়ে এল বাড়িটা থেকে, পাশের একটা গলি ধরে ছুটছে সবাই। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে রূপাও তাদের পিছু নিল।

অন্ধকার গলি ধরে ছুটছে, গলির সামনে, শেষ মাথায়, একটা গাড়ি স্টার্ট নিল। তুমুল বেগে ছুটতে শুরু করল সেটা। ওটার পিছু নিল পুলিশের একটা জীপ। গলি থেকে বড় রাস্তায় বেরিয়ে এসে রূপা দেখল পুলিশের আরও একটা জীপ চলতে শুরু করেছে। ছুটল সে, প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ল জীপটার পিছনে। একজন পুলিশ

তাকে ধরে ফেলল, তা না হলে পড়ে যেত। 'কি ঘটছে আমাকে আপনারা বলবেন?' চিৎকার করল রূপা, কিন্তু কেউ তার প্রশ্নের জবাব দিল না। অমঙ্গল আশঙ্কা করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রূপা।

পুলিশের প্রথম জীপ আর একটা প্রাইভেট কার অনেকটা দূর এগিয়ে গেছে, রূপাদের জীপটা অনুসরণ করছে ওগুলোকে। এই ধাওয়া কতক্ষণ ধরে চলছে বলতে পারবে না রূপা, মনে হলো অনন্তকাল ধরে ছুটছে গাড়িগুলো। এদিকের রাস্তা ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে, রাস্তার কিনারা থেকে ঝপ করে নিচে নেমে গেছে গভীর খাদ, পাশেই সাগর। একটা বাঁক ঘুরতে গিয়ে উল্টে পড়ল পুলিশের প্রথম জীপটা। রূপাদের জীপের গতি বেড়ে গেল, উল্টে পড়া জীপটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটল, থামল না। উইণ্ডস্ক্রীনের সামনে এখন প্রাইভেট কারটাকে দেখা যাচ্ছে। গাড়ির ভেতর ধস্তাধস্তি করছে কারা যেন। জীপের হেডলাইটের আলোয় জাফরের মুখটা এক পলকের জন্যে দেখতে পেল রূপা। তারপর একটা পিস্তলের আওয়াজ ভেসে এল, কে যেন গুঙিয়ে উঠল ব্যথায়। তারপর দেখা গেল কারটার গতি কমে যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে পড়ছে ওটা। সম্ভবত ড্রাইভার গুলি খেয়েছে।

কারটা থামল খাদের কিনারায়। দরজা খুলে বেরিয়ে এল দু'জন লোক, ধস্তাধস্তি করছে।

ওদেরকে চিনতে পারল রূপা। জাফর ও গোলাম আলি। আবার গুলির শব্দ হলো। জীপ তখনও থামেনি, লাফ দিয়ে নিচে পড়ল রূপা, ছুটল ওদের দিকে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না, ধস্তাধস্তি করতে করতে কিনার থেকে নিচে পড়ে গেল জাফর ও গোলাম আলি। ফোঁপাতে ফোঁপাতে ছুটছে রূপা। কিনারার কাছে এসে দেখল একটা শুকনো নালায় পড়ে রয়েছে গোলাম আলি। তার বুক থেকে হড়হড় করে রক্ত বেরুচ্ছে। জাফরকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মুখ ফিরিয়ে রূপা দেখতে পেল গোলাম আলি দুর্বল একটা হাত তুলে তাকে ডাকছে। তাকে পাশ কাটিয়ে নিচে উঁকি দিল রূপা। নিচে সাগর দেখা যাচ্ছে, সাদা ফেনা আর ঢেউয়ের মধ্যে কেউ নেই। প্রায় একশো ফুট খাড়া নেমে গেছে পাঁচিলটা। নিচে পড়ার পর পানিতে ডুবে গেছে জাফর, এটা উপলব্ধি করার পর রূপার মনে হলো সে পাগল হয়ে যাচ্ছে। টলতে টলতে ফিরে আসছে, ভঙ্গিটা দেখে মনে হবে ঘুমের মধ্যে হাঁটছে সে। নালায় নেমে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার পর খেয়াল হলো গোলাম আলির পাশে শুয়ে রয়েছে সে। চাঁদের আলোয় কি যেন ঝিক করে উঠতে দেখল। সেটা তার হাতে গুঁজে দিয়ে কানের কাছে ফিসফিস করল লোকটা, 'এটা আপনি···দেবেন···মমতাজকে··· বলবেন···আমার উপহার···।' চোখ বন্ধ হয়ে গেল, মাথাটা কাত হয়ে গেল একদিকে। মারা গেল গোলাম আলি।

জিনিসটা কি দেখার গরজও অনুভব করল না রূপা, ব্লাউজের ভেতর গুঁজে রেখে উঠে বসল। টলতে টলতে দাঁড়াল সে, উঠে এল নালা থেকে, আবার কিনারার দিকে এগোচ্ছে। পড়ে যাচ্ছে, ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলল পুলিশের লোকজন, তা না হলে নিচে পড়ে যেত সে।

'আল্লাহ মেহেরবান!' বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল সাব-ইন্সপেক্টর আমীর খান। 'অলৌকিক কাণ্ড!'

দু'চোখ থেকে অনর্গল পানি ঝরছে, তার মত রূপাও চাঁদের আলোয় দেখতে পেল সাগরে সাঁতার কাটছে এক লোক। যতটা না চামড়ার চোখ দিয়ে, তারচেয়ে মনের চোখ দিয়ে উপলব্ধি করল সে—লোকটা জাফর। তারপর জ্ঞান হারাল রূপা।

*

জ্ঞান ফেরার পর রূপা দেখল জাফরের কোলে মাথা দিয়ে জীপের লম্বা একটা সীটে শুয়ে রয়েছে সে। 'জাফর···,' ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে উঠে বসতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বাধা দিল জাফর।

'এখন কোন কথা বোলো না, রূপা,' নরম সুরে বলল জাফর। 'আগে তুমি সুস্থ হও, তারপর সব শুনো।'

হোটেলে ফিরে অমল সিংহানীকে বলে একজন ডাক্তারকে ডেকে আনাল জাফর, রূপাকে পরীক্ষা করে গেলেন তিনি। ইতিমধ্যে গোসল করেছে ওরা, আগুনের মত গরম কফিতে চুমুক দিচ্ছে। জাফর জানাল, মমতাজ বেগমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, বড় রাস্তার মুখেই। তারপর বলল নিরানব্বই নম্বর বাড়িটায় কি ঘটেছিল।

ওরা যেমন সন্দেহ করছিল, মমতাজ বেগম ওখানে জাফরের জন্যে একটা ফাঁদ পেতেছিলেন। শুধু জাফরের জন্যে নয়, তিনি ফাঁদ পেতে ছিলেন গণেশ থাপার জন্যেও। দেরিতে হলেও তিনি জাফরের আসল পরিচয় জেনে ফেলেন। জাফর আইনের লোক, এটা জানার পর ওকে পথ থেকে সরিয়ে ফেলার প্ল্যান করেন তিনি।

'সাতকন্যা নিয়ে আলোচনার কোন সুযোগই পাইনি, তার আগেই মমতাজ বেগমের বন্ধুরা বাড়িটা থেকে আমাকে বের করে এনে গাড়িতে তুলে ফেলে। গুলি করে লাশটা সাগরে ফেলে দেয়াই ওদের উদ্দেশ্য ছিল।'

'গোলাম আলিকে গুলি করল কে?'

'গণেশ থাপা। গুলিটা করা হয়েছিল আমাকে, কিন্তু সময় মত সরে যাওয়ায় বেঁচে যাই।'

হঠাৎ গোলাম আলির দেয়া জিনিসটার কথা মনে পড়তে ব্লাউজের ভেতর হাত গলাল রূপা। ইলেকট্রিকের আলোয় আগুনের মত জ্বলে উঠল হীরাগুলো।

'মাই গড!' চিৎকার করে উঠল জাফর। 'সাতকন্যা! তুমি কোথায় পেলে?' উত্তেজনায় কর্কশ শোনাল ওর গলা।

কার কাছ থেকে পেয়েছে, দেয়ার সময় গোলাম আলি কি বলেছে, সব বলল রূপা।

'দেখি তো,' বলে রূপার হাত থেকে সেভেন সিস্টার্স নিয়ে পরীক্ষা করল জাফর। 'হীরে সম্পর্কে কিছু জানো তুমি?' জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা নাড়ল রূপা।

'এগুলো হীরে বলে মনে হচ্ছে না,' রুদ্ধশ্বাসে বলল জাফর। 'কোন জুয়েলারকে দেখানো দরকার। তবে আমার সন্দেহ, এগুলো ইমিটেশন। মারা যাবার সময় কেন কৌতুক করল গোলাম আলি, এর ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। সে জানত।'

'তাহলে সাতকন্যা কার কাছে আছে?'

'বলবীর আমার কাছে আসার পর থেকেই এরকম একটা সন্দেহ হয়েছিল

আমার। সম্ভবত বলবীরের কাছ থেকে আসল সত্যটা জানতে পারে গোলাম আলি। সে বোধহয় মমতাজ আর গণেশের জন্যে ফাঁদ পেতেছিল, আমার জন্যে নয়—আমি মমতাজ বেগমের কারণে ফাঁদটায় পা দিই। আসলে কি ঘটেছিল তা হয়তো কোনদিনই জানা যাবে না।'

'কিন্তু সাতকন্যা তাহলে কোথায়? ওটার অস্তিত্ব আছে তো, নাকি তা-ও নেই?'

'অস্তিত্ব তো অবশ্যই আছে। কোথায় আছে···তা বোধহয় বলবীর বা মিসেস বাশার বলতে পারবেন।'

সাত

পরদিন সকালে বোম্বের এক নামকরা জুয়েলারি দোকানে ঢুকল ওরা। মালিককে নিজের পরিচয়-পত্র দেখাল জাফর, নেকলেসটা বের করে বলল, 'আমি এটার দাম যাচাই করতে চাই, প্লীজ।'

নেকলেসের সাতটা হীরাই পরীক্ষা করা হলো। কিছুক্ষণ পর নিজের অফিসে ফিরে গিয়ে একটা মোটা খাতা নিয়ে এলেন ভদ্রলোক। ধীরে ধীরে পাতা উল্টে কি যেন খুঁজছেন। তারপর এক সময় খাতাটা বন্ধ করে সেটার ওপর নেকলেসটা রাখলেন। 'আমার ধারণা উত্তরটা আপনি জানেন, স্যার।' হাসলেন জুয়েলার। 'এগুলো একেবারে নিখুঁত ইমিটেশন।'

'আমারও তাই সন্দেহ,' বলল জাফর। 'আপনি কি বলতে পারবেন কোন বিখ্যাত হীরার কপি কিনা?'

বিনয়ের কোন অভাব না থাকলেও, জুয়েলার ভদ্রলোকের কৌতূহলও কম নয়। 'আপনি কি বিশেষ কোন হীরা বা নেকলেসের কথা ভাবছেন, স্যার?'

'হ্যাঁ, সেভেন সিস্টার্স।'

চট করে আরেকবার জাফরের কার্ড-এর ওপর চোখ বুলালেন জুয়েলার। 'জ্বী, আপনি ঠিক ধরেছেন। সেভেন সিস্টার্স-এর মালিক উদয়পুরের সর্বশেষ মহারাজার নাতি মনসুরউদ্দিন খান। একাত্তর সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় নেকলেসটা তাঁর কাছ থেকে চুরি হয়ে যায়, তারপর আর সেটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।'

'তবে এটা সেই আসল সেভেন সিস্টার্স দেখে নকল করা হয়েছে, তাই না?'

'অবশ্যই, স্যার। আমার ধারণা, খুব বেশি দিন আগে নয়, বছর দুয়েক আগে তৈরি করা হয়েছে এটা। আমি তো ভাবছি মহারাজার নাতির সঙ্গে আপনার দেখা করা উচিত। উনি খুব খুশি হবেন, স্যার।'

'আমি তাঁকে পাব কোথায়?'

'আমি বলব আপনি ভাগ্যবান। বেশ কিছুদিন ধরে বোম্বেতেই থাকছেন তিনি। মহারাজার নাতি, বুঝতেই পারছেন, আজও ওঁরা বিরাট ধনী পরিবার। বোম্বের অভিজাত এলাকায় থাকেন। বাড়িটা আমি চিনি, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ও আছে।

আপনি যদি বলেন···।'

'হ্যাঁ, মনসুরউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি। সম্ভব হলে আজ, এখুনি।'

একটু চিন্তা করে জুয়েলার বললেন, 'ঠিক আছে, প্রথমে আমি টেলিফোন করে দেখি তাঁকে পাওয়া যাবে কিনা।'

খানিক পর নিজের অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। বললেন, 'উনি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন, স্যার।'

জুয়েলারির দোকান থেকে বেরিয়ে আসার সময় রূপা বলল, 'যাক, এতদিনে মনে হচ্ছে রহস্যের একটা সুরাহা হতে যাচ্ছে। কিন্তু একটা কথা, দেখা যাচ্ছে আমাকে যতটুকু বলেছ তারচেয়ে অনেক বেশি জানো তুমি।'

'জানি না, বলা উচিত সন্দেহ করেছি। মিসেস বাশার ভয় পাচ্ছেন দেখেই বোঝা গিয়েছিল সাতকন্যাকে নিয়ে কোন গোলমাল আছে। তুমি তাঁর সঙ্গে কথা বলায় উনি আরও বেশি ভয় পেয়ে যান।'

'এখন যখন নকল সাতকন্যা পাওয়া গেছে, দিলরুবা খানমের চালাকি তো ধরা পড়ে গেল, তাই না?'

জাফর হাসল। 'হীরাগুলো যে নকল, উনি তা না জানার ভান করতে পারেন, দোষটা চাপিয়ে দিতে পারেন স্বামীর ঘাড়ে। আসল সাতকন্যা যে এক সময় তাঁর কাছে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই, আমাদের কোম্পানী এক্সপার্টকে না দেখিয়ে ওটা বীমা করেনি। আমার ধারণা আসলটা বিক্রি করা হয়েছে বা বন্ধক রাখা হয়েছে, ব্ল্যাকমেইলারকে টাকা দেয়ার জন্যে, তার আগে নকলটা বানানো হয়েছে। ঢাকার তাঁতী বাজারে এমন অনেক দক্ষ কারিগর আছে, তাদের পক্ষে সাতকন্যা নকল করা কঠিন কোন কাজ নয়। বাশার সাহেব ব্যাপারটা জানতেন না, তিনি ভেবেছিলেন আসল সাতকন্যাই চুরি করেছেন। তা না হলে বলবীরের মত এক্সপার্ট লোককে ওটা তিনি দেখাতে চাইতেন না।'

'ফোনে তুমি তোমার অফিসকে এ-সব জানিয়েছ, তাই না?'

'হ্যাঁ, জানিয়েছি। ঢাকার পুলিশ এখন আসল সাতকন্যা খুঁজছে।'

বেশ বড় একটা একতলা বাড়ির সামনে থামল জুয়েলারের গাড়ি। গেটের দারোয়ানের সঙ্গে কথা বললেন তিনি। গেট খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল গাড়ি। একজন উর্দি পরা চাকর ওদেরকে পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে এসে বসাল। একটু পরই অন্দরমহল থেকে ড্রইংরুমে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ, বয়েসের ভারে দীর্ঘ শরীরটা সামনের দিকে খানিকটা নুয়ে পড়েছে, এগিয়ে এসে ছড়িতে ভর দিয়ে ওদের সামনে দাঁড়ালেন। 'রঘুবীর যাদব, অনেক দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হলো। চেহারাই বলে দিচ্ছে সুখেই আছ তুমি।' এরপর জাফরের দিকে তাকালেন তিনি। 'আমি মনসুরউদ্দিন খান, আপনি নিশ্চয়ই মি. জাফর চৌধুরী, ফোনে যার কথা বলছিল যাদব? বলুন, মি. জাফর, আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি।'

'আমার একটা তথ্য দরকার, স্যার,' সবিনয়ে বলল জাফর, ভদ্রলোকের চেহারায় আভিজাত্য লক্ষ করে শ্রদ্ধা এসে গেছে ওর মনে। 'আমি আশা করছি আপনার সঙ্গে কথা বলে একটা রহস্যের মীমাংসা করতে পারব। এটা একটু দেখুন,

প্লীজ।'

একটা সোফায় বসে জাফরের হাত থেকে নেকলেসটা নিলেন মনসুরউদ্দিন। প্রতিটি হীরা আলাদা ভাবে পরীক্ষা করলেন তিনি। তারপর মুখ তুলে বললেন, 'হ্যাঁ, সবগুলোই সেভেন সিস্টার্স-এর নকল।'

'একসময় আপনিই তো সাতকন্যার মালিক ছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, সাতকন্যা আমার সম্পত্তি। আপনি কি জানেন এখন ওটা কোথায়, কার কাছে আছে?'

'সঠিক জানি না,' বলল জাফর, 'তবে ধারণা করছি ঢাকায় আছে। পুলিশ এই মুহূর্তে ওটা খুঁজছে।'

'আচ্ছা!'

'আপনি কি, স্যার, দয়া করে বলবেন, সাতকন্যা আপনার হাতছাড়া হলো কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল জাফর।

সালোয়ার-কামিজ পরা একটা মেয়ে ঢুকল, হাতে ট্রে। মেয়েটা মনসুরউদ্দিনের কেউ হয়, নাকি বাড়ির চাকরানী ঠিক বোঝা গেল না। দোপাট্টা দিয়ে মাথা আর মুখ প্রায় ঢাকা। জমিদারী বা রাজত্ব নেই, তবে রাজকীয় রীতি আজও ধরে রাখার প্রবণতা লক্ষ করার মত। পেস্তা বাদাম দেয়া শরবত পরিবেশন করা হলো।

'একাত্তর সালের ফেব্রুয়ারি মাসে···বলা উচিত আপনাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার কিছু দিন আগে বেড়াতে গিয়ে পাকিস্তানে আটকা পড়ি আমি। আমার কয়েকজন বন্ধু সাতকন্যা দেখতে চেয়েছিল, সেজন্যেই গিয়েছিলাম,' বললেন মনসুরউদ্দিন। 'ওখানে অনেক বাঙালী পরিবার আটকা পড়েছিল। সেরকম একটা পরিবারকে পাকিস্তানী পুলিশ এক রাতে ধরে নিয়ে যায়, তবে তাদের এক ছেলের বউ পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে পাশের বাড়িতে চলে আসে। ওই পাশের বাড়িটাতেই তখন ছিলাম আমি। মেয়েটা আমার হাতে-পায়ে ধরে অনুরোধ করে, তাকে যেন আমি পুলিশের হাত থেকে বাঁচাই।

'ক'দিন পরই আমার লণ্ডন যাবার কথা, কিন্তু মেয়েটাকে বাড়িতে আশ্রয় দেয়ায় তারিখটা পিছিয়ে দিতে হলো। দিন পনেরো পর এক সকালে উঠে দেখি মেয়েটা নেই। আমি তাকে নিজের মেয়ের মতই বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু আমার সঙ্গে সে বেঈমানী করল। যাবার সময় আমার সাতকন্যা চুরি করল। প্রাণ বাঁচানোর এই হলো প্রতিদান।'

'আপনি তাকে খোঁজেননি?'

'পাকিস্তানী পুলিশকে জানানোর উপায় ছিল না, বুঝতেই পারছেন,' বললেন মনসুরউদ্দিন। 'ক্ষতিটা চুপচাপ সহ্য করতে হলো। ডিসেম্বরে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেল, আমি তখন লণ্ডনে। দেশে ফিরলাম প্রায় বছর দেড়েক পর। খুঁজব যে, কোথায় খুঁজব? মেয়েটা বাঙালী, এটা জানতাম, কিন্তু সে বাংলাদেশী না পাকিস্তানী তা কি করে বুঝব? তাছাড়া, আমি শুধু তার নামটা জানতাম, কোন ঠিকানা বা আর কিছু জানতাম না।'

'কি নাম ছিল মহিলার?'

'দিলরুবা।'

জাফর উত্তেজিত গলায় বলল, 'ঠিক যা সন্দেহ করেছি। এখন তিনি মিসেস বাশার, স্যার। এবার আপনাকে আমি একটা মার্ডার কেসের গল্প শোনাই, তাহলে গোটা ব্যাপারটা আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।' শুরু থেকে এখন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব সংক্ষেপে বলে গেল জাফর। সবশেষে মনসুরউদ্দিনকে পরামর্শ দিল, 'আপনি, স্যার, আপনার সাতকন্যার কথা পুলিশকে জানান। ভারতীয় পুলিশ ইন্টারপোলকে জানাক, ইন্টারপোল বাংলাদেশী পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করুক। এভাবে চেষ্টা করলে আপনার জিনিস অবশ্যই আপনি ফেরত পাবেন।'

মনসুরউদ্দিন হেসে উঠলেন। 'আপনি বলছেন? এত বছর পর আমি আমার সাতকন্যা ফেরত পাব?'

'আমি তো ফেরত না পাবার কোন কারণ দেখছি না,' বলল জাফর। 'আরেকটা কথা, মি. মনসুরউদ্দিন। পুলিশ চাইবে মিসেস বাশারকে আপনি সনাক্ত করুন।'

মনসুরউদ্দিন বললেন, 'এই কাজটা আমি আনন্দের সঙ্গে করব, সাতকন্যা ফিরে পাই বা না পাই। ভাল কথা, কেউ আপনারা না বলতে পারবেন না। ফিরোজা!' গলা চড়িয়ে ডাকলেন তিনি। সেই মেয়েটাই আবার ড্রইংরুমে ফিরে এল। 'বাবুর্চিকে বলো বাংলাদেশ থেকে মেহমান এসেছেন, আজ দুপুরে তাঁরা এখানে খানা খাবেন। রঘুবীর যাদব, তুমিও থাকছ।'

ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফেরার পথে রূপা জানতে চাইল, 'মমতাজ বেগম আর গণেশ থাপার কি হবে?'

'মুক্তিযুদ্ধের সময় দু'জনেরই বয়েস খুব কম ছিল, অর্থাৎ তারা কেউ দিলরুবার সহযোগী ছিল না। বোঝাই যাচ্ছে, দিলরুবা খানমকে ব্ল্যাকমেইল করছিল গণেশ থাপা। মমতাজ বেগমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যেতে পারে, বাশার সাহেবের হত্যাকাণ্ডে গোলাম আলিকে সাহায্য করেছেন। তবে আসল খুনী যেখানে বেঁচে নেই, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগটা প্রমাণ করাটা সহজ হবে না। তাঁর কি হলো না হলো, আমি মাথা ঘামাতে চাই না। আমার একমাত্র উদ্বেগ হলো সাতকন্যা উদ্ধার করা।'

হোটেলে ফিরে একটা টেলিগ্রাম পেল জাফর। ওর অফিস থেকে জানানো হয়েছে, ঢাকার পুলিশ তাঁতী বাজারের এক অলঙ্কারের দোকান থেকে সাতকন্যা উদ্ধার করেছে। তদন্তে সফল হওয়ায় অভিনন্দন জানানো হয়েছে জাফরকে।

'দারুণ, তাই না?' রূপাকে বলল জাফর। 'এবার আমরা বিয়ের প্রস্তুতি নিতে পারি, কি বলো? চোখের সামনে উপাদেয় খাদ্যবস্তু দেখতে পাব, ঘ্রাণও নেব, কিন্তু খেতে পারব না—এই অবস্থায় একটা মানুষ কতদিন বেঁচে থাকতে পারে?'

হঠাৎ লজ্জা পেয়ে জাফরের বাহুতে চিমটি কাটল রূপা। 'তুমি একটা অসভ্য!'

একটু পরই ওদের সঙ্গে দেখা করল আমীর খান। ওদের পাসপোর্ট দুটো ফেরত দিল সে, বলল, 'কাল বা পরশু ভুবেনশ্বরে ফিরে যাচ্ছি আমি। এখানে আমার দায়িত্ব শেষ।'

'আমাদেরকে তাহলে এখন আর খুনী বলে সন্দেহ করা হচ্ছে না?' হাসছে

জাফর।

'সন্দেহের তালিকায় আপনারা কখনই ছিলেন না,' বলল আমীর খান। 'ভাল কথা, একটা খবর দিই। মিসেস বাশার আজ সকালে তাঁর হোটেল কামরায় গুলি খেয়ে মারা গেছেন।'

'গুলি খেয়ে মারা গেছেন!' রূপা ও জাফর একযোগে বলে উঠল।

'গুলি করেছে গণেশ থাপা, পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। গণেশ যে ব্ল্যাকমেইল করছে, কথাটা পুলিশকে বলে দিতে যাচ্ছিলেন মিসেস বাশার···।'

'তারমানে আপনারা দিলরুবার ওপর নজর রাখছিলেন?'

'নিশ্চয়ই। তা না হলে কি এত তাড়াতাড়ি গণেশকে গ্রেফতার করা সম্ভব হত।'

'আর মমতাজ বেগম?' জিজ্ঞেস করল রূপা।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমীর খান বলল, 'তিনি সরকার পক্ষের সাক্ষী হতে রাজি হয়েছেন। খানিকটা চাপ দিয়ে তাঁর স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে।' জাফরের দিকে ফিরল সে। 'এবার আপনি আমাকে সাতকন্যার গল্প শোনান।'

ওর কথা শোনার পর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল সাব-ইন্সপেক্টর। 'অবিশ্বাস্য ব্যাপার, তাই না? এত বছর পর মনসুরউদ্দিন সাহেব তাঁর সাতকন্যা ফিরে পাচ্ছেন। আমি বলব, মারা যাওয়ায় বেঁচে গেছেন মিসেস বাশার।'

পরদিন সকালে ঢাকা অফিস থেকে একটা ফোন পেল জাফর। ওকে জানানো হলো, কোম্পানীর শাখা ম্যানেজার মাসুক মুনতাসির স্বয়ং প্লেনে করে বোম্বে আসছেন, এয়ারপোর্টে ও যেন উপস্থিত থাকে।

'কেসটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, বুঝতে পারছ?' রূপাকে বলল জাফর। 'এটা একটা সুখবর, কিন্তু কাদের জন্যে বলো তো?'

রূপা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। 'কাদের জন্যে?'

'খুদে এক পাল জাফর বাহিনীর জন্যে।'

রূপা কথাটা ধরতে পারল না।

জাফর বলল, 'বুঝলে না? এই কেসটায় ভাল করায় আমার প্রমোশন হবে। প্রমোশন মানেই আরও বেশি বেতন, আরও নানা রকম সুযোগ সুবিধে। সুফলটা কারা ভোগ করবে?'

'কারা?' রূপা এখনও অন্ধকারে।

'জাফর বাহিনীর সদস্যরা—মানে, তোমার আর আমার বাচ্চারা।'

'অসভ্য বললে একঘেয়ে শোনাবে, বহুবার বলেছি। বারবার এক কথা বললে ওটার আর কোন গুরুত্বও থাকে না, বরং তুমি প্রশ্রয় পেয়ে যাবে। ভাবছি কি বলা যায়।' চিন্তা করছে রূপা। তারপর আবার বলল, 'ভেবে দেখলাম, তুমি যা, আমারও তাই হওয়া উচিত—তোমাকে ঠিক করার এটাই একমাত্র প্রতিষেধক।'

'তারমানে?'

'মানে, এখন থেকে আমিও অসভ্যতা করব। হ্যাঁ গো, আমাদের যেন ক'টা বাচ্চা হবে—ছেলে আর মেয়ে মিলিয়ে?' বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল রূপা।

এভাবে কিছুক্ষণ হাসাহাসি করার পর রূপা বলল, 'তোমার সঙ্গে আমিও কিন্তু

এয়ারপোর্টে যাচ্ছি।'

'চলো। তোমাকে দেখলে হয়তো ম্যানেজার সাহেব আরও এক হপ্তা ছুটি বাড়িয়ে দেবেন আমার।'

'তিনি আসছেন কেন বলো তো?'

'মনসুরউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে।'

এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার পথে মাসুক মুনতাসির বললেন, 'আমি এসেছি মনসুরউদ্দিন খানের সাক্ষাৎকার নেব বলে। সাতকন্যার মালিকানা নির্ধারণ করা দরকার। আজ বিকেলে ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন আপনি, জাফর সাহেব।'

ম্যানেজারের জন্যে একটা ফাইভ স্টার হোটেলের কামরা আগেই বুক করে রেখেছিল জাফর, তাঁকে সেখানে তুলে দিয়ে মনসুরউদ্দিন খানের বাড়িতে চলে এল ওরা।

ভদ্রলোক এমন আন্তরিকভাবে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন, ওরা যেন তাঁর কতদিনের পুরানো বন্ধু। ওদের আসার কারণটা ব্যাখ্যা করল জাফর।

'সত্যি বিশ্বাস করতে পারছি না,' বললেন তিনি। 'সত্যিই কি সাতকন্যা ফিরে আসছে আমার কাছে? ওটা যে আমার, তা প্রমাণ করা কোন সমস্যা নয়। ওটা আমি লণ্ডন থেকে নিলামে কিনেছিলাম, এখনও আমার কাছে সমস্ত কাগজ-পত্র আছে।' হঠাৎ হেসে উঠে রূপার দিকে তাকালেন তিনি। 'আমার সৌভাগ্য দেখে আপনার খুশি লাগছে না?'

ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করছিল রূপা, প্রশ্নটা সেজন্যেই করা হয়েছে তাকে। সে বলল, 'আমার কেন যেন মনে হয়েছে, হীরাগুলোর মধ্যে অশুভ কি যেন আছে,' সরাসরি কথা বলাতে অভ্যস্ত সে, এবারও তার প্রমাণ পাওয়া গেল। 'ওটার কাছ থেকে দূরে থাকতে পারলেই খুশি আমি।'

'ওটা আপনার হলে কি করতেন? ভেবে দেখুন, প্রায় এক কোটি টাকা দাম।'

'টাকা দিয়ে কি সুখ কিনতে পাওয়া যায়?' জবাব দিল রূপা। 'সুন্দর হীরে হিসেবে ওগুলোর প্রশংসা করতে রাজি আছি, কিন্তু ওটার সান্নিধ্যে থাকতে বা নিজের কাছে রাখতে রাজি নই।'

'আপনার কথাই ঠিক,' মনসুরউদ্দিন বললেন। 'সাতকন্যার অশুভ একটা ইতিহাস আছে, তবে শুধু যখন ওটা চুরি যায়। আমার কাছে ওগুলো লাকি স্টোনস। কাজেই যতক্ষণ আমার কাছে থাকবে ততক্ষণ ওগুলো শুভ।'

ভদ্রলোক ওদেরকে পেস্তা বাদাম দেয়া শরবত খাওয়ালেন। কথায় কথায় জাফর জানাল, দেশে ফেরার আগেই রূপার সঙ্গে ওর বিয়ে হতে যাচ্ছে। খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বৃদ্ধের চেহারা, ওদেরকে অপেক্ষা করতে বলে অন্দরমহলে চলে গেলেন তিনি।

ছড়ির আওয়াজ তুলে খানিক পরই ফিরে এলেন মনসুরউদ্দিন। সরাসরি রূপার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। 'কি জানো,' সম্বোধন পাল্টে বললেন তিনি, 'সারাটা জীবন একটা খেদ থেকে গেল মনে—আমার কোন মেয়ে নেই। ছেলে আমার অনেকগুলো, তারা সবাই বিবাহিত, কিন্তু তাদেরও কোন মেয়ে নেই। এই বুড়ো

বয়েসে কাছে একটা মেয়ে বা নাতনী থাকলে ভাল লাগত। সেজন্যেই তোমাকে মেয়ে বলে ভাবতে ইচ্ছে করছে আমার। যদি কিছু মনে না করো, তোমাকে এই সামান্য উপহারটা আমি দিতে চাই। এটা আমি আমার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি, কথা ছিল আমার মেয়ে হলে তার বিয়েতে দেব।' কথা বলতে বলতে পাঞ্জাবীর পকেট থেকে লাল একটা চামড়ার কেস বের করলেন তিনি। কেসটা খুলতেই ঝিক করে উঠল পাথরগুলো।

রূপা আর জাফর হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে স্যাফায়ার পাথর বসানো নেকলেসটার দিকে।

আগে রূপারই সংবিৎ ফিরল। 'কিন্তু, কাকা, এটা আপনাদের পরিবারের একটা ঐতিহ্য, কেন আপনি আমাকে দিতে যাবেন···।'

'আমি কি ব্যাখ্যা করিনি? রূপাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন মনসুরউদ্দিন। 'বলিনি, তোমাকে নিজের মেয়ে বলে ভাবতে ভাল লাগছে আমার? তুমি যদি এটা না নাও, আমি কিন্তু সাঙ্ঘাতিক দুঃখ পাব।'

জাফরের দিকে তাকাল রূপা। কিন্তু জাফরের চেহারা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, যেন ওদের কথা কিছুই শোনেনি সে।

ধীরে ধীরে সোফা ছেড়ে দাঁড়াল রূপা। বৃদ্ধের বাড়ানো হাত থেকে নেকলেসটা সাবধানে নিল। 'কিন্তু···এটা তো দেখছি অনেক দামী জিনিস, কাকা!'

'টাকা দিয়ে যেমন সুখ কিনতে পাওয়া যায় না, তেমনি ভালবাসাও কিনতে পাওয়া যায় না,' বললেন মনসুরউদ্দিন। 'ওটার দাম এক কানাকড়িও নয়, যদি ওটার সঙ্গে তোমাকে আমি বুকভরা ভালবাসাও না দিতাম। এখন আমাকে দেখতে হবে তুমি আমার ভালবাসার প্রতিদান দিতে পারো কিনা।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল রূপা। 'বলুন, আপনাকে আমার কি দেয়ার আছে? সাধ্যের মধ্যে হলে অবশ্যই দেব।'

'তোমরা বলছ, দেশে ফেরার আগেই বিয়েটা করে ফেলবে। এই বৃদ্ধ তোমার বাপ হিসেবে বিয়েটায় উপস্থিত থাকতে চায়···।'

এক পা এগিয়ে বৃদ্ধ মনসুরউদ্দিনের বুকে মাথা ঠেকাল রূপা। অচেনা এক ভদ্রলোক তাকে এমন আপন করে নেয়ায় ওর চোখে পানি বেরিয়ে এসেছে।

রূপার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাচ্ছে জাফর, আর ভাবছে, দেশ থেকে রওনা হবার আগে কে জানত সঙ্গে সুখ আর সোনার একটা খনি নিয়ে বাড়ি ফিরবে ও?

* * *